বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা: প্রেক্ষাপট ৫ম সংসদ (১৯৯১-৯৬)

GIFT

প্রফেসর ড. নূরুল আমিন
তত্ত্বাবধায়ক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উম্মিয়া আক্তার শিলা
এম.ফিল. গবেষক
রেজি নং-১২৯
শিক্ষাবর্ষ- ১৯৯৯-২০০০
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Library
403544

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য এই অভিসন্দর্ভ দাখিল করা হল]

403544

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

২০০৬

ঘোষণা পত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা ঃ প্রেক্ষাপট ৫ম সংসদ (১৯৯১-৯৬) শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এই শিরোণামে ইতিপূর্বে অন্য কেউ গবেষণা করেনি। এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ডিগ্রী বা প্রকাশনার জন্য আমি উপস্থাপন করিনি।

তারিখ ঃ

উম্মিয়া আক্তার শিলা
এম.ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

403544

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

তারিখ ঃ [illegible]

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উম্মিয়া আক্তার শিলা কর্তৃক রচিত বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা ঃ প্রেক্ষাপট ৫ম সংসদ (১৯৯১-৯৬) শীর্ষক এই অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে তাঁর একক ভাবে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণা। আমার জানামতে এ অভিসন্দর্ভ সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপন করেনি।

প্রফেসর ড. নূরুল আমিন
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

403544

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

সিমরিন / সিয়াম

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের কথা

বিশ্বজুড়ে উন্নয়নের সাম্প্রতিকতম ভাবনায় নারীর ক্ষমতায়ন ইস্যু ক্রমশ একটি বহুল আলোচিত বিষয়ে রূপ নিয়েছে। সে কারণে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে "সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা" বিষয়টি একটি চলমান আলোচনা, পর্যালোচনা এবং গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা প্রেক্ষাপট ৫ম সংসদ (১৯৯১-৯৬) গবেষণাটি ছিল সময়ের দাবী। কেননা এই মহান সংসদেই পুন:সূচিত হয় সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:অগ্রযাত্রা। আর এই সময়ের দাবী সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমার এই দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণা প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তিতে গবেষকের কিছু কথা তুলে ধরতে হচ্ছে। একথা অনস্বীকার্য যে গবেষণাকর্মটির সফল পরিসমাপ্তিতে ব্যক্তিগত ভাবে প্রশান্তিময় এক অনুভূতি আমাকে স্পর্শ করেছে। যে কোন গবেষণা কর্মে একজন প্রধান গবেষকের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট থাকেন আরও অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেই গবেষণা প্রক্রিয়াতে সেই সব ব্যক্তির অবদান অনুধাবন করা সম্ভব। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে অনেকের প্রতিদান দেয়া অসম্ভব। গবেষক হিসেবে যিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি হলেন আমার পরম শিক্ষাগুরু ও আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. নূরুল আমিন। যিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সব সমস্যা বুঝতে সক্ষম হয়েছেন। গবেষণা কর্মটি পরিচালনার সার্বিক দিক নির্দেশনার পাশাপাশি গবেষকের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেছেন সর্বক্ষণ। এমনি একজন মহান হৃদয়ের অধিকারী তত্ত্বাবধায়কে সাথে কাজ করতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত। তত্ত্বাবধায়কের পাশাপাশি যিনি আমার সার্বিক খোঁজ খবর ও গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে উৎসাহ প্রদান করেছেন তিনি হলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. কে, এম, মোহসীন। শত ব্যস্ততার মাঝে ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিয়ত আমাকে গবেষনা কর্মে উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন আমার স্বামী জনাব এস.এম. শাহান শাহ শাহীন। এ মুহূর্তে যাদের কথা মনে পড়ছে তারা হলেন ফাতিহা ইয়াসমিন, রুখসানা সুলতানা নীলা, আবদুল মুকিত অন্যতম।

এছাড়া কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম.ফিল সেকশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, উইমেন ফর ইউমেনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে। যারা বিভিন্ন সময়ে গবেষণার তথ্যাবলী সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য সহযোগীতা করেছে।

উম্মিয়া আক্তার শিলা
এম.ফিল গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আর যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্টেই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক যেমন নারী; তেমনি নির্বাচনে মোট ভোটারের সংখ্যা বিবেচনা করলে দেখা যায় নারী-পুরুষের ভোটের হার প্রায় সমানসমান। কিন্তু এখনও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ খুবই কম। জাতীয় সংসদে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি এ যাবৎকাল শুধু বক্তৃতা বিবৃতিতেই সীমাবদ্ধ, যা নারী উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণায় যেমন বলা হয়েছে একটি দেশের সরকারের প্রত্যেক নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে; তেমনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও এ ক্ষেত্রে বৈষম্য রাখা হয়নি। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি একটু ভিন্ন রকম। উল্লেখ্য যে ১৯৯১ সাল থেকে এদেশের সরকার প্রধান ও বিরোধীদলীয় প্রধান দু'জনই নারী। অথচ জাতীয়সংসদে ও রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত নগণ্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রের শীর্ষ পর্যায়ে দু'জন নারীর উপস্থিতি প্রমাণ করেনা যে জাতীয় সংসদে তথা রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণ অত্যন্ত সন্তোষজনক। যা সমগ্র সংসদের [সংরক্ষিত আসন ছাড়া] নারীর মোট প্রতিনিধিত্বের হার হলো ২%।

আলোচ্য গবেষণাটিতে ৫ম জাতীয়সংসদ ১৯৯১-৯৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা অর্থাৎ ক্ষমতায়ন বিষয়টির বিভিন্ন দিক আলোকপাত করা হয়েছে, তথা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে ৫ম জাতীয় সংসদে নারী সাংসদরা কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে তার

Dhaka University Institutional Repository

অনুসন্ধান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত। অর্থাৎ এই সংসদ নির্বাচন আন্তর্জাতিক ভাবে যেমন স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এই ৫ম সংসদেই সরকার ও বিরোধীদলের ঐক্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পুন:সূচনা। অর্থাৎ নারী নেতৃত্ব, রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় ক্রম বিবর্তনের মাধ্যমে এসেছে ৫ম জাতীয় সংসদ থেকে।

গবেষণাটি পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যবলীর আলোকে পরিচালিত হয়েছে। গবেষনাটির মূখ্য উদ্দেশ্য হলো ৫ম জাতীয়সংসদ নির্বাচন ১৯৯১-৯৬ এর ভিত্তিতে বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা, নারীদের আর্থ-সামাজিক ও সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের দ্বারা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের স্বরূপ উদঘাট ঃ যার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ প্রতিষ্ঠান ও সরকার কার্যকরী ও চাহিদা ভিত্তিক সময়উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। গবেষণার উপরোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনে বর্তমান অভিসন্দর্ভটি মোট ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় ঃ এই অধ্যায়ের প্রথমেই ভূমিকাতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের অবস্থান, জাতীয় সংসদ কাঠামোতে নারী ও নারীর ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয় সমূহ বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে উপস্থাপন করে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর এ অধ্যায়ে গবেষণার সমস্যা, যৌক্তিকতা ও উদ্দেশ্যাবলীর বিভিন্ন দিক আলোকপাত করা হয়েছে - অর্থাৎ কি পদ্ধতিতে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হবে তা নির্ণয় করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে এই গবেষণাতে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণাটিতে তথ্য সংগ্রহের উপকরণ হিসেবে দলিলাদি বিশ্লেষণ (Document Analysis) প্রশ্নমালা (Questionnaire) সাক্ষাৎকার [Interviews] মতামত জরিপ [Opinions Surveys] ব্যবহৃত হয়েছে। এই গবেষণায় মোট ৩টি প্রশ্নমালা ব্যবহৃত হয়েছে জনসাধারণের মতামত জরীপ প্রশ্নপত্র, সমাজের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের মতামত, ৫ম জাতীয় সংসদের নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি। তবে এক্ষেত্রে দৈবচায়ন পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় -এ অধ্যায়ে বিভিন্ন ঘোষণা পত্রের আলোকে নারী অধিকার, নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন নীতিমালা অর্থাৎ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ঘোষণা পত্রের আলোকে নারী অধিকার তথা রাজনীতি ইত্যাদি- দিক আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়-এ অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সাহিত্যের নান্দনিকতার মাধ্যমে সাহিত্য পর্যালোচনার পাশাপাশি গবেষণার তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন দিক চিহ্নিত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়- এ অধ্যায়টি গবেষণা শিরোনাম অন্তর্ভূক্ত। এক্ষেত্রে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১-৯৬ অর্থাৎ ভোটার সংখ্যা, নির্বাচনী ফলাফল রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান, ৫ম জাতীয় সংসদ কার্যক্রম, নারীর ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়- এ অধ্যায়টি প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বয় করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে গবেষণা সমস্যাটির বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়- অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর আলোকে গবেষণার ফলাফল সমূহ পর্যালোচনা করে কিছু সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে। সর্বশেষ অধ্যায়ে ফলাফল সমূহের ভিত্তিতে উপসংহার রচিত হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ গবেষণার দিক নির্দেশনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
গবেষকের কথা		**i-ii**
গবেষণার সারাংশ		**iii-vi**
রেখচিত্র তালিকা		**xiii**
টেবিল তালিকা		**xiv-xvi**
প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা		**১-২৩**
১.১	ভূমিকা ঃ (Introduction)	১-৯
১.২	গবেষণার শিরোনাম ও সমস্যার বিবরণ ঃ (Problem of Title of the Research and Cruse of the study)	৯-১২
১.৩	গবেষণার যৌক্তিকতা ঃ (Justification of the Study)	১২-১৫
১.৪	গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ (Objectives of the Study)	১৫-১৬
১.৫	গবেষণার রূপ রেখা	১৭
১.৬	গবেষণার পরিধি ঃ (Scope of the Study)	১৮
১.৭	গবেষণার পদ্ধতি ঃ (Research Methodology)	১৮
১.৮	গবেষণা কৌশল ঃ (Tecnic of the Study)	১৯
১.৯	গবেষণা কৌশল ও উপকরণ উন্নয়ন	১৯-২০
১.১০	গবেষণার অধ্যায় ভিত্তিক রূপরেখা ঃ (Thesis Structure: Different Chapters)	২০-২১
১.১১	গবেষণার ভৌগোলিক প্রেক্ষিত	২১
	পাদটীকা	**২২-২৩**

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বিভিন্ন ঘোষণা পত্রের আলোকে নারী অধিকার ও ক্ষমতায়ন **২৪-৬১**

ভূমিকা **২৪**

২.১ বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে নারীর (রাজনৈতিক) অধিকার ২৪-২৬

২.২ সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী ঃ সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব কিছু প্রশ্ন ২৬-২৭

২.৩ নারী উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ২৭-২৮

২.৪ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২৮-২৯

২.৫ অনুচ্ছেদ-৮: নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ৩০-৩১

২.৬ বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও নারীর ক্ষমতায়ন ৩১-৩২

২.৭ জাতিসংঘ ঘোষিত সার্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার সনদ ও নারী উন্নয়ন ৩৩-৩৪

২.৮ জাতিসংঘ সনদে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ৩৪-৩৫

২.৯ জাতিসংঘের নারী বিষয়ক কার্যক্রম ৩৫-৩৭

২.১০ জাতিসংঘ বিশ্ব নারী সম্মেলন একটি বিশেষ পর্যালোচনা ৩৭-৩৮

২.১০.১ গুরুত্বপূর্ন আর্ন্তজাতিক সম্মেলন ৩৮

২.১০.২ মেক্সিকো সম্মেলন (১৯৭৫) ৩৮-৩৯

২.১০.৩ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ৩৯-৪০

২.১০.৪ কোপেনহেগেন সম্মেলন (১৯৮০) ৪০-৪১

২.১০.৫ নাইরোবি সম্মেলন (১৯৮৫) ৪১-৪২

২.১০.৬ নারী এবং পরিবেশের উপর জাতিসংঘ সম্মেলন ঃ রিওডিজেনেরো (১৯৯২) ৪২

২.১০.৭ জাকার্তা ঘোষণা (১৯৯৪) এবং কর্মপরিকল্পনা ৪৩

২.১০.৮ বেইজিং সম্মেলন (১৯৯৫) ৪৩-৪৪

২.১১ বৈশ্বিক পর্যায়ে নারী উন্নয়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্রমবিকাশ ৪৪-৪৮

২.১২ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের নিম্নহার - বিশ্বব্যাপী প্রবনতা ৪৮-৫০

২.১৩ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও বিভিন্ন ঘোষণাপত্র ৫১-৫২

২.১৪ এক নজরে বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ৫২-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

২.১৫ ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে আসন সংরক্ষণ ৫৫-৫৬

২.১৬ সংরক্ষিত আসন প্রসঙ্গ : সাংবিধানিক বাস্তবতা ৫৭

২.১৭ হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায় ঃ নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে সহায়ক হবে ৫৮-৫৯

পাদটীকা **৬০-৬১**

তৃতীয় অধ্যায় ঃ সংসদীয় রাজনীতিতে নারী: সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা

তত্ত্বগত বিশ্লেষণ **৬২-৯৪**

৩.১ সাহিত্য পর্যালোচনা ৬২-৭১

৩.২ ক্ষমতায়ন : একটি ধারণাগত বিশ্লেষণ ৭১-৭২

৩.২.১ ক্ষমতায়নের তাত্ত্বিক চরিত্র ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে "ক্ষমতায়ন" বলতে বুঝায় ৭২-৭৪

৩.২.৩ নারীর ক্ষমতায়নের প্রথম কথা ৭৪-৭৫

৩.২.৪ সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর ক্ষমতায়ন ৭৬

৩.২.৫ নারীর ক্ষমতায়ন কাঠামোগত বিশ্লেষণ ৭৭

৩.২.৬ নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ ঃ (Approaches of Women Empowerment) ৭৭

৩.২.৭ তত্ত্বগতভাবে নারী আন্দোলন, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ৭৭-৮১

৩.২.৮ নারীর আইনগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ৮১-৮৩

৩.২.৯ নারী রাজনৈতিক আচরণের নমুনা ৮৪-৮৫

৩.২.১০ ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ৮৫-৮৬

৩.২.১১ নারীর রাজনৈতিক অধিকাবের প্রক্রিয়া ৮৬-৮৭

৩.২.১২ নারীর রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা ৮৮-৯০

পাদটীকা **৯১-৯৪**

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১-৯৬ ও কার্যক্রম		**৯৫-১৩৮**
	ভূমিকা	**৯৫-৯৬**
৪.১	সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১	৯৬
৪.১.১	গঠন	৯৬-৯৮
৪.১.২	মহিলা ভোটার ও প্রতিনিধি	৯৮-১০০
৪.১.৩	দ্বাদশ সংশোধনী আইনে জাতীয় সংসদ	১০০
৪.১.৪	সংসদীয় সরকারের কার্যক্রম (১৯৯১-৯৫)	১০০-১০৪
৪.১.৫	পঞ্চম জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন	১০৪-১০৫
৪.১.৬	৫ম জাতীয় সংসদ : নির্বাচিত সাংসদদের জন্ম ও বয়স	১০৬-১০৭
৪.১.৭	পঞ্চম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত নারী সাংসদদের বয়স	১০৭-১০৮
৪.১.৮	নারী সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা	১০৮
৪.১.৯	সাংসদদের রাজনীতি শুরুর বয়স	১০৯-১১০
৪.১.১০	সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষা সমাপ্তকাল	১১০-১১১
৪.১.১১	সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি	১১১-১১২
৪.১.১২	পঞ্চম জাতীয় সংসদে গৃহিত আইন	১১২
৪.২	জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব	১১২-১১৩
৪.৩	সাধারণ আসনে নারী মনোনয়ন ঃ পিতৃতান্ত্রিক প্রান্তিকতা	১১৩-১১৪
৪.৪	রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী ও প্রতিনিধিত্ব	১১৫-১১৬
৪.৫	রাজনৈতিক দলে নারী নেতৃত্ব	১১৭
৪.৬	রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার ও নারী	১১৮-১২০
৪.৭	সংসদীয় কার্যক্রম ও মহিলাদের অংশগ্রহণ	১২১-১২৩
৪.৭.১	জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি সমূহ ও নারী প্রতিনিধিত্ব	১২৩-১২৪
৪.৭.২	সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও নারী সভাপতি	১২৪-১২৫
৪.৭.৩	সংসদীয় কমিটি : প্রেক্ষিত ৫ম সংসদ	১২৬-১৩০

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭.৪ বিশেষ কমিটি ও নারীর অংশগ্রহণ ১৩০-১৩২
৪.৮ সংসদীয় আলোচনা ও নারী অংশগ্রহণ প্রেক্ষিত ১৩২-১৩৫
৪.৯ মন্ত্রী পরিষদ ও মহিলাদের অবস্থান ১৩৫-১৩৭
পাদটীকা **১৩৮**

পঞ্চম অধ্যায় ঃ তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিতকরণ **১৩৯-১৭৩**
৫.১ ভূমিকা ১৩৯-১৪০
৫.১.১ গবেষণার বিষয় সংশ্লিষ্ট মূলক্ষেত্র ১৪০-১৪১
৫.১.২ উত্তরদাতাদের পরিচিতি ঃ ১ম পর্যায় ১৪১
৫.১.৩ মতামত প্রদানকারীদের বয়সসীমা ১৪২-১৪৩
৫.১.৪ মতামত প্রদানকারীদের পেশা ১৪৩-১৪৫
৫.২ গবেষণায় ২য় পর্যায় ঃ প্রাথমিক তথ্য ১৪৬-১৪৭
৫.২.১ শিক্ষাগত যোগ্যতা ১৪৮
৫.৩ গবেষণার ৩য় পর্যায় ঃ প্রাথমিক তথ্য ১৪৮-১৪৯
৫.৩.১ নারী সাংসদদের বৈবাহিক অবস্থা ১৪৯
৫.৩.২ পেশাগত অবস্থান ১৪৯
৫.৩.৩ নারী সাংসদদের পারিবারিক অবস্থা ১৫০
৫.৩.৪ রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা ১৫০-১৫১
৫.৩.৫ রাজনীতির প্রতি পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি ১৫১-১৫২
৫.৩.৬ মহিলা সাংসদদের পারিবারিক সহযোগীতা ১৫২
৫.৪.১ স্থানীয় সাংসদ ও জনগনের কাজকর্মে ভূমিকা ১৫৩
৫.৪.২ উন্নয়নমূলক কাজকর্মে সাংসদদের ভূমিকা ১৫৪
৫.৪.৩ নারী সাংসদদের রাজনীতিতে আসার প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে ১৫৫-১৫৬
৫.৪.৪ নারীদের রাজনীতি করা ও যোগ্যতা প্রসঙ্গ ১৫৬-১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.৫ নারীদের ক্ষমতায়ণ প্রসঙ্গ ১৫৭-১৫৯

৫.৪.৬ নারীর ক্ষমতায়নের উপর জাতীয় নির্বাচনের প্রভাব ১৫৯

৫.৪.৭ নারীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সমূহ ১৬০

৫.৪.৮ প্রতিবন্ধকতা দূরী করণের উপায় ১৬০-১৬১

৫.৪.৯ চতুর্দশ সংশোধনী ও সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন প্রসঙ্গ ১৬১-১৬২

৫.৪.১০ নারীর অধিকার আদায়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রভাব ১৬৩

৫.৪.১১ মহিলা সাংসদ হিসেবে একজন নারীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ১৬৪

৫.৪.১২ সংসদ নির্বাচনে নারীদের অংশ গ্রহণ ১৬৪-১৬৫

৫.৪.১৩ প্রচারণায় অংশ গ্রহণ ১৬৫-১৬৬

৫.৪.১৪ নির্বাচনে অংশ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সমূহ ১৬৬-১৬৭

৫.৪.১৫ প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায় ১৬৭

৫.৪.১৬ নির্বাচনী ব্যয় ও বিজয় ১৬৭-১৬৯

৫.৪.১৭ নারীর ক্ষমতায়ণে মহিলা সাংসদের ভূমিকা ১৬৯

৫.৪.১৮ জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালন ১৭০-১৭৩

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ফলাফল ও সিদ্ধান্ত ১৭৪-১৭৯

সপ্তম অধ্যায় ঃ উপসংহার ১৮০-১৮৩

প্রস্তাবিত সুপারিশ ১৮৪-১৮৬

BIBLIOGRAPHY ১৮৭-১৯৪

পরিশিষ্ট-১ ঃ মহিলা সাংসদদের কাছ থেকে সাক্ষাতকার গ্রহণের প্রশ্নমালা ১৯৫-১৯৮

পরিশিষ্ট-২ ঃ সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের মতামত জরিপের প্রশ্নপত্র ১৯৯-২০০

পরিশিষ্ট-৩ ঃ জনসাধারণের মতামত জরিপের প্রশ্নপত্র ২০১-২০৩

পরিশিষ্ট-৪ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদ সরকারী গেজেট ২০৪-২১৪

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র তালিকা

		পৃষ্ঠা নং
১.৫	গবেষণায় ব্যবহৃত ধাপ সমূহ	১৭
৩.১	নারী রাজনৈতিক আচরণের নমুনাসমূহ	৮৪-৮৫
৩.২	রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার বিকাশ	৮৯
৪.১	মহিলা ও পুরুষ ভোটার	৯৮
৫.১	মতামত প্রদানকারীদের বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ	১৪২
৫.২	মতামত প্রদানকারীদের পেশা	১৪৪
৫.৩	প্রতিষ্ঠিত নারীদের পেশা	১৪৭
৫.৪	প্রতিষ্ঠিত নারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৪৮
৫.৫	সাংসদদের পারিবারিক অবস্থা	১৫০
৫.৬	মহিলা সাংসদদের রাজনীতির প্রতি তাদের পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি	১৫২
৫.৭	স্থানীয় জনগণের কাজকর্মে সাংসদদের ভূমিকা সাংসদদের শতকরা হার	১৫৩
৫.৮	নারীর ক্ষমতায়নে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়	১৫৯
৫.৯	জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ	১৬২
৫.১০	সংসদে নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা	১৬৩
৫.১১	সংসদ নির্বাচনে নারীদের অংশ গ্রহণ করা আবশ্যক প্রসঙ্গে	১৬৫
৫.১২	নারী সাংসদদের বিজয়ের কারণ	১৬৯
৫.১৩	বৈষম্যের ধরণ	১৭১

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল তালিকা

		পৃষ্ঠা নং
৩.১	নারীর ক্ষমতায়ন কাঠামো	৭৭
৪.১	নির্বাচন-১৯৯১	৯৬
৪.২	মনোনয়ন পত্র বিষয়ক	৯৭
৪.৩	ভোট বিষয়ক তথ্য	৯৭
৪.৪	দল হিসাবে প্রার্থী	৯৮-৯৯
৪.৫	পঞ্চম পার্লামেন্টে উত্থাপিত ও গৃহীত সাধারণ বিলের অধিবেশন ওয়ারী সংখ্যা	১০২-১০৩
৪.৬	পঞ্চম জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন	১০৪-১০৫
৪.৭	পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও নারী সাংসদদের বয়সসীমা	১০৬
৪.৮	পঞ্চম জাতীয় সংসদে মহিলা সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স	১০৭
৪.৯	পঞ্চম জাতীয় সংসদে মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা	১০৮
৪.১০	পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়স	১০৯
৪.১১	পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১১০
৪.১২	পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি	১১১
৪.১৩	১৯৭৩-২০০১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ও শতকরা হার (উপ-নির্বাচন পরবর্তী ফলাফলের ভিত্তিতে)	১১২
৪.১৪	দলীয় কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব (২০০৪)	১১৭
৪.১৫	জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি সমূহ ও নারী প্রতিনিধিত্ব	১২৩
৪.১৬	সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রূপে নারী	১২৪
৪.১৭	সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নারী সভাপতিদের নামের তালিকা	১২৫
৪.১৮	৫ম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটি	১২৬-১২৯
৪.১৯	১৯৭২-২০০১ সালের মন্ত্রীসভায় নারীর উপস্থিতি	১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

৫.১	মতামত প্রদানকারীদের বয়সসীমা	১৪২
৫.২	সাধারণ নারীদের বয়স	১৪৩
৫.৩	মতামত প্রদানকারী পেশা	১৪৪
৫.৪	উত্তরদাতা সাধারণ নারীদের ও তাদের স্বামীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	১৪৫
৫.৫	সাধারণ নারীদের স্বামীদের পেশা	১৪৫
৫.৬	সাধারণ নারীদের বৈবাহিক অবস্থা	১৪৫
৫.৭	প্রতিষ্ঠিত নারীদের পেশা	১৪৬
৫.৮	সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের বৈবাহিক অবস্থা	১৪৭
৫.৯	মহিলা সাংসদদের বয়স	১৪৯
৫.১০	মহিলা সাংসদদের বৈবাহিক অবস্থা	১৪৯
৫.১১	বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে মহিলা সাংসদদের পারিবারিক পূর্ব সংশ্লিষ্টতা	১৫১
৫.১২	মহিলা সাংসদদের পারিবারিক সহযোগীতা	১৫২
৫.১৩	স্থানীয় উন্নয়নে সাংসদদের ভূমিকা	১৫৪
৫.১৪	ছাত্রী জীবনে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা	১৫৫
৫.১৫	নারী সাংসদদের রাজনীতিতে আসার প্রেক্ষাপট	১৫৬
৫.১৬	নারীদের রাজনীতি করার প্রতি নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি	১৫৬
৫.১৭	নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা প্রসঙ্গে	১৫৭
৫.১৮	নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যোগ্যতা	১৫৭
৫.১৯	ক্ষমতায়নে নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের প্রভাব	১৫৮
৫.২০	নারীর ক্ষমতায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ	১৫৮
৫.২১	নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রভাব	১৫৯
৫.২২	নারীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সমূহ	১৬০
৫.২৩	নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূরীকরণের উপায়	১৬১
৫.২৪	জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য রাখার প্রয়োজনীয়তা	১৬১

Dhaka University Institutional Repository

৫.২৫	নারীর অধিকার আদায়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রভাব	১৬৩
৫.২৬	মহিলা সাংসদদের যোগ্যতা	১৬৪
৫.২৭	পুরুষ ও নারী প্রার্থীর প্রচারণায় পার্থক্য	১৬৫
৫.২৮	মহিলা সাংসদদের প্রচারণায় অংশ গ্রহণ	১৬৬
৫.২৯	নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যা	১৬৬
৫.৩০	নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যার প্রকৃতি	১৬৬-১৬৭
৫.৩১	নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায়	১৬৭
৫.৩২	নির্বাচনী ব্যয় বহনকারী ও নির্বাচনী খরচ	১৬৮
৫.৩৩	নারী ও পুরুষ সাংসদদের মধ্যে বৈষম্য	১৭০
৫.৩৪	নারী সাংসদদের সংসদে উপস্থিত	১৭১
৫.৩৫	নারী সাংসদদের বিল উত্থাপন প্রসঙ্গ	১৭২
৫.৩৬	সংসদীয় কমিটির সদস্য	১৭৩
৫.৩৭	সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন	১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা

১.১ ভূমিকা ঃ (Introduction)

"শান্তির জন্য প্রয়োজন নারীর ক্ষমতায়ন আর নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রয়োজন শান্তি" ১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্বনারী সম্মেলনে প্রতিধ্বনিত হয় (গারটুডমানজেলার ভাষায়) আসুন বিশ্ববাসীকে আমরা গর্বের সাথে বলি যে, *"নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে গোটা মানব জাতির ক্ষমতায়ন"*।[১]

বিশ্বজুড়ে উন্নয়নের সাম্প্রতিকতম ভাবনায় জেন্ডার ইস্যু ক্রমশঃ একটি বহুল আলোচিত বিষয়ে পরিণত হতে শুরু করেছে। এই নয়া উন্নয়ন দিকদর্শনটি আজ ক্রমবর্ধমানভাবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল ধারায় বেশ দাপটের সঙ্গেই নিজের ঠাঁই করে নিচ্ছে, বিশেষতঃ তৃতীয় বিশ্বে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলির কাছে জেন্ডার ইস্যুটি মানব উন্নয়নের অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় রূপে বিবেচিত হচ্ছে। ফলে এতদিন যা ছিল উপেক্ষার অন্ত রালে সেই নারী উন্নয়নের সম্মিলিত কোরাশ সহসাই যেন সরবে উচ্চারিত হতে থাকে। অথচ নিকট অতীতেই উন্নয়ন তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারীরা ছিল দৃষ্টিকটুভাবে অনুপস্থিত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীরা ছিল অদৃশ্য। মূলতঃ ৬০ এর দশকে তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে আরোপিত উন্নয়ন মডেলের ব্যর্থতা থেকে নতুন পথ অন্বেষণের প্রচেষ্টা নারীর প্রতিও দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য হয়। যদিও নারীরা তখন পর্যন্ত কেবলই মা ও গৃহবধূ রূপে উন্নয়নের পরোক্ষ উপকারভোগী মাত্র। পরবর্তীতে ৭০ দশকে নারী ইস্যু এবং উন্নয়নের মধ্যে সরাসরি ধারণাগত ও প্রয়োগিক সংযাগ স্থাপিত হয়। উদ্ভব ঘটে উন্নয়নে নারী (WID) নীতিমালা যা জাতীয় উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার কথা ঘোষণা করে। ফলে মা ও গৃহবধু রূপে নিছক পরোক্ষ উপকার ভোগীর দশা থেকে নারীদের উন্নয়নের চালিকা শক্তির অবস্থানে উন্নীত করার কথা উচ্চস্বরে বলা হয়। অবশ্য এই নারী উন্নয়ন নীতিমালায় নারী-পুরুষের মধ্যকার বৈষমমূলক সম্পর্কের বদলে সমাজের পৃথক

Dhaka University Institutional Repository

গোষ্ঠী রূপে নিছক নারী উন্নয়নের উপরই দৃষ্টিপাত করা হয়। ৮০ দশকে বিশ্বব্যাংকের উন্নয়ন মডেলের সহযোগী হিসাবে এই উন্নয়নে নারী নীতিমালা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ আরো জোরদার হতে থাকে।[২] বিশ্বায়ন এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় নারীর সুপ্ত উৎপাদনশীলতা ও কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগানো শুরু হয়। কিন্তু নারী উন্নয়নের এই নানাবিধ বাগাড়ম্বর সত্যিকার অর্থে নারীর জন্য কাংখিত সুফল বয়ে আনেনি। বরং দারিদ্র ও শ্রমশক্তির নারীমুখীকরণের পাশাপাশি তা নারীর উপর আরো কাজের বোঝা ও দীর্ঘ কর্মদিবসের ধকল চাপিয়ে দিয়েছে। কেননা অতীতের নারী উন্নয়নের নীতিমালা কখনই নারীর পশ্চাদপদতা ও অনুন্নয়নের অন্যতম মূল কারণ স্বরূপ বিদ্যমান নারী-পুরুষের মধ্যকার অসম সম্পর্কের বিষয়টিকে বিবেচনা করেনি। বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান নানা ধরনের নারী আন্দোলনের প্রভাবে নারীর সামগ্রিক পশ্চাদপদতার মূল উৎস খুঁজে বের করার প্রয়াস তাই শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৯০ এর দশকে অতীতের সীমাবদ্ধতামুক্ত নারী উন্নয়নের নয়া পথবিকল্পের সন্ধান দেয় জেন্ডার ইস্যু, নিছক নারী উন্নয়ন নয়-নারীও পুরুষের অসম সম্পর্ক উন্নয়নই যার মূল লক্ষ্য। নারীকে সমস্যা নয়, সমাধানের কারক রূপে চিহ্নিত করে উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও সুফলভোগের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্যতা প্রতিষ্ঠিত করার দিক নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি নারীর অধঃস্তনতার জন্য দায়ী বিদ্যমান বৈষম্যমূলক পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকেও পরিবর্তনের দাবি জানায় এই জেন্ডার নীতি। স্বভাবতই বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই জেন্ডার সচেতনার খানিকটা দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।[৩]

সাম্প্রতিক কালে নারী-উন্নয়ন বলতে কেবলই নারীর আয় বৃদ্ধি করে তার দারিদ্র দূর করাকে বুঝায় না বরং তা নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিকেও একীভূত করে। প্রচলিত অর্থে আমরা নারী-উন্নয়ন বলতে নারীর দারিদ্র্য বিমোচন, নারীকে উপার্জনক্ষম করে তোলা, নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা ইত্যাদিকে বুঝি।

Dhaka University Institutional Repository

PFA[৪] বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন, বিশ্বব্যাপী নারী-উন্নয়নের একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন ১৯৯৫ এ বৈশ্বিক ঐক্যমত্য স্বরূপ (Global consensus) এই মূল দলিল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৮৯টি দেশ নারী-উন্নয়ন নীতিমালার বৈশ্বিক রূপরেখা হিসেবে এই প্লাটফরম ফর এ্যাকশন পূর্ণ অনুমোদন করেছে এবং এর আলোকে নিজনিজ দেশের নারী-উন্নয়নের দিক নির্দেশনা খোঁজা হয়েছে। কারণ সামাজিক ইস্যু হিসেবে নারী উন্নয়ন সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত যা নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই সম্ভব। তবে নারীর ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক দিকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অর্জিত হলেই নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা আইনগত মুক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। কারন প্রক্রিয়া হিসেবে নারীর ক্ষমতায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং একটি অবিভাজ্য ধারণা (Indivisible concept)। এক্ষেত্রে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন যদি প্রয়োজণীয় শর্ত হয় তবে নারীর সামাজিক ক্ষমতায়ন পর্যাপ্ত শর্ত এবং দুটি শর্ত পূরণ হলেই নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন সম্ভব হবে বলে মনে করা হয়। কিন্তু উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফসল হিসেবে নারী সচেতায়িত হলেও নারীর প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সরকারি নীতিনির্ধারণে নারী প্রকৃত অর্থে ক্ষমতায়িথ না হওয়ায়। সুতরাং প্রকৃত অর্থে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারীর সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ জাতীয় সংসদে সুদৃঢ় ও মজবুত করণে সচেষ্ট হবে।

ষাট দশকের শেষার্ধে যখন এটি আবিস্কৃত হয় যে আধুনিকায়নতত্ত্বনির্ভর তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়ন কর্মকান্ডের অনেকখানিই নারীদের অংশগ্রহণকে যে শুধু নিশ্চিত করতে পারে নি তা নয় বরং তাদের স্বার্থের পরিপন্থীও তখন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিতর্কে নারীদের প্রবেশ ঘটে।[৫] এর ফলশ্রুতিতে নারী উন্নয়ন স্কুল (WID) জন্ম লাভ করে।

নারীর অধিকার আদায়ের দীর্ঘ পটভূমি তুলে না ধরলেও সম্মেলনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় ২০ বছর ধরে চলছে নারী সমাজের জাগরণের প্রক্রিয়া, অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

আদায়ের সংগ্রাম। ১৯৭৫ সাল থেকেই নারী প্রগতির আন্দোলন একটি নির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে, আর সেই দিকনির্দেশনা হলো সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি।

প্রথম বিশ্বনারী সম্মেলন (১৯৭৫) অনুষ্ঠিত হয় ল্যাটিন আমেরিকার মেক্সিকো সিটিতে। এই সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধির সংখ্যা তিন হাজার। মেক্সিকো নগরীতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ইয়ার ট্রিবিউন (IWYT) প্রথম বিশ্ব-কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন এবং সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে প্রথম নারী দশক (১৯৭৬-৮৫) ঘোষণা করে। এই সম্মেলনের ফলশ্রুতিতে জন্ম নিয়েছে অগণিত নারী সংগঠন।

দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৮০) অনুষ্ঠিত হয় কোপেনহেগেনে। অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল আট হাজার আর অনুষ্ঠিত কর্মশালার সংখ্যা ছিলো একশত পঞ্চাশ। মূলতঃ জাতিসংঘ নারী দশকের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং নারীউন্নয়নের অগ্রগতি পর্যালোচনাই ছিলো দ্বিতীয় বিশ্ব-নারী সম্মেলনের বিষয়।

তৃতীয় বিশ্ব নারীসম্মেলন (১৯৮৫) অনুষ্ঠিত হয় নাইরোবীতে। এতে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিলো তেরো হাজার এবং কর্মশালার সংখ্যা ছিলো এক হাজার পাঁচশত। ২০০০ সাল নাগাদ নারী প্রগতির জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশল সমূহ (NFLS) গৃহীত হয়। ১২০টি দেশের সরকার এই সম্মেলনে তাদের পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করে।

চতুর্থ বিশ্ব নারীসম্মেলন (১৯৯৫) অনুষ্ঠিত হয় এশিয়ার ঐতিহ্যবাহী চীনের রাজধানী বেইজিং (পূর্বতন পিকিং) নগরীতে। বিশ্বের ১৮৯ টি দেশ সমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে নারীউন্নয়নের একটি বৈশ্বিক ঐকমত্য ও নীলনকশাস্বরূপ বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন (PFA) গ্রহণ করে।[৬]

Dhaka University Institutional Repository

মূলত PFA হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের এজেন্ডা এবং চতুর্থ বিশ্ব-নারী সম্মেলনের মূল দলিল। এটি বিশ্বের দেশে নারী সমাজের অগ্রগতির জন্য একটি নীল নকশা। PFA-এর লক্ষ্য হল নারীউন্নয়নের জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশল সমূহের NELS-বাস্তবায়ন তরান্বিত করা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ। সিদ্ধান্ত গ্রহণে পূর্ণ ও সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল পরিমন্ডলে নারীর সক্রিয় অংশ গ্রহণের পথে সকল বাধা দূর করা। এর অর্থ গৃহ, কর্মক্ষেত্র এবং জাতীয়-আন্তর্জাতিক সকল পরিসরে নারী এবং পুরুষের মধ্যে সমতা ও দায়িত্ব ভাগাভাগির নীতি প্রতিষ্ঠা করা।[৭]

PFA-এর ১৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি অর্জনের জন্য নারীর ক্ষমতালাভের সুযোগসহ সমতার ভিত্তিতে সমাজের কর্মকাণ্ডে নারীর অংশ গ্রহণ অপরিহার্য। ১৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতি সাধনের জন্য প্রতিটি পর্যায়ে উন্নয়ন-পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নসহ সকল কার্যক্রমে নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণসহকারে কার্যকর, দক্ষ এবং পারস্পরিক শক্তিবৃদ্ধিমূলক জেন্ডার সচেতন নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং অপরিহার্য।[৮]

এভাবে সম্মেলনের মাধ্যমে পারস্পরিক মতামত, অভিজ্ঞতা ও পরিকল্পনা বিনিময়ের মাধ্যমে এ্যাকশন প্লান তৈরী হবে ঠিকই, কিন্তু সেটা বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগ ও আন্তরিকতাসহ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা দরকার তা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ সম্মেলনের মাধ্যমে যা অধিকার আদায়ের মূল উপাদান বলে বিবেচিত হলো তার সফল বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব হবে যখন ক্ষমতায়ন অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি স্তরে নারী ক্ষমতায়িত হবে যথার্থ অর্থেই।

ইউএনডিপির এক রিপোর্ট অনুসারে, বিশ্বের ৮৮ কোটি ৫ লাখ নিরক্ষর নারীর এক চতুর্থাংশই হল বাংলাদেশে।[৯] নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্যই এদেশের নারী নিরক্ষরতার প্রধান

Dhaka University Institutional Repository

কারণ। এদেশের গ্রামে পুরুষশাসিত পরিবেশে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ মেয়েরাই নিয়মিতভাবে লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।[১০] দরিদ্র ও অশিক্ষিত পিতামাতার সন্তান বিশেষ করে মেয়ে সন্তানদের স্কুলে যাবার হার ছেলে সন্তানের চেয়ে তুলনামূলক কম। এ হার শহরের চেয়ে গ্রামে আরো কম। শহরে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৬২% এবং গ্রামাঞ্চলে তার অর্ধেকেরও কম অর্থাৎ ২৯%। আবার পুরুষদের মধ্যে যে সাক্ষরতার হার অর্থাৎ ৪৪%, মেয়েদের মধ্যে তা মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ২৬%। যাদের অধিকাংশই মেয়ে শিশু। প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকেই মেয়েশিশুরা ঝড়ে পড়ে। শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চ পদের নারী শুন্যতা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ১২৯৪ জন শিক্ষকদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ মাত্র নারী যাদের মধ্যে ৩২০ জন ছুটিতে ও বিদেশে থাকায় কর্মরত রয়েছে মাত্র ২৯৯ জন। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থার পাশাপাশি দারিদ্র্যতার কারণেই মূলত নারী শিক্ষার এ অবস্থা। দারিদ্র্য ছাড়াও অভিভাবকদের অনাগ্রহ যেমন অল্প শিক্ষিত মায়েদের কারণেই গ্রামের মেয়েরা শিক্ষা ক্ষেত্রে এগোনোর আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। আমাদের দেশে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রায় ৬৫ লাখ শিশু শ্রমিক নিজেদের পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবার কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে আসার সুযোগ পায় না। বর্তমানে প্রায় ৪৫ ভাগ শিশু শিক্ষাব্যবস্থার সংস্পর্শে আসছে না।[১১] সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭ ও ১৮ অনুসারে সকলের শিক্ষার সুযোগ থাকার কথা উল্লেখ থাকলেও দেশের প্রায় ৮ কোটি মানুষ তা পাচ্ছে না যাদের বেশির ভাগই নারী।[১২]

এখনও মেয়েদের নিরক্ষরতার হার ৭১%। সর্বশেষ তথ্যানুসারে মোট স্বাক্ষরতার হার ৪৭.৩% যেখানে পুরুষ ৫০.৬% এবং নারী ৪১.৫%। মেয়েদের সাক্ষরতার বৃদ্ধির হার ১-২%। (স্বাক্ষরতা বুলেটিন, নভেম্বর ২০০২) প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের অন্তর্ভূক্তির হার ৫৮% এবং ছেলেদের ৭০%। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার স্তরেও মেয়েরা অনেক পিছিয়ে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ক্ষেত্রেই মেয়েদের ঝড়ে পড়ার হারও অপেক্ষাকৃত বেশি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকতায় ৬০% পদে মেয়েদের নিযুক্তির কথা উল্লেখ থাকলেও পূরণ হয়েছে মাত্র ১০%।[১৩]

- যদিও সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন ২০০৫ সালের মধ্যে দেশে ১০০ ভাগ শিক্ষার হার নিশ্চিত করার জন্য জেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার বিশেষভাবে নারী শিক্ষা জোরদারের জন্য 'সার্বজনীন শিক্ষা কার্যক্রম' চালু করেছে।
- গ্রামীণ বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহিলা গ্রাজুয়েটদের শিক্ষকতা পেশায় কর্মসংস্থানের জন্য সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে ও অর্থায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর কর্তৃক প্রমোট ফেলোশীপের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- সরকার বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে ২০০২ সালের জানুয়ারি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সব ছাত্রীর জন্য বেতন মওকুফ ও উপবৃত্তি প্রদান সম্প্রসারিত কার্যক্রম বাস্তবায়িত করছে।
- উন্নয়ন বাজেটে নারীর শিক্ষা ও কারিগরী সহায়তায় ১৮৮ টি নতুন প্রকল্প নেয়া হয়েছে, যার মধ্যে মাত্র ১টি নারীকে সরাসরি লক্ষভূক্ত করা হয়েছে।
- গ্রামে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি হার বৃদ্ধি এবং ঝড়ে পড়া বন্ধ করার জন্য অবৈতনিক শিক্ষাকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ "মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষায় সহায়তা" শীর্ষক ৫ বছরের এক প্রকল্প গৃহীত হয়েছে।[১৪]

সামাজিক প্রক্রিয়ায় নারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুযোগ পায না বললেই চলে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীর অংশগ্রহণ সীমিত। যদিও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গত দু-দশকে মেয়েদের অংশগ্রহণ বেড়েছে। তবে সরকারী চাকুরীতে পুরুষের তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ এখনও যথেষ্ট কম অর্থাৎ মাত্র ১২ ভাগ। এছাড়া সরকারি কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগে নারীর জন্য মাত্র ১৫% কোটা বরাদ্দ যা এখনও পুরোপুরি পূরণ হয়নি। সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে এ হার

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত সীমিত। প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের মধ্যে মাত্র ৬ ভাগ নারী, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী মিলিয়ে শতকরা এ হার মাত্র ৮ ভাগ। এছাড়াও বিভিন্ন অবস্থানে নারীরা তাদের সমকক্ষ পুরুষদের সমান ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত দেয়ার সুযোগই পায়না। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর অংশ গ্রহণে তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি বরং দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী হওয়া সত্ত্বেও ৫ জন উচ্চপদস্থ মহিলা কর্মকর্তার নিয়োগ অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি কোটায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত ৫ জন মহিলা যুগ্ম-সচিবের নিয়োগ বাতিল করার মাধ্যমে দেশের নারী সমাজের ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগই বাতিল করে দেয়া হল।[১৫] সংসদে নারী আসন বৃদ্ধিসহ ৬৪ টিতে উন্নীত করে সরাসরি নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও এ শর্ত পূরণ করা হয়নি। আর বাংলাদেশের নারী ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে চার ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা যায়।[১৬] প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে-এর কাজ [Village women as I saw them] যেখানে "উন্নয়নকে" একটি "ভাল বিষয়" হিসেবে দেখা হয় এবং এর সুফল যাতে নারীরা ও ভোগ করে, তাদের জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তারা যেন এ থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়।[১৭]

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে নারীরা "অদৃশ্য সম্পদ"- যাদের সম্পৃক্ত না করার কারণে উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে বলে বলা হয়।[১৮] তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হলো উন্নয়ন প্রক্রিয়া "ধনী-দরিদ্র"র মধ্যে বৈষম্যকে বাড়িয়ে দেয় এবং এর সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিচ্যুতি এবং ভাঙ্গন তৈরী করে। এসব প্রভাব নারীদের জন্যে বেশী নেতিবাচক হয়ে থাকে যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিশেষ কর্মসূচী প্রয়োজন।[১৯] চতুর্থ দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মসূচী গুলোতে দেখা যায় যে, সামাজিক অসমতা বৃদ্ধি পায় যেখানে "পৃথক কিন্তু সমান" [Separate but equal] দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে নারী-পুরুষ এর মধ্যে একটা বৈপরীত্য ক্রিয়াশলী- যা আবার শ্রেণী ভিত্তিক রাজনীতির ভিত্তিকে দূর্বল করে দেয়।[২০]

তাই আলোচ্য গবেষণায় নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কেন নারী উন্নয়নের জন্য জরুরী সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাছাড়া রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সরকারী নীতি নির্ধারণে

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বজুড়ে কি পরিমাণ নারী প্রতিনিধিত্ব বর্তমান, তার বৈশ্চিক চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি অর্থাৎ বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা ঃ প্রেক্ষাপট ৫ম সংসদ [১৯৯১-৯৬] মডেল হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে। সর্বোপরি "নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারীর সকল ক্ষেত্রের ক্ষমতায়নকে সুদৃঢ় করবে তথা নারীর প্রকৃত উন্নয়নের ভিত্তি"- এ বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরে গবেষণাকর্মটি রচিত হয়েছে।

১.২ গবেষণার শিরোনাম ও সমস্যার বিবরণ ঃ (Problem of Title of the Research and Cruse of the study)

শিরোনাম ঃ

আলোচ্য গবেষণাটির শিরোনাম হচ্ছে ঃ "বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর ভূমিকাঃ প্রেক্ষাপট ৫ম সংসদ [১৯৯১-৯৬]

সমস্যার বিবরণ ঃ

"Research involves specially an investigation in to a particular matter of problem"।[২১] অর্থাৎ গবেষণার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কোন বিষয় বা সমস্যার সমাধানে বিশেষ অনুসন্ধান চালানো হয়। আলোচ্য গবেষণাটিতে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১-৯৬ এর পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিষয়টির বিভিন্ন দিক আলোকপাত করা হয়েছে তথা এই নির্বাচন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে তার অনুসন্ধান করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের কয়েক দশকের নারী অধিকার আন্দোলনের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি নারীর ব্যক্তি অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইস্যু একটি অন্যতম বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৫ ধারা অনুসারে দেশের পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদের সদস্যসংখ্যা ৩০০ জন। সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য ১৯৭৩ সালে একটি বিশেষ অধ্যাদেশের মাধ্যমে (ধারা ৬৫, অনুচ্ছেদ ৩) পরবর্তী ১০ বছরের জন্য সাধারণ আসনের পাশাপাশি ১৫ টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের বিধান চালু করা হয়।[২৩] ১৯৭৩ সালের সংসদে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত কোন নারী প্রতিনিধি ছিলেন না, তবে সংরক্ষিত আসনের সুবাদে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের হার ছিল শতকরা ৪.৮ ভাগ। ১৯৭৯ সালে সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৩০ টি করা হয়। ঐ বছর ২ জন নারী প্রার্থী উপ-নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলে সংরক্ষিত আসনসহ সংসদে মোট নারী প্রতিনিধিত্বের হার দাঁড়ায় ৯.৭ শতাংশ। ১৯৮৬-এর সংসদে সার্বিক নারী প্রতিনিধিত্ব দাঁড়ায় ১০.৬% (৫ জন সরাসরি ও ৩০ জন সংরক্ষিত আসনের প্রতিনিধিসহ)। ১৯৮৮ সালের সংসদে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা না থাকায় নারী প্রতিনিধিত্বের হার কমে গিয়ে ১.৩%-এ দাঁড়ায়।

১৯৯০ সালে পুনরায় সংবিধান সংশোধন করে পরবর্তী ১০ বছরের জন্য ৩০ টি সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান করা হয়, যার ফলে ১৯৯১ ও ১৯৯৬ এর সংসদীয় নির্বাচনে সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিসহ সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ১০.৬% এবং ১১.২১%। সর্বশেষ ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনবিহীন সংসদে ৬ জন নারী সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন, যা ছিলো মোট আসনের ২%। উল্লেখ্য যে ২০০৫ সালে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী আইন পাশ করে রাজনৈতিক দলগুলোর সংখ্যানুপাতিক আসনের বিপরীতে ৪৫ টি সংরক্ষিত আসন করা হয়েছে।

বাংলাদেশে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত-অর্থাৎ যে অধিকারই আলোচনা করা হোক, এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, পুরুষের সাথে তুলনামূলক বিচারে তাতে অনেক বৈষম্য রয়েছে। অথচ বাংলাদেশ সংবিধান জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী-পুরুষকে মৌলিক-অধিকার প্রদান করেছে এবং

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক-অধিকারগুলো মৌলিক-অধিকারের অন্যতম। এ-ছাড়া সংবিধানের ২৬, ২৭, ২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩), ২৮(৪), ২৯(১), ২৯(২), এবং ৬৫(৩) নং ধারা অনুযায়ী নারী পুরুষের মাঝে কোন ধরণের বৈষম্য রাখা হয়নি। বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানে নারী অবস্থানের বৈষম্য আছে, রাজনীতিতে একই চিত্র। প্রশাসন, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও বাস্ত বায়ন-সকল ক্ষেত্রেই মহিলাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত নগণ্য।

রাজনীতিতে নারীর পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ প্রাধান্য ব্যতীত অন্যান্য সামাজিক বাধাগুলোও এখানে সক্রিয়ভাবে কার্যকর। ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, প্রাচীন সংরক্ষণশীল মূল্যবোধ, পরিবারে নারীর বহুমাত্রিক দায়িত্বশীলতা ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদি বিষয়গুলো নারীকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে নিষ্ক্রিয় করে। কিছুদিন পূর্বে ১৯৯৫-এ 'উইমেন ফর উইমেন-এ রিসার্চ এ্যানড ষ্ট্যান্ডি গ্রুপ' আয়োজিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে মত বিনিময় সভায় নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণে সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, আওয়ামী লীগ এবং জামাতে ইসলাম যে মতামত ব্যক্ত করেছে তা নিচে আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ঃ (১) এ দলের মতে ধর্মীয় অপব্যাখ্যার কারণেই নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে না। তাঁরা আরো মনে করেন, পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো বজায় রাখবার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই এক শ্রেণীর লোক ধর্মের অপব্যাখ্যা দিচ্ছে (২) এ ছাড়া দলীয় কর্মীরা নারীর চেয়ে পুরুষের জন্য কাজ করতে বেশি পছন্দ করেন। (৩) নারীরা যাতে নেতৃত্ব পর্যায়ে পৌছাতে না পারে সে কারণে পুরুষেরা প্রচার করে, 'ইসলামে নারী নেতৃত্ব স্বীকৃত নয়।'

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঃ এঁরা মনে করেন (১) পারিবারিক কাজে মহিলাদের অধিকাংশ সময় ব্যয় এবং (২) স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য পুরুষ অভিভাবকদের সমর্থন না থাকার কারণে নারীরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেন।

জামাতে ইসলাম ঃ এঁদের মতে নারীদের আরো অধিক হারে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করা উচিত। তবে পারিবারিক দায়িত্ব অবহেলা করে রাজনীতিতে নারীর আগমন জামাতে ইসলাম পছন্দ করে না। এরা মনে করেন যে, নারীদের প্রথম দায়িত্ব সংসারের কাজ কর্ম এবং সন্তান প্রতিপালন। সন্তান যখন বড় হবে, তখনই নারীরা ঘরের কাজ কর্মের সাথে সাথে বাইরের দায়িত্বে নিয়োজিত হবে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে নারীরা যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করছে না, শুধুমাত্র তা নয়, রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে তাদের সংখ্যা নগণ্য এবং জামায়াত ইসলামের কমিটিতে নারী সদস্য নেয়াই হয় না।

প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলই নারীদের অবস্থার উন্নতি এবং নারী পুরুষ সমতা ও সমানাধিকার অর্জনের জন্য কোন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তারপরও আলোচ্য গবেষণায় সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃ প্রবর্তনের পর পঞ্চম জাতীয় সংসদে কিপরিমাণ নারী নির্বাচিত হয়েছে এবং এই স্বল্প সংখ্যক নারী সংসদে কতটুকু জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা ঃ (Justification of the Study)

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। কিন্তু এখনও এদেশের রাজনৈতিক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ খুবই কম। জাতীয় সংসদে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি এ যাবতকাল শুধু বক্তৃতা-বিবৃতিতেই সীমাবদ্ধ, যা নারী উন্নয়নের পথে একটি প্রধান অন্তরায়। ১৯৯১ সাল থেকেই এদেশের সরকার প্রধান ও বিরোধী দলীয় প্রধান দু'জনই নারী। অথচ জাতীয় সংসদে এবং রাজনীতিতে নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব খুবই সীমিত। এ বিষয়ে নারী

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, নারী ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহের অব্যাহত আন্দোলন ও দাবি সত্ত্বেও নারীর ক্ষমতায়নের ইস্যুটি এখনো ধোঁয়াচ্ছন্ন এবং অমীমাংসিত রয়ে গেছে, যার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্বের ক্রমহ্রাসমান হারের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মাত্র ছয়টি আসনে নারী প্রতিনিধি রয়েছেন, যা সমগ্র সংসদের মাত্র ২%। অথচ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক উভয় ক্ষেত্রেই সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের এই হার ১৫.৪%।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণায়[১৪] বলা হয়েছে যে, একটি দেশের সরকারের প্রত্যেক নারী / পুরুষের অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে। একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকার ও প্রশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন অর্জন এবং উভয় ক্ষেত্রে সাফল্য লাভের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয় হলো নারীর ক্ষমতায়ন ও স্বাধিকার এবং নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থানের উন্নয়ন। যে সব ক্ষমতা সম্পর্ক নারীর জীবনে পরিপূর্ণতা লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করে সেগুলো সমাজের বিভিন্ন স্তরে ক্রিয়াশীল, একেবারে ব্যক্তিগত থেকে সর্বত্রই চূড়ান্তভাবে প্রকাশ্য। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে একটি ভারসাম্য আসবে। এই ভারসাম্যের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এটা সমাজের গঠন আরো নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত করে। গণতন্ত্র শক্তিশালী করার জন্য এটা দরকার এবং গণতন্ত্রকে ভালোভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্ষমতা একটি যান্ত্রিক লিভারের মতো কাজ করে। এটা যদি না হয়, তাহলে সরকারি নীতি-নির্ধারণে প্রকৃত অর্থে সমতা মাত্রা সম্পৃক্ত করা সম্ভব কিনা তা বেশ সন্দেহজনক। এ প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক জীবনে নারীর সমান অংশগ্রহণের বিষয়টি নারীর অগ্রগতির সাধারণ প্রক্রিয়ার ভেতরে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সমান অংশগ্রহণ সাধারণ ন্যায়বিচার বা গণতন্ত্রের জন্য একটি দাবিই শুধু নয়, বরং নারীর স্বার্থরূপে বিবেচনা করার মতো একটি প্রয়োজণীয় শর্ত হিসেবেও একে দেখা চলে। সিদ্ধান্তগ্রহণের সকল স্তরে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর প্রেক্ষাপট সম্পৃক্ত করা না হলে ক্ষমতা, উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

এ জন্য নারীর স্বার্থ ও সমস্যাকে জাতির স্বার্থ এবং সমস্যার অখন্ড অংশ হিসেবে দেখা ও নারী উন্নয়ন পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য মাত্রা হিসেবে গ্রহণ করার লক্ষ্যে রাজনীতি ও নীতি-নির্ধারণের প্রতিটি স্তরে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গৃহীত হবে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই।

উন্নয়নের দর্শনে এ কথা আজ সুস্পষ্ট যে উন্নয়ন নিছক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয়, এর প্রকৃত অর্থ মানব উন্নয়ন যা নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টিকে অর্থাৎ জেন্ডার প্রেক্ষিতটিকেও ধারণ করে। নারীর সম অধিকার (সম্পত্তি ভোগ, ক্ষমতা, পছন্দ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে) ও সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে না পারলে কখনই সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারীরা আজ মোট শ্রমশ্রক্তির ৪৮ ভাগ এবং জাতীয় আয়ে প্রায় ৩০ ভাগ অবদান নারীদের। যদিও প্রচলিত জাতীয় আয় (GDP) পরিমাপের ক্ষেত্রে পুরুষদের উৎপাদনশীলতার যেখানে প্রায় ৯৮% হিসেবে ধরা হয়, সেখানে নারীদের উৎপাদনশীলতার মাত্র ৪৭% গণনা করা হয়। এ ছাড়াও নারীদের গৃহস্থালীর কাজকে (unpaid labour) অর্থনৈতিক কাজ (market work) হিসেবে ধরা হয় না। তাই বিশ্ব-অর্থনীতি থেকে নারীদের এই অদৃশ্য অবদান (invisible contribution) স্বরূপ ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যায় যা পরিমাপ করা হয় না। অন্যদিকে নারীরা পুরুষের চেয়ে প্রায় ১৫ গুণ বেশি গৃহস্থালী কাজের বোঝা বহন করে। নারীরা পৃথিবীর মোট কাজের তিন ভাগের দুই ভাগ সম্পাদন করে কিন্তু মোট আয়ের ১০ ভাগের ১ ভাগ নারীরা পায়। গোটা পৃথিবীর দারিদ্র মানুষের ৭০ ভাগ নারী এবং নারীরা বিশ্বের মোট সম্পত্তির মাত্র এক ভাগের মালিক।[২৫]

বৈষম্যের এই বিষাদময় বাস্তবতার কারণ নারী, পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্র কোথাও সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকরী কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না বলে। তবে সাম্প্রতিক নারীদের উন্নয়ন কর্মকান্ডকে পরিমাপ করা হচ্ছে, এতদিন যে নারীরা ছিল অপাঙক্তেয়, সেই নারীরাই আজ

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্যশিল্পের বদৌলতে সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে, এবং ১৯৯৫ সন থেকে নারী সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিমাপের লক্ষ্যে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন জেন্ডার সম্পর্কিত সুচক সংযুক্ত করা শুরু হয়েছে। এগুলি হল, জেন্ডার উন্নয়ন সূচক (Gender Development Index-GDI) এবং জেন্ডার ক্ষমতায়ন সূচক (Gender Empowerment Measure- GEM) এই সূচকগুলোর দ্বারা প্রতিটি দেশে নারী উন্নয়ন, নারী-পুরুষের সমতা, নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন কতটা অর্জিত হল এবং বিশ্বব্যাপী জেন্ডার বৈষম্য কতটা দূরীভূত হল তার একটা হিসেব নির্দেশ করা হয়।[২৬]

উল্লেখ্য যে নারী অধিকার ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন মানবাধিকার সনদ ও চুক্তিপত্র গৃহীত হওয়ার পর আজও নীতি নির্ধারণে তথা সার্বিক ক্ষেত্রে নারী অংশগ্রহণের বিষয়টি উপেক্ষিত। সর্বোপরি আলোচ্য গবেষণায় ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীর ভূমিকা শীর্ষক গবেষণার মাধ্যমে কি পরিমাণ নারী এত বৈষম্যের মাঝেও অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল কিংবা যুক্তিযুক্ত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল তার যথার্থতা নিরূপণ করা হয়েছে। যার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ কার্যকরী ও যুগোপযোগী কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সহায়ক হবে।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ (Objectives of the Study)

ক. সাধারণ উদ্দেশ্য ঃ

গবেষণাটি মূখ্য উদ্দেশ্য হলো ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১-৯৬ এর ভিত্তিতে বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের দ্বারা নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তথা রাজনীতিতে ভূমিকার স্বরূপ উদঘাটন ঃ যার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ, প্রতিষ্ঠান ও সরকার নারী উন্নয়নে বাস্তবসম্মত, কার্যকরী ও চাহিদা ভিত্তিক সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. বিশেষ উদ্দেশ্য ঃ

আলোচ্য গবেষণাটিতে উপরোক্ত সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে নারীর রাজনৈতিক অংশ গ্রহণের বাস্তব চিত্র উদঘাটনের নিমিত্তে নিম্নোক্ত বিশেষ উদ্দেশ্য সমূহ নির্ধারিত হয়েছে।

১. বাংলাদেশের নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ এর প্রভাব নিরূপণ।

২. রাজনীতির সকল ক্ষেত্রে [অংশগ্রহণ, নির্বাচন, প্রচারণা থেকে দায়িত্ব পালন পর্যন্ত] নারীদের সমঅধিকার পরিস্থিতি উন্মোচন।

৩. বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারায় নারীদের অবস্থান, ক্রমবিকাশ এবং জাতীয়সংসদসহ রাজনীতির সকল স্তরে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বিরাজমান প্রকৃত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ।

৪. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপায় ও রাজনীতিতে কিরূপ ভূমিকা পালন করে-তার ফলপ্রসু পদ্ধতি নির্ধারণ এবং নির্বাচিত সাংসদ অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি হিসেবে নারীদের পারিবারিক সামাজিক ও কর্মজীবনে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের পরিস্থিতি উন্মোচন করা।

৫. রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণের চিত্র উদঘাটন। অর্থাৎ জাতীয়সংসদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী প্রতি পুরুষ সাংসদ, সরকার, স্পীকার এবং সংসদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গসহ রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি, সাধারণ জনগণ, পরিবার ও সমাজের মনোভাব নির্ণয় করা।

Dhaka University Institutional Repository

১.৫ গবেষণার রূপ রেখা ঃ

আলোচ্য গবেষণাটি নিম্নোক্ত প্রবাহ চিত্র অনুযায়ী ধাপে ধাপে সম্পাদিত হয়েছে।

রেখচিত্র ১.১ ঃ গবেষণার ব্যবহৃত ধাপ সমূহ

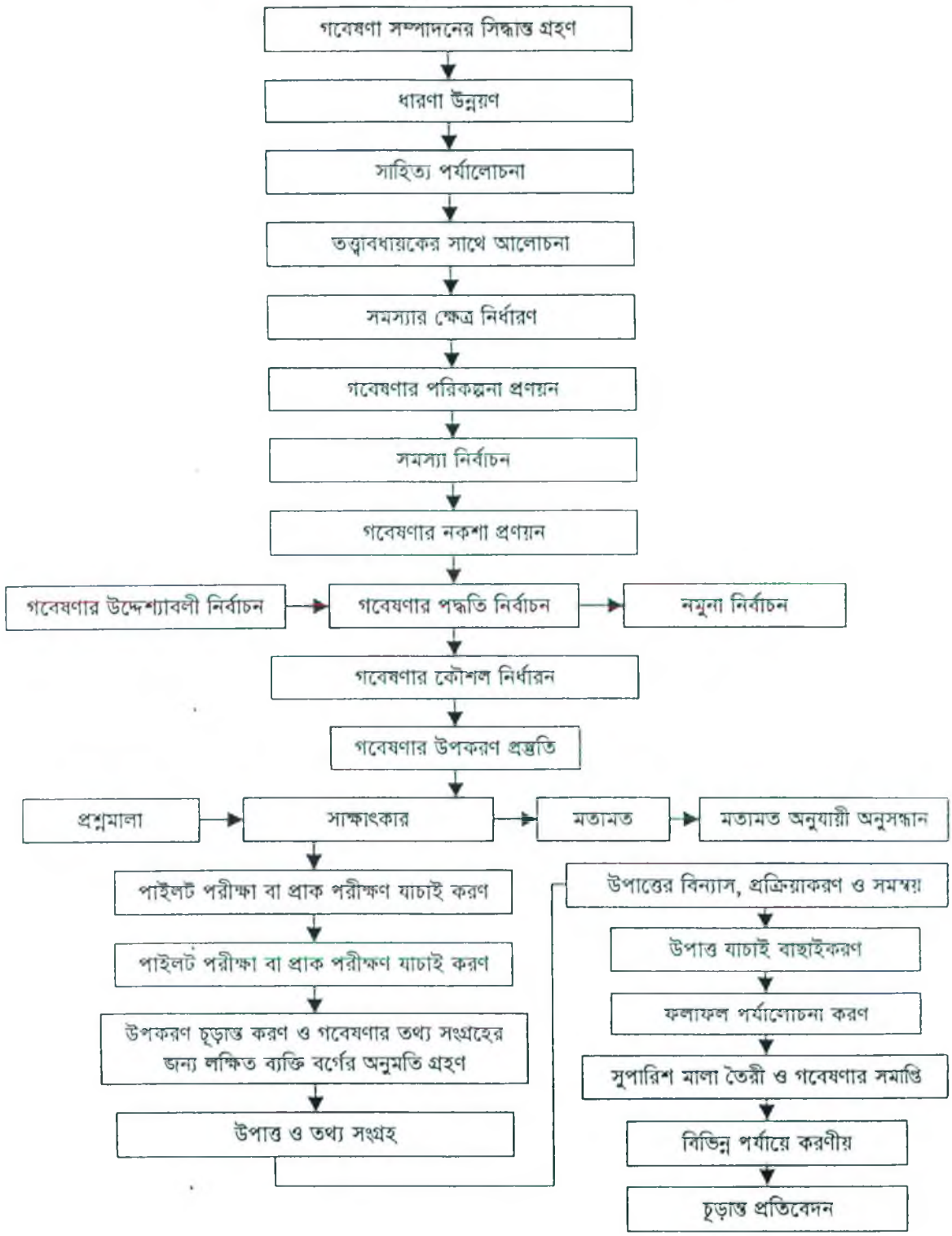

Dhaka University Institutional Repository

১.৬ গবেষণার পরিধি ঃ (Scope of the Study)

গবেষণাটিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের পর ১৯৯১-৯৬ পর্যন্ত একটি গণতান্ত্রিক সরকারের বিভিন্ন দিকের উপর ভিত্তি করে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গবেষণাটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিধিতে সম্পাদিত হয়েছে। যেখানে ১৯৯১ সালের জাতীয়সংসদ নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংসদে অংশগ্রহণ ও সংসদীয় কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করা হলে ও গবেষণাটির আরো প্রাসঙ্গিক অনেক বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। একই সাথে পুরুষ সদস্যদের সাথে তাদের কার্যক্রম ও অংশগ্রহণের মাত্রা ও তুলনামূলক ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণার মূখ্য সময়কাল ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ থেকে মেয়াদ ১৯৯৬ পর্যন্ত এই সময়ে নারী সাংসদরা রাজনীতিতে কিরূপ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে তার উপর বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। তথাপি এর বাইরে গবেষণার প্রাসঙ্গিকতার কারণে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আইনসভার বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে। তবে গবেষণার মূখ্য সময়কালে বাংলাদেশের ৫ম জাতীয় সংসদে মহিলাদের অংশগ্রহণের উপর পর্যালোচনাই হচ্ছে গবেষণাটির মূখ্য বিষয়বস্তু।

১.৭ গবেষণার পদ্ধতি ঃ (Research Methodology)

Research is an systematic investigation intended to add to available knowledge is a from that is communicable and verifiable" আলোচ্য গবেষণাটি বর্ণনামূলক গবেষণা ধারায় বিশ্লেষণ ধর্মী প্রকৃতিগত ভাবে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ও অংশগ্রহণমূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সংমিশ্রণে সম্পন্ন করা হয়েছে। নারীর রাজনীতি তথা জাতীয়সংসদে অংশগ্রহণ কেন্দ্রিক হলেও প্রকৃতপক্ষে গবেষণাটিতে সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্ণনামূলক গবেষণার ধারায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে গবেষণা সমস্যাটির ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ঐতিহাসিক ধারায় ব্যাখ্যার মূল কারণ হলো-রাজনীতি, অংশগ্রহণ, নির্বাচন অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সমতুল্য। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে মূল বিষয়টি চিহ্নিত করে বর্ণনামূলক ও অংশগ্রহণমূলক বিশ্লেষণপদ্ধতির সংমিশ্রণে আলোচ্য গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১.৮ গবেষণা কৌশল ঃ (Tecnic of the Study)

গবেষণা কৌশল হিসেবে চাহিদা নিরূপণ ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণ [Needs Assessment and Solution Analysis] এর মাধ্যমে বর্ণনামূলক মূল্যায়ণ [Descriptive Evaluation Technique] কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রথমে গবেষণার শিরোনাম তথা সমস্যা নির্বাচন করা হয়েছে। সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধান বা গবেষণা করার জন্য উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারিত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যাবলী অর্জনে উদ্দেশ্যসমূহকে কতগুলো গবেষণা প্রশ্নে রূপান্তর করা হয়েছে এবং এ প্রশ্ন সমূহের উত্তর খুজে বের করার নিমিত্তে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হয়েছে।

১.৯ গবেষণা কৌশল ও উপকরণ উন্নয়ন ঃ

উপকরণ	উদ্দেশ্য
প্রশ্নমালা	গবেষণার সার্বিক অবস্থার বিশ্লেষণ।
সাক্ষাৎকার	৫ম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত নারীসাংসদ সংরক্ষিতসহ ও প্রতিষ্ঠিত নারীদের মতামত গ্রহণ।
দলিলাদি	বিভিন্ন পত্রপত্রিকা / জার্নাল ও ডকুমেন্টের মাধ্যমে মাধ্যমিক বা গৌণ উৎসের ভিত্তিতে গবেষণাকে তাৎপর্য মন্ডিত করা।
জনমত জরিপ	নির্বাচন, রাজনীতি ও রাজনীতিতে তথা জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে জনসাধারণের অভিপ্রায়।

জনাসাধারণের মতামত ঃ

"জনসাধারণ নির্বাচন, রাজনীতি ও গণতন্ত্র" যেহেতু একে অপরের পরিপূরক ও সেতুবন্ধন সেহেতু প্রশ্নমালার মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণের মতামতের উপর ভিত্তি করে তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিতকরণের প্রাথমিক কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গুণগত

Dhaka University Institutional Repository

[Qualitative] ও পরিমাণগত [Quantitative] উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গবেষণার ভিন্ন ভিন্ন কৌশল বা Tolls এর লক্ষ্য দল হওয়াতে দৈবচায়ণ পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের লোকজন থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য দল হিসেবে ২০০ জনের কাছ থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পঞ্চম জাতীয়সংসদের নারী সাংসদদের সাক্ষাৎকার ঃ

রাজনীতি যেহেতু জাতীয়সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় তাই গবেষণা সমস্যাটিকে পুংখানুপুঙ্খ রূপে যাচাই বাছাইয়ের তাগিদে অর্থাৎ ৫ম জাতীয়সংসদের নির্বাচিত নারীদের মতামত সংগৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে সমস্যা, সুষ্ঠু নির্বাচন, দায়িত্বপালন ইত্যাদি বিষয়কে সামনে রেখে দৈবচায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ১০ জন নারী সাংসদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

সমাজের প্রতিষ্ঠিত নারীদের মতামত ঃ

গবেষণা সমস্যাটি যেহেতু রাজনীতি কেন্দ্রিক অর্থাৎ একটা গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে নারী সাংসদদের ভূমিকা; সেহেতু সমাজের সকল স্তরের প্রতিষ্ঠিত নারী নেত্রীদের মনোভাব নির্ণয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দৈবচায়ণ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ৯০ জন নারীর মতামত যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে।

১.১০ গবেষণার অধ্যায় ভিত্তিক রূপরেখা ঃ (Thesis Structure: Different Chapters)

আলোচ্য গবেষণা কর্মটি সর্বমোট ৭টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে সম্পাদন করা হয়েছে। গবেষণার প্রথম অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এতে গবেষণার ভূমিকা, সমস্যার বিবরণ, যৌক্তিকতা পদ্ধতি, ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্রের আলোকে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক উন্মোচন করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে গবেষণার তাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১-৯৬ ও কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষণার প্রাথমিক উৎসের ভিত্তিতে জনসাধারণ ৫ম সংসদের নারী সাংসদ ও প্রতিষ্ঠিত নারীদের সাক্ষাৎকার তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষণার ফলাফল ও সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং সবশেষে উপসংহার ও সুপারিশমালার মাধ্যমে গবেষণার পরিসমাপ্তি টানা হয়েছে।

১.১১ গবেষণার ভৌগোলিক প্রেক্ষিত ঃ

পরোক্ষ ভাবে সমস্ত বাংলাদেশই এ গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কেননা অনেক সাবেক মহিলা সাংসদদের বাড়ী ঢাকার বাইরে এবং তারা বর্তমানে সেখানে অবস্থান করছেন। তাই সাবেক সাংসদ থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য সারাদেশের বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করতে হয়েছে।

তাছাড়া আলোচ্য গবেষণাটিতে প্রাথমিক তথ্য লাভের জন্য প্রশ্নমালার প্রয়োগের মাধ্যমে জনসাধারণের মতামত জরীপ এবং বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গের অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত নারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা [Reliability and Validity] নিশ্চিত করণের জন্য গবেষণায় জনগণ ও অন্যান্য লক্ষ্য দল থেকে বিভিন্ন উপকরণ প্রয়োগ করে দৈবচায়িত ভাবে জেলা সমূহকে নির্বাচন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা ঃ

১। আনোয়ারা আলম, নারী ও সমাজ, শৈলী প্রকাশন, ঢাকা-২০০২ পৃঃ ২২।

২। Human Development Report-1990-98, UNDP.

৩। অমর্ত্য সেন, জীবন যাত্রা ও অর্থনীতি, আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা, পৃ-১৯-২১।

৪। PFA-দেখুন, মালেকা বেগম (মূল অনুবাদক) জাতিসংঘ বিশ্ব নারী সম্মেলনে, বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা, রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ঢাকা, ১৯৯৭।

৫। E. Boserup, *Women's Role in Economic Development*, London: 1970 Page-19-21.

৬। উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস টুয়াউস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা অষ্টম সংখ্যা এপ্রিল-জুন-১৯৯৭ পৃ-৯।

৭। প্রাগুপ্ত, মালেকা বেগম পৃ-১৩।

৮। প্রাগুপ্ত, মালেকা বেগম পৃ-১৩-১৪।

৯। দৈনিক জনকণ্ঠ ৩০ আগষ্ট-২০০২ ঢাকা, বাংলাদেশ।

১০। স্বাক্ষরতা বুলেটিন, নভেম্বর-২০০২, ঢাকা বাংলাদেশ।

১১। দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০২, ঢাকা বাংলাদেশ।

১২। দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ আগষ্ট-২০০২, ঢাকা বাংলাদেশ।

১৩। স্বাক্ষরতা বুলেটিন, নভেম্বর-২০০২, ঢাকা বাংলাদেশ।

১৪। দৈনিক যুগান্তর-২৮ জুলাই ২০০২, ঢাকা বাংলাদেশ।

১৫। দৈনিক প্রথম আলো ৫ জানুয়ারী-২০০২, ঢাকা বাংলাদেশ।

১৬। White, Sarah, Women and Development: A New Imperialist Discourse; *in Journal of Social Studies*, CSS. No-48.

১৭। Abdullah, T., *Village Women as I saw them*, 1974 Dhaka Ford Fundation.

Dhaka University Institutional Repository

১৮। B. Wallace, R. Ahsan, S. Hussain, E Ahsan, *The Invisible resource: women and work in Rural Bangladesh*: 1987, London, west view press.

১৯। S. Lindenbaum, *The social and Economic status of women in Bangladesh*, 1974, Dhaka Ford Fundation.

২০। F. Mc Carthy, The Target Group: Women in Rural Bangladesh in E. clay and B. Schaffer (ed) Room for Manoeuvre, *An Exploration of Public Policy in Agriculture and Rural Development*, 1984. Heinemann Educational Books.

২১। Ross Robert, *Research: an Introduction*, New York, Barns and nobles, 1974 chapter 1, P. 4.

২২। আয়েশা খানম, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায় ঃ নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন, বেইজিং প্লাস ফাইভে বিশেষ অধিবেশনের ফলাফল ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে করণীয়, নারী-২০০০, এনসিবিপি-পৃ-৭১।

২৩। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সংবিধান, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, সংশোধিত-২০০১।

২৪। প্রাগুপ্ত মালেকা বেগম- পৃ. ১৫৬।

২৫। উন্নয়ন ও জেন্ডার বৈষম্য, উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা: ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারী মার্চ-১৯৯৭, পৃ-১৯।

২৬। নাজমা চৌধুরী এবং অন্যান্য "নারীর ক্ষমতায়ন" উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা টাস্কফোর্স প্রতিবেদন, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২ পৃ-৪৫-৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন ঘোষণা পত্রের আলোকে নারী অধিকার ও ক্ষমতায়ন

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বিভিন্ন ঘোষণা পত্রের আলোকে নারী অধিকার ও ক্ষমতায়ন

ভূমিকা ঃ

আলোচ্য অধ্যায়টিতে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ডকুমেন্ট ও দলিলপত্রের পর্যালোচনার আলোকে রাজনীতিতে নারীর ভূমিকার বিভিন্ন দিক আলোকপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান, নারী উন্নয়ন নীতিমালা, আইন ও বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘোষণা পত্রের আলোকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ধারণাগত দিক এবং বাস্তব চিত্র চিত্রিত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। অধ্যায়টির প্রথমেই বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে নারীর (রাজনৈতিক) অধিকার এর পর্যায়ক্রমে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আলোকে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ঘোষণাপত্রের আলোকে নারীর রাজনৈতিক অধিকার, বিশেষ করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, আসন সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। একই সাথে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ের অবতারণার মাধ্যমে নারী অধিকারের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে অধ্যায়টির বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ

২.১ বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে নারীর (রাজনৈতিক) অধিকার ঃ

একটি আধুনিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান হিসেবে বাংলাদেশের সংবিধান ও নারীর অধিকার বিশেষ করে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান এবং এই অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বিধি-বিধান প্রদান করা থেকে পিছিয়ে নেই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার নিমিত্ত বেশ কয়েকটি বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আর এই সংবিধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীর রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত। এই সংবিধানে নারীর সমান অধিকার নিশ্চিতকরণে বিশেষকরে অনুচ্ছেদ

Dhaka University Institutional Repository

৭(১৩২), ৯, ১০, ২৬ (১,২ ও ৩), ২৭,২৮(১,২ ও ৩), ২৯(৩), ধারা সন্নিবেশিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। নিম্নে এতদসংক্রান্ত ধারাসমূহ আলোচনার জন্যে অবতারনা করা হলো।

- সংবিধনের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিতে ১০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।"
- ২৭ ধারা অনুযায়ী 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।'
- সংবিধনের ২৮(১) ধারায় উল্লেখ রয়েছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।
- ২৮(২) ধারায় আছে, 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরের নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।'
- ২৮(৩)-এ আছে, কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।
- ২৮(৪)-এ উল্লেখ আছে যে, নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতি জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত করিবেন না।
- ২৯(১)- এ রয়েছে 'প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে'।
- ২৯(২)-এ আছে কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি প্রদর্শন করা যাইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

- ৬৫(৩) ধারায় নারীর জন্য জাতীয় সংসদে আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছিল এবং এ ধারার অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছিল।

এছাড়াও সংবিধানে সকল নারী পুরুষকে রাজনৈতিক অধিকারসহ (অনুচ্ছেদ ৩৬-৩৯) মৌলিক অধিকার সমভাবে অর্জনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জনপ্রতিনিধিত্ব করার জন্য যে কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ভোট প্রদানের ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৫৬, ১২২)। রাজনৈতিক অধিকার অর্জন বিশেষ করে ভোটের অধিকার, সমিতি ও সংস্থার অধিকার এবং প্রতিনিধি হবার অধিকার অর্থ্যাৎ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সংবিধানে নারী পুরুষের মধ্যে কোন ভিন্নতা করা হয়নি। সংবিধানে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারীর বিশেষ প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের নীতি বিধৃত করা হয়েছে (ধারা-৯)।

অতএব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন বিভেদ রাখা হয়নি। উপরন্ত ক্ষেত্রবিশেষে নারীদের অগ্রাধিকারের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং সংবিধানের বিভিন্ন ধারা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, জাতির উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ তথা নারী নেতৃত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্য থাকলে চলবে না। এই বৈষম্য বিলোপ করে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।[১]

২.২ সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী ঃ সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব কিছু প্রশ্ন ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহান জাতীয় সংসদ ১৬ মে ২০০৪ সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী বিল পাশ করে। জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ৩০০ থেকে ৩৪৫-এ বৃদ্ধি

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। যার মধ্যে ৪৫টি আসন হবে সংরক্ষিত মহিলা আসন। উল্লেখ্য যে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত রাজনৈতিক দলগুলোর সংখ্যানুপাতিক আসনের বিপরীতে এ সংরক্ষিত আসনগুলো পূর্ণ করা হবে। এখন প্রশ্ন নারীসাংসদদের কতটুকু জনগণের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ রয়েছে? তবে আগের ত্রিশ সেট গহনার সবগুলো একদলের কুক্ষিগত করার পরিবর্তে এখন গহনার ডিজাইনে কিছুটা পরিবর্তন আসবে। অর্থাৎ সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর আওতায় সাধারণ আসনের সংখ্যানুপাতে নারী আসনগুলো ভাগ হবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সংরক্ষিত নারী আসন সরাসরি নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলন করার ব্যাপারে নারী সমাজের দীর্ঘকালের দাবিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হলো।[২]

তাছাড়া আনুপাতিক ভিত্তিতে সংরক্ষিত নারী আসন বন্টন সংবিধানের মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা। কেননা সংবিধানে সংসদ সদস্যরা একক আঞ্চলিক এলাকা সমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইন অনুযায়ী নির্বাচিত হবেন বলে বিধান রয়েছে (অনুচ্ছেদ ৬৫/২)। আর মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসনের (অনুচ্ছেদ ৬৫/৩) নির্বাচকমন্ডলী হচ্ছেন সংসদ সদস্যরা অর্থাৎ সাধারণ আসনের নির্বাচিত ৩০০ জন। অতীতে ৩০টি সংরক্ষিত আসনের নির্বাচনী এলাকা মহিলা-১, মহিলা-২, মহিলা-৩০ নামাঙ্কিত করে নির্বাচন কমিশন আইনানুযায়ী নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু বর্তমান প্রক্রিয়ায় একাধিক মহিলা সাংসদ একই এলাকা থেকে নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ সংরক্ষিত মহিলা সাংসদদের নির্দিষ্ট এলাকা নেই বললেই চলে। যার ফলশ্রুতিতে সংরক্ষিত নারী সাংসদদের দায়িত্ব অনেকটা প্রান্তিক ও পশ্চাৎপদ।[৩]

২.৩ নারী উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি এবং জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নসহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ননীতি এবং পরবর্তীতে বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশনের বাস্তবায়নে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (Plan of Action) ঘোষণা

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। এই পরিকল্পনায় সমষ্টিক, অর্থনৈতিক কাঠামোতে নারীর চাহিদা ও স্বার্থ রক্ষার বিষয় অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুদূর প্রসারী কর্মসূচী গ্রহণ করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়নই একদিন লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে এদেশের নিপীড়িত নারীদের ভাগ্যোন্নয়নের পথ।

২.৪ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে ঘোষিত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির প্রধান লক্ষ্য হবে, 'যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও অবহেলিত এ দেশের বৃহত্তর নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন করা।' জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির অন্যান্য লক্ষ্য সমূহ হচ্ছে ঃ[৪]

- নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;
- নারীকে শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা;
- নারী সমাজকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা;
- নারীপুরুষের মাঝে বিদ্যমান বৈষম্য দূরীভূত করা;
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান করা;
- জাতীয় জীবনের সকল স্তরে নারীপুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করা।
- রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সকল স্তরে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- নারীর স্বাভাবিক রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা;
- নারী ও মেয়ে শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন দূর করা;
- নারী ও মেয়ে শিশুর মধ্যে বৈষম্য দূর করা;
- রাজনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্র, আর্থসামাজিক কর্মকান্ড, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া এবং পারিবারিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীপুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা;

Dhaka University Institutional Repository

- বিধবা, অভিভাবকহীন, স্বামীপরিত্যাক্তা, অবিবাহিতা ও সন্তানহীন নারীর নিরাপত্তার ব্যাবস্থা করা;
- প্রচারমাধ্যমে নারী ও মেয়েশিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরাসহ জেন্ডার প্রেক্ষিত প্রতিফলিত করা;
- গরীব, মেধাবী ও প্রতিভাময়ী নারীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা দেওয়া;
- নারীর স্বার্থের অনুকুল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আমদানী করা এবং নারীর স্বার্থ বিরোধী প্রযুক্তির ব্যাবহার নিষিদ্ধ করা;
- নারীর সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা;
- নারীর জন্য উপযুক্ত আশ্রয় একং গৃহায়ণ ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা;
- প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত নারীর পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা;
- বিশেষত: দূর্দশাগ্রস্থ নারীর চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা;
- নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবা প্রদান করা।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির লক্ষ্য সমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সমাজে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে নারী পুরুষের মাঝে সমতা স্থাপন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে, অংশগ্রহণে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ নারীর ভাগ্যোন্নয়নের দিকনির্দেশনা রয়েছে এই লক্ষ্য সমূহে। আর এই লক্ষ্য সমূহ অর্জনে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কোন বিকল্প নেই।

এই নারী উন্নয়ন নীতির ৮ নং অনুচ্ছেদে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিকনির্দেশনা কি হবে তা বিবৃত রয়েছে। তাই এ ৮ নং অনুচ্ছেদটি নিম্নে দেওয়া হল:[৫]

Dhaka University Institutional Repository

২.৫ অনুচ্ছেদ-৮: নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ

- নির্বাচনে অধিকহারে নারী-প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা;
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা;
- রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশহগ্রহণে তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ স্তর মন্ত্রি পরিষদে, প্রয়োজনে সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নিয়োগ করা।
- জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে চলতি সময়সীমা শেষ হবার পর ২০০১ সালে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া'
- স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা;
- রাজনীতিতে অধিক হারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচার মাধ্যমসহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা;
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;

উপরোক্ত জাতীয় নারী নীতি সমূহ বাস্তবায়িত হলে দেশে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নতুন দিগন্ত সূচিত হবে। ফলে পিছিয়ে পড়া নারী সমাজ প্রকৃত পক্ষেই দেশে উন্নয়নের অংশীদার রূপে পরিগণিত হবে। অপরদিকে ১৯৯৫ সালে বেইজিং এ অনুষ্ঠিত ৪র্থ বিশ্বনারী সম্মেলনে গৃহীত প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন (পিএফএ) বাংলাদেশ কোন শর্ত ছাড়াই অনুমোদন করে। এই পিএফএ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা ঘোষণা করে।এই কর্মপরিকল্পনার ১.১ নং অনুচ্ছেদে নারীর ক্ষমতায়নের যে মূল ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ[৬]

- নারী সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নারীর সম-অংশগ্রহণ;
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে তাদের (নারীর) সম্পৃক্ততা;

উপরোক্ত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির সঠিক বাস্তবায়নের জন্য নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কোন বিকল্প নেই। তাই জাতীয় বাজেটের বিশ্লেষণ থেকে পরিস্কার..... কেননা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে আর্থিক স্বচ্ছলতা।

২.৬ বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও নারীর ক্ষমতায়ন ঃ

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা সম্বন্ধে কোন কার্যকর সচেতনতা প্রতিফলিত হয়নি। বাংলাদেশে নারী ইস্যু এসেছে কেবল মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের পুর্নবাসনের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ খাতের অধীনে।[৭] উল্লেখ্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারীদের একটি সামাজিক গোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত করেও তাদের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়নি।

১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক বিভাগ নামে একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এ বিভাগ নারীদের জন্য জাতীয় মহিলা একাডেমী, মহিলা উন্নয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং ঢাকায় কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোষ্টেল নির্মাণ ইত্যাদি প্রকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্য এসব প্রকল্পের কোনটিই বাস্তবায়িত হয়নি। পরে আরো দুটি নতুন নারী উন্নয়ন প্রকল্প সংযোজন করে সব প্রকল্পগুলো ১৯৭৮-৮০ সালে অন্তবর্তীকালীন দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময়ে নারী ইস্যুকে কল্যাণমূলক থেকে উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে রূপান্তরের ক্ষীণ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

তবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ দিকে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশে মহিলা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় যা পরবর্তীতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত হয়।[৯]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৮৫-৯০) নারী উন্নয়নের বিষয়টি স্থান পায় এবং বিশেষ ও পৃথক বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। যদিও এই পরিকল্পনায় ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতা ইত্যাদির কতকগুলো উদ্দেশ্য ঘোষিত হলেও নারী বা তাদের সমস্যা এখানে অনুল্লেখ থেকে যায়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯০-৯৫) প্রথমবারের মত 'মূলধারা', এবং 'লিঙ্গ' এই শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় এবং 'উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ধারায় নারীদের নিয়ে আসা' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসেবে গৃহীত হয়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস করা।[১০]

উপরোক্ত পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় নারীদের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকাই ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে নারীদের মূল ধারায় আনার জন্য পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহে নানাবিধ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পূর্ব শর্ত হচ্ছে মুক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করন, এজন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা। পরবর্তী পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানাবিধ প্রকল্প ও কার্যক্রম গৃহীত হয়। যা পরোক্ষভাবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিকাশে সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

Dhaka University Institutional Repository

২.৭ জাতিসংঘ ঘোষিত সার্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার সনদ ও নারী উন্নয়ন ঃ

নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রশ্নে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ সভার তৃতীয় অধিবেশনে অনুমোদিত মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন ঘোষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উক্ত ঘোষণা পত্রের মূল অনুচ্ছেদগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়–[১১]

অনুচ্ছেদ-১ ঃ সকল মানুষ স্বাধীনতা প্রাণীরূপে এবং সম মর্যাদাও সমান অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে। তারা বিচার বুদ্ধি ও বিবেকের অধিকারী এবং তাদের উচিত ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে পরস্পরে সাথে আচরণ করা ।

অনুচ্ছেদ-২ ঃ জাতি, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক কিংবা অন্য কোন প্রকার মতাদর্শ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি। সম্পত্তি অথবা অন্য যে কোন মর্যাদার ভিত্তিতে কোন রূপ ভেদাভেদ ব্যতীত প্রত্যেকেই এই ঘোষণায় উল্লেখিত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী।

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ প্রত্যেকের জীবন, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ (১) প্রত্যেক ব্যক্তির শান্তিপূর্ণভাবে সমবেত হওয়া ও সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ (১) প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার, স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচনের অধিকার, ন্যায় ও সন্তোষজনক কর্মের শর্ত এবং বেকারত্বের বিরুদ্ধে রক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ এই ঘোষণায় বর্নিত অধিকার স্বাধীনতা সমূহ পূর্ণ বাস্তবায়নের উপযোগী সামাজিক ও আন্তর্জাতিক পদ্ধতি লাভের অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির আছে।

মানবাধিকার সনদের উপরোক্ত অনুচ্ছেদ সমূহের বিশ্লেষণের দ্বারা এ কথা প্রমানিত হয় যে, সমাজে রাজনীতিসহ সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার রয়েছে এবং সমাজে নারীদের সংগঠন করার অধিকার তথা রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ

Dhaka University Institutional Repository

এই মানবাধিকার সনদের পূর্নাঙ্গ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নারীর রাজনৈতিক জীবন ধারা ও অধিকার বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহে জোর দেয়া হয়েছে।

⇒ সকল পর্যায়ে, যেকোন প্রকার নির্বাচনে নারীর অবাধ ভোটাধিকার প্রধানের সুযোগ ও অধিকার থাকতে হবে।

⇒ সরকারী নীতি নির্ধারণীতে ও সকল প্রকার রাজনৈতিক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

⇒ বেসরকারী ও এন, জি, ও পর্যায়ের সকল কর্মকান্ডে নারীর পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে নিজ নিজ দেশের নারী প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

বাংলাদেশ এই সনদে স্বাক্ষরদানকারী দেশ হিসেবে সনদ অনুযায়ী নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন তথা রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ।

২.৮ জাতিসংঘ সনদে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ঃ

আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্পর্কিত জাতিসংঘ সম্মেলন সমাপ্তির পর ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সান ফ্রান্সিকো নগরীতে জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর তা কার্যকর হয়। এই সনদে ও নারীর অধিকার তথা রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। এই সনদের কয়েকটি ধারা নারীর অধিকার আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ধারা ১৩(১) এর (খ) অনুচ্ছেদে[১২] বলা হয়েছে "অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগতি বৃদ্ধি এবং জাতিগোষ্ঠী, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে মানবিক অধিকার ও মৌল স্বাধীনতাসমূহ অর্জনে (সাধারণ পরিষদ পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করবে) সহায়তা দান।"

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ৫৫ এ বলা হয়েছে "জাতিসংঘের দায়িত্ব হচ্ছে (গ) জাতিগোষ্ঠী, স্ত্রী-পুরুষ, ভাষা বা ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান অধিকার ও মৌলিক অধিকার সমূহ সংরক্ষিত ও সর্বজনীন মর্যাদা অর্জন করা।"

উপরোক্ত জাতিসংঘের সনদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নারী পুরুষের মধ্যে সমধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর যথাযথ অধিকার অর্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সমধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে বাধা দিলে চলবে না, তাই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে।তাই জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী এ পর্যন্ত নারীর অধিকার তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে অনেক গুলো কার্যক্রম গৃহীত হয়েছ।

২.৯ জাতিসংঘের নারী বিষয়ক কার্যক্রম ঃ

এক নজরে জাতিসংঘের নারী কার্যক্রমের ৫০ বছর ঃ১৯৪৫-১৯৯৫[১৩]

১৯৪৫ ঃ জাতিসংঘ সনদে নারী-পুরুষ, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে সবার সমঅধিকারের নীতি ঘোষণা।

১৯৪৬ ঃ জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে নারী মর্যাদা সংক্রান্ত কমিশন (সিএসডব্লিউ) গঠন।

১৯৪৯ ঃ মানুষ পাচার দমন ও পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে শোষণ অবসানের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক সনদ অনুমোদন।

১৯৫২ ঃ বিবাহিত মহিলাদের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত ঘোষণা।

১৯৬২ ঃ বিবাহে সম্মতি সর্ম্পকিত ঘোষণা।

১৯৬৭ ঃ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত ঘোষণা অনুমোদন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫ ঃ জাতিসংঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ পালন। মেক্সেকো সিটিতে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ১৯৭৬-৮৫ সালকে জাতিসংঘ নারী দশক ঘোষণা।

১৯৭৯ ঃ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সনদ অনুমোদন।

১৯৮০ ঃ ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে জাতিসংঘ মহিলা দশকের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন।

১৯৮১ ঃ নারীর প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত সনদ কার্যকর করা।

১৯৮২ ঃ নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত কমিটির (সিইডিএডব্লিউ) কাজ শুরু।

১৯৮৫ ঃ কেনিয়ার নাইরোবীতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে ২০০০ সাল নাগাদ নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে দূরদর্শী নীতি-কৌশল অনুমোদন।

১৯৮৮ ঃ উন্নয়নে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে প্রথম বিশ্ব জরিপ অনুষ্ঠিত।

১৯৯০ ঃ নারীর মর্যাদা সংক্রান্ত কমিশন কর্তৃক নাইরোবী সম্মেলনের দূরদর্শী নীতি ও কর্মকৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা শুরু।

১৯৯৩ ঃ অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনায় বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনে নারী অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতিদান এবং নারী নির্যাতন সংক্রান্ত এক জন বিশেষ যোগাযোগ রক্ষাকারী কর্মকর্তা নিয়োগের সুপারিশ।

সাধারণ পরিষদে নারী নির্যাতন নির্মূল সংক্রান্ত ঘোষণা অনুমোদন।

১৯৯৪ ঃ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের জন্য আঞ্চলিক প্রস্তুতিমূলক প্রক্রিয়া; ইন্দোনেশিয়া, আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রিয়া, জর্দান ও সেনেগালে আঞ্চলিক বৈঠকে অনুষ্ঠিত।

মিশরের কায়রোতে আর্ন্তজাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনে সমস্ত উন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে নারী স্বাধীনতা সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব আরোপ।

১৯৯৫ ঃ ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে বিশ্ব সামাজিক উন্নয়ন শীর্ষ সম্মেলনে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং সামাজিক সংহতি সর্ম্পকিত সমস্যা বিমোচনে নারীদের কেন্দ্রীয়

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এবং চীনের বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন।

উপরোক্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়- যে, জাতিসংঘ সর্বদাই নারী পুরুষ বৈষম্য নিরসনে সচেষ্ট এবং এ জন্য নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, ভোটাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে।

২.১০ জাতিসংঘ বিশ্ব নারী সম্মেলন একটি বিশেষ পর্যালোচনা ঃ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে নারীর মুক্তি, অগ্রগতি অজর্নের লক্ষ্যে আন্দোলন হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে নারীরা জাতিসংঘের সহযোগীতা পেয়েছেন।[১৪] ১৯৪৫ সালে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতার নীতিমালা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রথম আন্তজার্তিক সনদ গৃহীত হয়। ১৯৪৬ সালে নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার প্রসারের উদ্দেশ্যে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত কমিশন গঠিত হয়। ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে নারীদের অধিকার প্রসঙ্গে এক ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে বলা হয়েছিল যে, নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত সকল সংস্থায় নারীর ভোটদান ও নির্বাচনের অধিকার এবং সরকারি যে কোনো দায়িত্ব পালনের অধিকার থাকবে। ১৯৬২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ বিবাহে সম্মতি, বিবাহের নূন্যতম বয়সসীমা এবং বিবাহ রেজিষ্ট্রিকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন অনুমোদন করে।[১৫]

১৯৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হয় নারীদের ক্ষেত্রে বৈষম্যর বিলোপ সাধন বিষয়ক ঘোষণাপত্রটি। উক্ত ঘোষণাপত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যকে ন্যায়সঙ্গতভাবে 'মানবিক মর্যাদার বিরুদ্ধে মহা অপরাধ' বলে উল্লেখ করা হয়। ১৯৭৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের নারীদের অবস্থা সংক্রান্ত কমিশনের ২৫তম অধিবেশনে নারীর প্রতি বৈষম্য দুরীকরণের বিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত হয় এবং আলোচ্য দলিলটির খসড়া প্রণয়ন ও অনুমোদনের প্রক্রিয়া স্থিরকৃত হয়। উক্ত কমিশনের অধিবেশনে গৃহীত দলিলের কয়েকটি

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ বিধির দ্বারা মাতৃত্ব রক্ষা, সমান কাজে সমান মজুরি, নারীর শ্রমরক্ষা, শিশুর নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব ইত্যাদি সর্ম্পকে আইন প্রণয়নের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত নারীবর্ষকে (১৯৭৫) সামনে রেখে দেশে দেশে নারী সমাজের প্রতি প্রদর্শিত বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে নারীর স্বার্থে নতুন নতুন আইন তৈরির তৎপরতা দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। দীর্ঘ তিন শতকের উপলব্ধিকে সামনে রেখে, জাতিসংঘের নানাবিধ পদক্ষেপের পরেও ফললাভের কেন্দ্রে আশানুরূপ সাফল্য লাভে ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে নারীবর্ষ ঘোষণার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিল জাতিসংঘ।[১৬]

২.১০.১ গুরুত্বপূর্ন আর্ন্তজাতিক সম্মেলন ঃ

এছাড়াও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বেশ কয়েকটি আর্ন্তজাতিক সম্মেলন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যা নিম্নে আলোচিত হলোঃ-

২.১০.২ মেক্সিকো সম্মেলন (১৯৭৫)[১৭] ঃ

'সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি'-এই শ্লোগান ঘোষিত হয় মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে। এই সম্মেলনে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা' (The World Plan Action) গৃহীত হয়। মেক্সিকো ঘোষণার প্রারম্ভে স্বীকার করা হয় যে, বিশ্বব্যাপী নারীরা নির্যাতিত। এটি নির্যাতনকে অসমতা এবং অনুন্নয়নের সমস্যার সাথে সর্ম্পকিত করে এবং নারীদেরকে যে কোনো ধরণের সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানায়।

মেক্সিকো সম্মেলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যার প্রধান কয়েকটি হলোঃ

ক. আন্তর্জাতিক নারী বর্ষের (১৯৭৫) উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিশ্ব কর্ম পরিকল্পনা (World Plan of Action) অনুমোদন করা।

খ. ১৯৭৬-৮৫ সময়কে জাতিসংঘের নারী দশক ঘোষণা করা।

গ. নারী দশকের জন্য সেবামূলক তহবিল প্রতিষ্ঠা করা ।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. নারীবিষয়ক বিভিন্ন ইস্যু আলোচনা ও গবেষণা করার জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠন করা-যার নাম দেয়া হয় United Nations International Research and Training Institute for the Advancement Women (INSTRAW).

মেক্সিকো সম্মেলনটি নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও সার্বিক ক্ষমতায়নের উপর সারা বিশ্বে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

২.১০.৩ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ ঃ[১৮]

১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি সব ধরণের বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক সনদ বা CEDAW (সিডও) । বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপ, নারীর মর্যাদা বিষয়ক কমিশন এবং সাধারণ পরিষদের মধ্যে পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও পর্যালোচনার সফল, পরিণতি ছিল এই সনদ। সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক, নাগরিক ইত্যাদি সকল বিষয়ে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সেই সাথে জাতীয় পর্যায়ে আইন প্রণয়ন করে বৈষম্যমূলক আচরণ অবসানের জন্য সনদে আহবান জানানো হয়েছে। এছাড়া কনভেনশনে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা স্থাপন দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য এবং প্রচলিত যেসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা বৈষম্যকে স্থায়ী করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, সেগুলো পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে এই সুপারিশমালায় রয়েছে রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীর সমান অধিকার, শিক্ষার সমান সুবিধা ও পাঠক্রমে অনুসরণে সমান সুযোগ, নিয়াগ ও বেতন প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীনতা এবং বিবাহ ও মাতৃত্বের ক্ষেত্রে চাকুরির নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান। সনদে পারিবারিক জীবনে নারীর পাশাপাশি পুরুষের সমান দায়িত্বের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। সিডও সনদে রয়েছে মোট ৩০টি ধারা। ১ থেকে ১৬ ধারা নারী পুরুষের

Dhaka University Institutional Repository

সমতা সংক্রান্ত, ১৭ থেকে ২২ ধারা সিডওর কর্মপন্থা ও দায়িত্ব বিষয়ক, এবং ২৩ থেকে ৩০ ধারা সিডওর প্রশাসন সংক্রান্ত। সনদে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে,

"নারীর প্রতি বৈষম্য অধিকারের সমতা ও মানব মর্যাদার প্রতি সম্মানের নীতির লংঘন ঘটায়; নিজ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পুরুষের মত সমান শর্তে নারীর অংশ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; সমাজ ও পরিবারের সমৃদ্ধি বিকাশ ব্যহত করে এবং নিজ দেশ ও মানবতার সেবায় নারীর সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ আরও কঠিন করে তোলে।"

এ সনদের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সকল বৈষম্য দূরীভূত হবার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নব ধাপের সুচনা হয় বলে এ সনদকে অবিহিত করা যায়।

২.১০.৪ কোপেনহেগেন সম্মেলন (১৯৮০) ঃ[১৯]

এই সম্মেলনে ১৯৭৫ সালের প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে গৃহীত বিশ্ব কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়। সম্মেলনে নারী দশকের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য সমতা, উন্নয়ন ও শান্তি শীর্ষক কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়। কোপেনহেগেন সম্মেলনের উপবিষয় (Sub-theme) ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থান।

কোপেনহেগেন সম্মেলনের মূল প্রস্তাবসমূহ ছিল নিম্নরূপ।

১) জাতিসংঘের নারী দশকের লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।

২) পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে সকল উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রকল্পে নারীর স্বার্থ নিশ্চিত করতে হবে।

৩) উন্নয়নে নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা জন্য যথার্থ প্রশাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪) নারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য দাতা এবং গ্রহীতা দেশগুলো যেন সর্তক দৃষ্টি রাখে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৫) জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ইনপুট দিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সমতা আনতে হবে।

৬) তথ্য, শিক্ষা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় উপায় যোগানোর মাধ্যমে পারিবারিক আয়তন নির্ধারণ করার অধিকার দিতে হবে।

৭) নারীদের বিরুদ্ধে সব ধরণের বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২.১০.৫ নাইরোবি সম্মেলন (১৯৮৫) ঃ[২০]

জাতিসংঘ নারীদশকের (১৯৭৬-৮৫) শেষ প্রান্তে তৃতীয় নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নাইরোবীতে। এর উদ্দেশ্য ছিল নারী দশকের বিষয়বস্তু 'সমতা, উন্নয়ন এবং শান্তি' কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা পর্যালোচনা এং মূল্যায়ন করা। এই সম্মেলন ২০০০ সাল নাগাদ নারী উন্নয়নের জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলসমূহ (The Nairobi forward-looking strategies for the advancement of women) গৃহীত হয়। এতে লিঙ্গীয় সমতা, নারীর ক্ষমতা, মজুরিযুক্ত কাজের অগ্রগতি, নারীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা, উন্নত শিক্ষার সুযোগ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়।

উক্ত ঘোষণার বিভিন্ন অংশ হিসেবে রয়েছে, যেমনঃ নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলের পটভূমির; সমতা; উন্নয়ন ও শান্তি; বিশেষ বিবেচ্য বিষয় এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগীতা। বিশেষ বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে ১৪টি অবহেলিত গ্রুপ চিহ্নিত করা হয়েছিল যেমন, (১) খরায় আক্রান্ত নারী, (২) শহরের দরিদ্র নারী, (৩) বৃদ্ধ নারী, (৪) যুবতী নারী, (৫) অপমানিত (অনঁংবফ) নারী, (৬) দুঃস্থ নারী, (৭) পাচার এবং অনিচ্ছাকৃত পতিতাবৃত্তির শিকার নারী, (৮) জীবিকা অর্জনের সনাতন উপায় থেকে বঞ্চিত নারী, (৯) পরিবারের একক উপার্জনশীল নারী, (১০) শারীরিক এবং মানসিকভাবে অক্ষম নারীর, (১১) বিনা বিচারে আটক নারী,

Dhaka University Institutional Repository

(১২) শরণার্থী এবং স্থানচ্যুত নারী ও শিশু, (১৩) অভিবাসী নারী, (১৪) সংখ্যালঘু এবং আদিবাসী নারী।

নারীর অগ্রগতির পথে বাধাসমূহ দূর করার সুস্পষ্ট পদক্ষেপের কথা নাইরোবী অগ্রমূখী কৌশলে বর্ণিত আছে যার সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছিল ১৯৮৬-২০০০ সাল পর্যন্ত। এই দলিলটি তৈরি করা হয়েছে সমতা নীতির ভিত্তিতে যা সমর্থিত হয়েছে জাতিসংঘ সনদ, সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা, মানবাধিকার বিষয়ক অন্যান্য আন্তর্জাতিক দলিল এবং নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদে।

২.১০.৬ নারী এবং পরিবেশের উপর জাতিসংঘ সম্মেলন ঃ রিওডিজেনেরো (১৯৯২)ঃ[২১]

এ সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হচ্ছে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে জনসংখ্যার অর্ধেক নারী এবং তারা হচ্ছে সবচাইতে দরিদ্র। সুতরাং ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত পরিবেশ বিপর্যয়ের সময় তারাই সবচাইতে দুর্ভোগের শিকার হন। এই কারণেই নারীর জীবন খাদ্য, জ্বালানী, পানি, আশ্রয়সহ প্রাকৃতিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তারা শুধু ভোক্তা হিসাবেই প্রকৃতির সাথে জড়িত নন, পরিবেশগত সম্পদের উৎপাদক এবং ব্যবস্থাপক হিসাবেও সম্পর্কিত। সুতরাং উন্নয়ন, পরিবেশ রক্ষা অথবা যে কোন বিষয়ের জন্য কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন, পরিবেশ এবং নারী বিষয়টি পারস্পরিক সম্পর্কিত। এ সম্মেলনে রাষ্ট্রসমূহের পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলসমূহ বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

২.১০.৭ জাকার্তা ঘোষণা (১৯৯৪) এবং কর্মপরিকল্পনা ঃ[২২]

১৯৯৪ সালে জাকার্তায় অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় এশীয় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল নারীর অগ্রগতির জন্য নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশলসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে কি না তা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা এবং চর্তুথ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তুতি নেয়া। এই সম্মেলনের মাধ্যমে নরীর অগ্রগতির উপর বিশ্বব্যাপী এং আঞ্চলিক পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা গেছে ১৯৮৫ সাল থেকে নাইরোবী অগ্রমুখী কৌশল গৃহীত হবার পর অনেক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যা নারীর উপর নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় প্রভাব ফেলেছে। এই সম্মেলনে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। এই কর্ম-পরিকল্পনা ১৪টি বিশেষ বিবেচ্য বিষয়কে চিহ্নিত করে যেমন; নারীর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক কার্যাবলীতে সুযোগ এবং অংশ গ্রহণে নারীর অসমতা, পরিবেশ এবং জাতীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা এবং গুরুত্বের স্বীকৃতির অভাব, ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগের অভাব, নারীর মানবিক অধিকার খর্ব, স্বাস্থ্য সেবায় সুযোগের অভাব এবং অসমতা, গণমাধ্যমে নারীর নেতিবাচক চিত্র, নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদ্ধতির অভাব, শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর ভূমিকার স্বীকৃতির অভাব ইত্যাদি।

২.১০.৮ বেইজিং সম্মেলন (১৯৯৫) ঃ[২৩]

নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্তজার্তিক সম্মেলন হচ্ছে বেইজিং সম্মেলন। ১৯৯৫ সালে জাতিসংঘের আয়োজনে সর্ববৃহৎ চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ১৮৯টি দেশ অংশগ্রহণ করে। বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নের সামগ্রিক রূপরেখা হিসেবে একটি কর্ম-পরিকল্পনা (Platform for action) গৃহীত হয়। এই কর্ম-পরিকল্পনা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, নাইরোবী কর্ম-কৌশল, জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তগুলোকে সমর্থন করে। বিগত বছরগুলোতে জাতিসংঘ আয়োজিত শিশু, পরিবেশ,

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে বিশ্ব সম্মেলন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সম্মেলনের অর্জনের উপর গুরুত্ব দিয়েছে বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনা। আরো গুরুত্ব দিয়েছে বিশ্ব আদিবাসী আন্তর্জাতিক বর্ষ, আর্ন্তজাতিক পরিবার বর্ষ, সহনশীলতার জন্য জাতিসংঘ বর্ষ, গ্রামীণ নারীর জন্য জেনেভা ঘোষণা এবং নারী নির্যাতন বন্ধ সংক্রান্ত ঘোষণার প্রতি। বেইজিং ঘোষণার বলা হয়েছে, ২০০০ সালের মধ্যে নাইরোবী অগ্রমুখী কর্ম-কৌশলের লক্ষ্য সমূহ অর্জনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়টি। বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়ন এক অন্যতম এজেন্ডা। নারী অগ্রগতির লক্ষ্যে নাইরোবী অগ্রমুখী কর্মকৌশল দ্রুত বাস্তবায়িত করাই এর লক্ষ্য। বেইজিং কর্ম-পরিকল্পনা স্পষ্ট করে দেখিয়েছে যে নারীর অধিকার, সমতা ও উন্নয়নে বাধা আছে বহু রকমের । ৩৬২ প্যারাগ্রাফসমৃদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা বা 'প্লাটফরম ফর এ্যাকশন' ১২টি বিষয়কে নারী প্রগতি ও উন্নয়ন সমতার বাধা হিসেবে বিবেচনা করে তা থেকে উত্তরণের কৌশল ও সরকারি-বেসরকারী স্তরে সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয় নির্দিষ্ট করেছে। বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে: (১) নারী ও দারিদ্র্য, (২) নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, (৩) নারী ও স্বাস্থ্য, (৪) নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, (৫) নারী ও সশস্ত্র সংঘাত, (৬) নারী ও অর্থনীতি, (৭) ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী, (৮) নারীর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, (৯) নারীর মানবাধিকার, (১০) নারী ও তথ্যমাধ্যম, (১১) নারী ও পরিবেশ, এবং (১২) মেয়ে শিশু।

২.১১ বৈশ্বিক পর্যায়ে নারী উন্নয়ন তথা রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্রমবিকাশ ঃ

সাম্প্রতিককালে বিশ্বজুড়ে নারী উন্নয়নের ধারণাটির উপলব্ধি, তাৎপর্য এবং বিস্তৃতি একদিনের কোন একটি ঘটনা নয়। বরং বৈষম্য ও বঞ্চনার সম্মিলিত উপলব্ধির মাধ্যমে এই দেশকে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বধারার নিরিখে নারী অধঃস্তনতার সার্বিক কারণগুলো একাধিক ঘটনার মাধ্যমে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান নানা ধরনের নারী আন্দোলনের প্রভাবে নারীর সামগ্রিক পশ্চাৎপদতার মূল উৎস খুঁজে বের করার প্রয়াস তাই শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় '৯০-এর দশকে এবং একবিংশ শতাব্দীতে অতীতে নারী উন্নয়নের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি নয়া নারী উন্নয়নের পথ উন্মোচনের সন্ধান দেয়। যার

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম লক্ষ্য নিছক নারী উন্নয়ন নয়-নারী ও পুরুষের অসম সম্পর্ক উন্নয়ন ও সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নারীকে আর সমস্যা হিসেবে নয় বরং সমস্যা সমাধানের কারক রূপে চিহ্নিত করে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় সম অংশগ্রহণ সর্বোপরি বৈষম্যমূলক সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নিয়ামকসমূহ দূরীকরণপূর্বক পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন যেখানে নারী ও পুরুষ সমাজে উভয়ই সমভাবে অধিষ্ঠিত হবে এমন একটি অবস্থান্তর।

নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির পিছনে যেসব ঘটনাবলী সহায়তা করেছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নে উল্লেখ করা হলো[২৪]-

- ১৮৪৮ সালের ১৯শে জুলাই নারীবাদীদের উদ্যোগে নিউইয়র্কের মেনেকা ফলস ও বিশ্বের প্রথম নারী অধিকার সম্মেলন।
- ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ আমেরিকার নিউইর্য়ক শহরে একটি সূচ কালখানায় মহিলা শ্রমিকগণ মানবেতর পরিবেশ, অসম মজুরী, কর্মঘন্টা ইত্যাদির বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদন এবং প্রতিবাদের উপর পুলিশী নির্যাতন।
- ১৮৬০ সালের ৮ই মার্চ পুলিশী নির্যাতনকে স্মরণ রেখে মহিলারা একত্রিত হয়ে মহিলা শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করে।
- ১৯০৫-১৯০৭ সাল পর্যন্ত মহিলা শ্রমিকগণ রাশিয়ার জার স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে।
- ১৯০৮ সালের ৮ই মার্চ পোষাক ও বস্ত্র শিল্পের মহিলা শ্রমিকগণ পরিবেশ উন্নতকরণ শিশুশ্রম বন্ধ, কাজের সময় হ্রাস, ভোট প্রদানের অধিকারের দাবীতে প্রতিবাদ মিছিল করে।
- ১৯১০ সালের ৮ই মার্চ ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন হেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে জার্মানীর মহিলা নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮

Dhaka University Institutional Repository

মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দেন। বস্তুতঃ দেখা যায় যে বিশ্বজুড়ে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত নারীবাদী আন্দোলন ও শ্রমজীবী নারী আন্দোলন হাত ধরাধরি করে চলেছে।

- ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৬ সালে Commission of the status of women (C.S.W) প্রতিষ্ঠিত হয়। যা নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।
- ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে নারীর অধিকারকে মানবাধিকার বলে ঘোষণা করে। এ ঘোষণায় বলা হয়েছে সকল মানুষ সমভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের উল্লেখিত অধিকারসমূহ ভোগ করার অধিকার আছে।
- ১৯৫২ সালে সি.এস.ডব্লিউ মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার, ভোট প্রদানের অধিকার, দাপ্তরিক কাজ করার অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন আহবান করে।
- ১৯৫৭-১৯৬২ সালের কনভেনশনে নারীর বিয়ে ও বিয়ে বাতিলের ব্যাপারে সমান অধিকার।
- ১৯৭২ সালে সাধারণ পরিষদে ১৯৭৫ সালকে বিশ্ব নারীবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে। বিশ্ব নারী বর্ষের উদ্দেশ্য ছিল নারী পুরুষের সমতা উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীদের সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত করা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় নারীর অবদান বৃদ্ধি করা।
- ১৯৭৫ সালের ১৫ই জুন হতে ২রা জুলাই মেক্সিকো শহরে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৬-৮৫ সালকে নারী দশক ঘোষণা করা হয়। নারী দশকের লক্ষ্য ছিল সমতা উন্নয়ন ও শান্তি।

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯৮০ সালের ২৪-২৯ জুলাই জেনমার্কের রাজধানী কোপেন হেগেনে দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে নারী দশকের ৫ বছরের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রধান লক্ষ্যের সাথে কর্মসংস্থান স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অন্তভূর্ক্ত করা হয়।
- ১৯৮৫ সালের ১৫-২৬ জুলাই কেনিয়ার রাজধানীতে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম নারী দশকে অর্জিত লক্ষ্য মূল্যায়ন করে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে নাইরোবী ফরওয়ার্ড লুকিং ষ্ট্রাটেজিস ফর এডভ্যান্সমেন্ট অফ ওম্যান গৃহীত হয়।
- ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যের অবসানকল্পে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে Convention of the Elimination all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) সনদ প্রণয়ন ও অনুমোদন করা হয়।
- ১৯৯৩ সালে ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলনে নারী ও মেয়েদের অধিকারকে মানবাধিকারের অবিভাজ্য অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- ১৯৯৪ সালে জাকার্তায় জার্কাতা ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনকে সামনে রেখে ক্ষমতাবন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী অসমতা দূরীকরণের ব্যবস্থাকরণ।
- ১৯৯৫ সালে কমনওয়েলথ জেন্ডার ও উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।
- ১৯৯৫ সালে ৪-১৯ সেপ্টেম্বর বেইজিং এ ৪র্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা (Beijing Platform for Action or PFA) গৃহীত হয়। মোট ১২টি বিষয়কে নারী প্রগতি ও উন্নয়ন সমতার বাধা হিসেবে বিবেচনা করে তা থেকে উত্তোরণের কৌশল ও সরকারী ও বেসরকারী স্তরের সকলের করণীয় দায়িত্ব নির্দিষ্ট করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- ২০০০ সালের ৫ জুনে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ২৩তম সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন বেইজিং মাত্র কয়েকদিন আগেই বেশ হয়েছে। নারী ২০০০ বা বেইজিং পরবর্তী ৫ বছরে নারীর সমতা উন্নয়ন ও শান্তির লক্ষ্যে সর্বসম্মত কর্ম পরিকল্পনা কতটুকু বিভিন্ন দেশে প্রতিপালিত হলো-তার পর্যালোচনাসহ ভবিষ্যতের কর্মসূচী বিষয়ে গ্লোবাল রিপোর্ট গৃহীত হয়েছে।

উপরোক্ত বৈশ্বিক পর্যায়ে নারী উন্নয়নের ক্রম বিকাশের উদ্যোগ সমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নারীরা যুগে যুগে উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্দোলন করেছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে তাদের অংশীদারীত্ব। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর গঠিত CSW নারীর রাজনৈতিকসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং ৪৮ সালে নারীর অধিকার মানবিক অধিকার রূপে স্বীকৃত হয়। ৫২ সালে CSW মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকার, ভোট প্রদানের অধিকার ও দাপ্তরিক কাজ সংক্রান্ত কনভেনশন আহবান করে, যাতে সকলেই একমত হন যে, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন প্রায় ক্ষমতায়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২.১২ রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের নিম্নহার - বিশ্বব্যাপী প্রবনতা ঃ

বৈশ্বিক পর্যায়ে এতসব ঘোষণাপত্র থাকা সত্ত্বেও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও সার্বিক বিবেচনায় এ হার এখনো আদর্শ সীমার অনেক নীচে অবস্থান করেছে।[২৫] ১৯৮৮ সনে প্রকাশিত একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের মোট ১৪৫টি রাষ্ট্রের (যেখানে আইনসভা প্রতিষ্ঠিত বা চালু ছিল) আইন পরিষদের (এক কক্ষ বিশিষ্ট এবং নিম্ন কক্ষের) মোট ৩১,১৫৪ আসনের মধ্যে মাত্র শতকরা ১৫টি আসন নারী অধিকার করেছিলেন বলে প্রাককলন করা হয়। যদিও বিগত দশকে নারীর উপস্থিতির হার বৃদ্ধির সামান্য প্রবণতা লক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

করা যায়, সর্বক্ষেত্রে এই হারের গতি একরকম নয়। আবার কোথাও সাময়িক বিপরীতমুখী প্রবনতাও লক্ষ্য করা গেছে। ৭৩টি দেশের প্রাপ্ত বিস্তারিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় সংসদে (এক কক্ষ বিশিষ্ট এবং নিম্নকক্ষ) নারীর প্রতিনিধিত্ব ১৯৭৫ সনে শতকরা ১২.৫ থেকে ১৯৮৮ সনে শতকরা ১৪.৫ এ উন্নীত হয়েছে। ১৯৮৭ সনে প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এশীয় ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলের ২৭টি দেশের আইনসভায় (এক কক্ষ বিশিষ্ট এবং নিম্নকক্ষ) নারীর উপস্থিতির হার শতকরা ৭.০।[২৬] ১৯৮৭ সনে ইন্টার-পার্লামেন্টারী ইউনিয়ন প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে সার্কভুক্ত রাষ্ট্রে নারীর পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদ উপস্থিতি সম্বন্ধে বলা যায়, ভূটানের জাতীয় পরিষদে (১৯৭৫) শতকরা ১.৩ জন মহিলা; ভারতীয় লোকসভায় (১৯৮৪) শতকরা ৭.৯; শ্রীলংকার আইনসভায় (১৯৭৭ সনে নির্বাচিত, ১৯৮২ সনে ১৯৮৩ থেকে ৬ বৎসরের জন্য মেয়াদ বর্ধিত) শতকরা ৪.৭; মালদ্বীপে পিপলস কাউন্সিলে (১৯৭৯) শতকরা ৪.০; নেপালে জাতীয় পঞ্চায়েতে (১৯৮৬) শতকরা ৫.৭ এবং পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে (১৯৮৫) শতকরা ৮.৮। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে ২০টি আসনই (মোট ২৩৭) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত; উল্লেখিত অন্যান্য রাষ্ট্রে কোথাও সংরক্ষণ অথবা মনোনয়ন প্রথার মাধ্যমে নারী সংসদে অন্তর্ভূক্তি পেয়েছেন কি না, উল্লেখ নেই।

নারী কি সংসদীয় রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি দ্বারা মনোনীত হন? তারা কি নির্বাচনে প্রার্থী হবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহী? পূণাঙ্গ তথ্যের অভাবে কেবল ভারতীয় অভিজ্ঞতা এখানে তুলে ধরা হলো। ১৯৮৪ সনে ভারতে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের মধ্যে শতকরা ৩.০৩ জন ছিলেন মহিলা; ১৯৮৯ এর নির্বাচনে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩.০৮-এ। এছাড়া, বিভিন্ন রাষ্ট্রে নারীর রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, রাজনৈতিক দলের কাঠামোগত চরিত্র, কার্যপদ্ধতি, মনোনয়ন পদ্ধতি ও এলিট রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়া সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর আগমনকে নিরুৎসাহিত ও বাধাগ্রস্ত করে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘের ইকোনমিক ও সোশ্যাল কমিশন ১৯৯৫ সন নাগাদ পার্লামেন্ট, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, স্বার্থগোষ্ঠী ইত্যাদিতে নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা শতকরা ৩০-এ স্থাপন করেছে। বর্তমান পর্যালোচনার আলোকে বলা যায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে নারী-পুরুষ সমতার পথে এই মাইল ফলকে পৌঁছতে বহু দেশের জন্যই আরো দীর্ঘমেয়াদী সময় লাগবে এবং ২০০০ সনকে চিহ্নিত করা হলেও বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর আরো অনেক রাষ্ট্রের জন্যই প্রয়োজন হবে উপযোগী কলা-কৌশল উদ্ভাবনের । বর্তমানে পৃথিবীর মাত্র কয়েকটি দেশে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত বা উর্ত্তীণ হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে নর্ডিক রাষ্ট্রসমূহ। নারী ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যে দুরত্ব বিশ্বব্যাপী পরিলক্ষিত হয়, তা আরো চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করা যায় রাষ্ট্রের একজিকিউটিভ ক্ষমতার ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। বিশ্বের ইতিহাসে (মে ১৯৯১ পর্যন্ত) মাত্র ১৮ জন নারী রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বা আছেন। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অধিকাংশই উন্নয়নশীল রাষ্ট্র এবং ৪টি রাষ্ট্রই দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত। একটি সাধারণ প্রবণতা বা বৈশিষ্ট্র হিসেবে লক্ষ্য করা যায় যে এসব অনেক ক্ষেত্রে পরিবার ও পুরুষ-ভিত্তিক রাজনৈতিক সূচনা ও উত্থান, রাজনৈতিক সংকট ও ভায়োলেন্স পটভূমিগত বা সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। ১৯৯০ সনে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মন্ত্রী পরিষদসমূহের মধ্যে মাত্র শতকরা ৩.৫ জন ছিলেন মহিলা মন্ত্রী। ৯৩টি দেশে কোন মহিলা মন্ত্রী ছিলেন না।[২৭] অধিকাংশ মহিলা মন্ত্রীই 'সফট' বা নরম অর্থাৎ তুলনামূলক ভাবে গুরুত্বহীন বিষয় হিসেবে বিবেচিত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে থাকেন।

তারপরে ও মধ্যযুগীয় ব্যবস্থায় যেখানে নারীর অংশগ্রহন ছিলনা বললেই চলে, সে অবস্থা হতে ধীরে ধীরে ধনাত্মক উত্তরনের দিকে যাচ্ছে।এর জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সময়। ধীরে ধীরে একদিন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে বলে আধুনিক সমাজতন্ত্রী বিশ্বাস করেন।

Dhaka University Institutional Repository

২.১৩ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও বিভিন্ন ঘোষণাপত্র ঃ

বাংলাদেশ জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদানকারী একটি অন্যতম দেশ। এর সুদুর প্রসারী প্রভাব পড়েছে এদেশের নারী উন্নয়ন ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর। যা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

- বিগত দশকে নারীর প্রতি বিরাজমান বৈষম্য ও নির্যাতন অবসানের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। নারী নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ, পাচার, দেহব্যবসা ইত্যাদি প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশই শক্তিশালী হচ্ছে।
- রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- পূর্বের সীমিত গন্ডি অতিক্রম করে নারী আন্দোলন বর্তমানে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হচ্ছে এবং সংহত রূপ লাভ করছে।
- নারী আন্দোলনে জেন্ডার ইস্যুকে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে আবদ্ধ না রেখে একটি সার্বিক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ায় অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করছে। নারীর মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং সার্বিক সমাজ পরিবর্তনের দাবী এখন নারী আন্দোলনের মূল দাবীতে পরিণত হয়েছে।
- বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ এবং কর্মকান্ডের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সমমনা সংগঠনের সঙ্গে গড়ে উঠেছে কার্যকরী সম্পর্ক।
- নারী আন্দোলনের কর্মীবৃন্দের (সংগঠক, গবেষক, মাঠকর্মী) চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা, নানাদিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং নানারূপে প্রকাশিত হচ্ছে।
- প্রশাসনে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং বিচার ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। একবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ২০০০ সালের জুন মাসে বাংলাদেশে প্রথম একজন মহিলা বিচারক পদে নিয়োগ পেলেন।

Dhaka University Institutional Repository

- নারী ও পুরুষের সামাজিক অসম অসহায় ও মর্যাদা সর্ম্পক সচেতনতা তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২.১৪ এক নজরে বাংলাদেশে নারী উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ঃ

১৯২৯ ঃ বাংলায় নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করে।

১৯২৯ ঃ সারদা অ্যাক্ট পাস করা হয় বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য। ছেলেদের বিয়ের বয়স ১৮ বছর ও মেয়েদের ১৪ বছর নির্ধারণ করা হয়।

১৯৩৫ ঃ ভারতবর্ষে নারী সমাজের ভোটাধিকার আইন পাস হয়।

১৯৩৯ ঃ মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনে বিবাহিতা মহিলাকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার দেয়।

১৯৪৪ ঃ Immoral Trafic Bill সংশোধিত হয় ।

১৯৫৬ ঃ হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন পাস হয়।

১৯৬১ ঃ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ জারি ও পরে সংশোধিত আইন হয়।

১৯৭২ ঃ বাংলদেশের সংবিধানে নারীর সমান অধিকারের দ্বারা মৌলিক অধিকার অর্জিত হয়।

১৯৭২ ঃ বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন।

১৯৭৩ ঃ জাতীয় সংসদে সদস্য পদে মহিলাদের জন্য কোটা ব্যবস্থা প্রবর্তন।

১৯৭৪ ঃ বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন বোর্ডকে 'নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন'-এ রূপান্তর।

১৯৭৪ ঃ মুসলিম বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ রেজিষ্ট্রিকরণ আইন প্রণীত হয়।

১৯৭৫ ঃ প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহন এবং বর্ষ ধারার পক্ষে ভোট দান।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৬	ঃ	পুলিশ ও অনসার বাহিনীতে নারীদের নিয়োগ করার অধ্যাদেশ জারি হয়।
১৯৭৬	ঃ	ক. বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সংস্থা গঠন, খ. মহিলা সেল গঠন, গ. মহিলা বিষয়ক বিভাগ গঠন ঘ. সরকারি খাতের সাংগঠনিক কাঠামোতে কোটাভিত্তিক মহিলাদের পদ সৃষ্টি।
১৯৭৮	ঃ	মহিলা মন্ত্রণালয় ও মহিলা মন্ত্রী নিয়োগ হয়।
১৯৭৮	ঃ	মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন।
১৯৮০	ঃ	দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এবং সম্মেলনে সিদ্ধান্তপত্রে স্বাক্ষর।
	ঃ	যৌতুক নিরোধ আইন পাস।
১৯৮৩ ও ১৯৯৫	ঃ	নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধের আইন হয়।
১৯৮৪	ঃ	মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর গঠন।
১৯৮৪	ঃ	আন্তার্জাতিক নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সনদে (সিডও) সংরক্ষিত ধারাসহ সরকারের স্বীকৃতিদান।
১৯৮৫	ঃ	পরিবারিক আদালত অধ্যাদেশ জারি হয়।
১৯৮৫	ঃ	দশক সমাপনী সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং সম্মেলনে Nairobi Forward Locking Strategy অবদান।
১৯৮৫-৯০	ঃ	নারী ও পুরুষের উন্নয়নে অসাম্য দূর করতে লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ।
১৯৮৯	ঃ	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে মহিলা মন্ত্রণালয় পৃথক।
১৯৯০	ঃ	মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর গঠন।
১৯৯১	ঃ	জাতীয় মহিলা সংস্থাকে বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত।
১৯৯১	ঃ	WID Focal Point তৈরী।
১৯৯৪	ঃ	শিশু বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৫ ঃ ক. NCWD {National Council for Womens Developmen}

খ. চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এবং সুপারিশ।

১৯৯৬ ঃ নারী উন্নয়ন পরিষদ দেশের সর্বোচ্চ নারী উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষিত হয়। নারী উন্নয়নে সরকারকে সহযোগিতার জন্য মহিলা বিষয়ক মন্তণালয়ের অধীনে একটি ইউনিট 'PLAGE' নামে গঠিত হয়েছে। শিশু অধিকার ও নারী অধিকার বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রায় সব সনদে সরকার স্বীকৃতি দেয়। নারী অধিকার আন্দোলনের প্রতি সম্মান জানিয়ে দেশের নারী সমাজের অগ্রগতিতে যে নারী নেত্রীবৃন্দ অবদান রাখছেন তাঁদেরকে রোকেয়া পদক দেয়ার আইন প্রবর্তিত হয়।

১৯৯৬ ঃ ক. PFA বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স গঠন।

খ. PFA বাস্তবায়নে Core Group গঠন।

১৯৯৭ ঃ মার্চ নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষিত হয়।

১৯৯৭ ঃ সিডও সনদের ১৩(এ) এবং ১৬.১ (এফ) ধারা প্রত্যাহার করা হয়।

১৯৯৭ ঃ ক. নারী উন্নয়নে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন।

খ. স্থানীয় সরকারসমূহে নির্বাচনে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোট গ্রহণ।

১৯৯৯ ঃ পৌরসভার নির্বাচনে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন বরাদ্দ।

২০০১ ঃ ক. ইউনিয়ন পরিষদে ১৩টি স্থায়ী কমিটির মধ্যে সমাজ উন্নয়নে কমিটির সভাপতি মহিলা সদস্য থেকে নিযুক্ত হবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

খ. সরকারি চাকুরিজীবী মহিলাদের প্রসূতিকালীন (মাতৃকালীন) ছুটির মেয়াদ তিনমাসের স্থলে চারমাস নির্ধারণ।

২০০২ ঃ সিটি কপোরেশন সমূহের নির্বাচনে প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং এক-তৃতীয়াংশ কমিশনার আসন নারীদের জন্যে সংরক্ষণ।

২.১৫ ইতিহাসের আলোকে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে আসন সংরক্ষণ ঃ

বাংলাদেশের এই ভূখন্ডে ১৯৪৭ সাল থেকে সদস্য মনোনীত করা ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের সূত্রপাত ঘটে। বিভিন্ন সময়ে এই মহিলা প্রথমত, পাকিস্তান আমলে ১ থেকে ৭টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। সময়ে সময়ে কেন এটি ১ থেকে ৭-এর মধ্যে ওঠানামা করেছে সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায়নি। তবে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় এ সংখ্যা শুরুতে ১ থেকে ৫-এ উন্নীত হয় এবং নির্বাচন পদ্ধতি ও মনোনায়ন থেকে নির্বাচনের ধারায় উন্নীত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীনতার পর সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যাগত ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময়কালে জাতীয় নির্বাচনে সাধারণ আসনে মহিলা প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার খুবই নগণ্য যা ১৯৭৩ সালে ৩ জন, ১৯৭৯ সালে ১৭ জন, ১৯৮৬ সালে ২০, ১৯৮৮ সালে ৭ জন, ১৯৯১ সালে ৪৭ জন, ১৯৯৬ সালে ৪৮জন। এর বিপরীতে ১৯৭৯ সালে ২জন, ৮৬ সালে ৩জন, ৮৮ সালে ৪জন, ৯১ সালে ৮ জন এবং ৯৬ সালে ১১জন মহিলা সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হন।[২৮]

সংরক্ষিত মহিলা আসনে সদস্য মনোনায়ন দেয়ার ক্ষমতা স্বীকৃত রয়েছে শুধু সংখ্যাগরিষ্ট সাংসদের দলের। এ পদ্ধতি ১৯৭২ সাল থেকে চালূ রয়েছে। ১৯৬৪ সালের পদ্ধতি আর কখনই চালূ হয়নি। সংরক্ষিত আসনের সংখ্যাও ৭ থেকে ক্রমান্বয়ে ১৫ এবং ৩০ হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে আইনসভা ও সংসদ বিষয়ক পরিচ্ছেদের ৫৬ ধারায় ৩০০ ও ৩০টি আসনে প্রার্থীদের নির্বাচনী অধিকার বিষয়ে আইন বা নীতি রয়েছে।

সংরক্ষিত আসনের নির্বাচন প্রক্রিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল বলে প্রার্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বের প্রতি দূর্বল থাকেন এবং তাদের ইচ্ছার ওপরই সংরক্ষিত মহিলা আসনের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। সংরক্ষিত এ মহিলা আসনের নির্বাচনী এলাকাও অনেক বড় আর নির্বাচন প্রক্রিয়া যেহেতু শুধু মনোনায়ন তাই নির্বাচনী এলাকার জনগণের সংঙ্গে এ ধরণের সাংসদের নির্বাচিত হওয়ার আগে কোন ধরণের জনসংযোগ থাকে না এবং এ বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই নির্বাচনের পরেও বহাল থাকে। ফলে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদরা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন বা জনসাধারণের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। এছাড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে জনগণের রায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহিলা সাংসদরা নির্বাচিত হন না বালে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। অনেক ক্ষেত্রে জনগণকে সার্ভিস প্রদানেও বারান্দ তুলনামূলকভাবে অনেক কম পান। মূলত উপরি কাঠামোর পরোক্ষ নির্বাচনের পদ্ধতি সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদরে অবস্থান দূর্বল করেছে।

অতএব আসন সংরক্ষনের বাস্তবতার উপসংহারে বলা যায়, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন আরো শক্তিশালী করার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশনে এক তৃতীয়াংশ কমিশনার পদ নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হয় এবং এ আসন সমূহে প্রত্যক্ষ্য ভোটে নির্বাচনের বিধান করা হয়। যারই ফলশ্রুতিতে ২০০২ সালের ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মোট ৯০ টি ওয়ার্ডের এক তৃতীয়াংশ অর্থ্যাৎ প্রতি তিনটি ওয়ার্ড মিলিয়ে একটি করে মোট ৩০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ড করা হয়। এবং এই ৩০টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে মহিলা কমিশনার নির্বাচনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। (পরিশিষ্ট-৫ ও ৬)

Dhaka University Institutional Repository

২.১৬ সংরক্ষিত আসন প্রসঙ্গ : সাংবিধানিক বাস্তবতা ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর সংবিধানের ২৮ নং ধারার ২ ও ৪ উপধারা এবং ২৯ ধারার অধীনস্থ উপধারা সমূহে কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য কোটা পদ্ধতি প্রবর্তনের সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

ধারা-২৮

১) রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করিবেন।

২) নারী বা শিশুদের অনুকুলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।

ধারা ২৯

১) প্রজাতন্ত্রের কর্মের নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।

২) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ নারী পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।

৩) এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুইঃ নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন। সেই উদ্দেশ্যে তাহার অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে, রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

২.১৭ হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায় ঃ নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে সহায়ক হবে ঃ

সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী কমিশনারদের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও কর্তব্য সাধারণ আসনে নির্বাচিত কমিশনারদের সমান হবে বলে সোমবার হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছেন, নারী-পুরুষ সমঅধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তা এক ঐতিহাসিক রায় হিসেবে বিবেচিত হবে। নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্য অর্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ রায়কে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করা যাবে বলেও আশা করা যায়। হাইকোর্টের এই রায়কে আমরা স্বাগত জানাই।

২০০২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর খুলনা সিটি করপোরেশনের সাধারণ আসন এবং সংরক্ষিত আসনের কমিশনারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের জারি করা একটি পরিপত্রের বৈষম্যমূলক অংশকে চ্যালেঞ্জ করে ১০ নারী কমিশনারের এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট এ রায় দিয়েছেন। ওই পরিপত্রের মাধ্যমে সিটি করপোরেশনের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, উত্তরাধিকার, জাতীয়তা, চারিত্রিক সনদ প্রদানের ক্ষমতা কেবল সাধারণ আসনে নির্বাচিত কমিশনারদের দেওয়া হয়। সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারী কমিশনারদের প্রতি এটা নিঃসন্দেহে একটি বৈষম্যমূলক আচরণ। সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নারীরা সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার পাবেন।

নারীরা কেবল নারীদের সমস্যা নিয়েই কাজ করবেন- সমাজে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি শিকড় গেড়ে বসে আছে। ফলে নারীরা যত বড় পদেই সমাসীন হোন না কেন, তাদের প্রতি এক ধরনের উপেক্ষা-অবহেলার মনোভাব কাজ করে। নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্য আমাদের এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে নারীদের প্রতি সমান অধিকারের বিষয়টি স্বীকৃত। সংরক্ষিত আসন হলেও সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমেই নারীরা কমিশনার হয়েছেন। তবে যে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমেই নারীরা নির্বাচিত হোন না। আমরা আশা করব, হাইকোর্টের এ রায়ের ফলে সংরক্ষিত আসনকে হেয় চোখে দেখার প্রবণতা বন্ধ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পর্যায়ের সব ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূর করতে এমন একটি রায়ের প্রয়োজন ছিল। সংসদ থেকে শুরু করে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন স্তরে সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচিতদের ক্ষমতা নির্ধারণে এ রায় একটি উদাহরণ হিসেবে কাজ করবে। আমরা অবিলম্বে এ রায়ের বাস্তবায়ন দেখতে চাই।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা ঃ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সংবিধান, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশোধিত-২০০১।

২। সালমা খান, রাজনীতিতে নারী ও নারীকে নিয়ে রাজনীতি, দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ মে-২০০৪ ঢাকা, বাংলাদেশ।

৩। দৈনিক প্রথম আলো-৭ ফেব্রুয়ারী-২০০৪ ঢাকা, বাংলাদেশ।

৪। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ৮ মার্চ ১৯৯৭, পৃ-১১।

৫। প্রাগুক্ত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, পৃ-১৭।

৬। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা, খন্ড-৫৫, ১৯৯৭, পৃ-৫।

৭। নাজমা চৌধুরী, "রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ ঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা", নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা ঃ উইমেন যার উইমেন, ১৯৯৪, পৃ-১৫।

৮। প্রাগুক্ত, নাজমা চৌধুরী, পৃ-১৭-১৯।

৯। শাহীন রহমান, জেন্ডার প্রসঙ্গ, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ-১৫।

১০। Jahan Rounaq, *The Exclusive Agenda: Mainstreaming women in development*, Dhaka: University press limited, 1985, P-26.

১১। জাতিসংঘ, মানবাধিকার সম্পর্কে সার্বজনীন ঘোষণা (১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘে ৩য় সাধারণ অধিবেশনে অনুমোদিত)।

১২। জাতিসংঘ সনদ, Archibald Macleish কর্তৃক রচিত এবং ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সানফ্রান-সিসকো নগরীতে স্বাক্ষরিত, যা ১৯৪৫ এর ২৪ অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়।

১৩। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত।

Dhaka University Institutional Repository

১৪। ফারাহ দীবা চৌধুরী, বিশ্ব নারী সম্মেলন ও বাংলাদেশের নারী, আল মাসুদ হাসানুজ্জামান সম্পাদিত ঃ বাংলাদেশে নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ২০০২ ইউপি,এল পৃ-২৬১-২৬২।

১৫। মালেকা বেগম, "নারীর সমঅধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ", নারীর রাষ্ট্র, উন্নয়নও মতাদর্শ, মেঘনাগুহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম সম্পাদিত, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ-১০০।

১৬। প্রাগুক্ত, মালেকা বেগম, পৃ-১০১-১০২।

১৭। Huqe Jahanara, et. al. Beijing Process and followup, Bangladesh perspective, *women for women*, 1997, PP.14-16.

১৮। জাতিসংঘ ঃ নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ, ইউনিসেফ, ১৯৭৯।

১৯। Huqe Jahanara, PP. 14-16.

২০। The Nairobi forward looking strategies for the advancement of women, *UN*-1985.

২১। Ibid, P-23.

২২। Ibid, P-33.

২৩। জাতিসংঘ চতুর্থ নারী সম্মেলন, ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২৪। তাহমিনা আক্তার, উন্নয়নে নারী, ঢাকা, পৃ-২৯-৩০।

২৫। নাজমা চৌধুরী, "রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা", নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪, পৃ-২২।

২৬। প্রাগুক্ত, পৃ-২২।

২৭। প্রাগুক্ত, পৃ-২৩।

২৮। আবেদা সুলতানা, ক্ষমতায়ণ সংখ্যা-২, ১৯৯৮, পৃ-৫৬।

২৯। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সংবিধান, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংশোধিত-২০০১।

৩০। দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ আগষ্ট ২০০৪, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সংসদীয় রাজনীতিতে নারী: সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা তত্ত্বগত বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সংসদীয় রাজনীতিতে নারী: সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা তত্ত্বগত বিশ্লেষণ

৩.১ সাহিত্য পর্যালোচনা ঃ

সাহিত্যের আহবান কেবলমাত্র নান্দনিক উৎসবেই নয়, সাহিত্য নানাবিধ জিজ্ঞাসায় আমাদের মনকেও উদ্দীপ্ত করে। যেখানে সাহিত্যই থাকে গবেষকের অন্বেষণ ও অনুসন্ধানের কেন্দ্রভূমিতে, তাকে বলে সাহিত্য গবেষণা। সাহিত্যিক গবেষণা যে একান্তভাবে জ্ঞানমর্গেরই বিষয় বা কোন নান্দনিক সৃষ্টি হয়, একথা বলা বাহুল্য। সাহিত্যিক গবেষণার বিষয় বিচিত্র ও বহুমুখী এর ক্ষেত্রও বিস্তৃত। সাহিত্যিক গবেষণার বিষয়, ক্ষেত্র, পরিধির নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। এক বা একাধিক সাহিত্যিকের কোন বিশেষ সৃষ্টিধারা বা রচনা শৈলী বা সামগ্রিক সাহিত্য চেতনার বিচার, সমকাল বা ভিন্নকালের সাহিত্যিকদের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা, বিভিন্ন সাহিত্যিক আন্দোলনের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রচেষ্টাই হলো আলোচ্য গবেষণার মূল ক্ষেত্র। আবার বর্তমান যুদ্ধের এক বিশেষ পরিস্থিতিতে যখন গণতন্ত্র, রাজনৈতিক দল ক্ষমতায়ন, আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি একটা দলের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে অস্থিতিশীল করে তোলে তখন সাহিত্য আবারো স্মরণ করিয়ে দেয়- "যখন আমি তরুণ ছিলাম তখন অনেক তরুণ বয়সী ব্যক্তির মতো আমারও সাধ জেগে ছিল আমি রাজনীতিতে যোগদান করবো! কিন্তু নগর রাষ্ট্রের কিছু ঘটনাবলী আমাকে রাজনীতি ত্যাগ করতে বাধ্য করে-" যদিও এই শ্লোগানটি খ্রীস্ট পূর্ব অব্দের, তারপরেও আলোচ্য গবেষণার মূল সমস্যা সমাধানের তাগিদে সাহিত্য পর্যালোচনাকে গবেষণার অতীত ও তাত্ত্বিক দিকের উপর আলোকপাত করতে সহায়তা করছে। যার মাধ্যমে নারীর অধিকার ও রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা কিছু দৃষ্টান্ত ফুটে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

যেহেতু নারীর ক্ষমতায়ন এবং রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ Multi-dimensional concept, যেহেতু এ প্রসঙ্গে আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক, জাতীয় লেখকদের প্রচুর, পুস্তক, সম্পাদিত গ্রন্থ, নিবন্ধ ও গবেষণা কর্ম রয়েছে। তাই আলোচ্য গবেষণা কর্মটির প্রয়োজনে প্রধান প্রধান কতগুলি পুস্তক, সম্পাদিত গ্রন্থ ও নিবন্ধ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে।

রওনক জাহান বাংলাদেশের একজন প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। তিনি তার গবেষণা কর্ম "Women and Development in Bangladesh: Challenges and Opportunities"[১]-এ দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশে নারীর উন্নয়নে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও দেশটি Global survey of women's status-এ নীচের সারিতে অবস্থান করছে। তার ভাষায়- Women's equal rights with men are guaranteed by the Bangladesh constitution [Article 28 (2)]; affirmative action in favor of women is also sanctioned by the constitution [Article 28 (4)]. Policy documents, such as the third five year plan 1985-90, recognizes women's equal roles and contribution to the national development processes; at the same time official documents point to a continuing trend in gender differentials in society, the economy and the polity. Infact Bangladesh has drawn international attention by ranking lowest in one global survey of women's status". রওনক জাহান তার এই গবেষণায় নারীর ভূমিকা ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচীগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। তাছাড়া বাংলাদেশে নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে সমস্ত চ্যালেঞ্জ রয়েছে যেগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাগুলোও তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে এ প্রসঙ্গে কতিপয় সুপারিশ তুলে ধরেছেন এবং বলেছেন- The implementation of the strategic recommended above will require active collaboration of government, NGO's and donors. While some of the interventions can be implemented in the sort run, others will take a relatively longer time. However, a simple action which every concerned individual can take will facilitate the process of reorienting development, strategies, macro planning and implementation. সুতরাং দেখা যাচ্ছে নারী উন্নয়নে রওনক জাহানের এই গবেষণা কর্মটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী।

Randall callins তার "Sociology of Marriage and the Family[২] (1985) গ্রন্থে পরিবার ও বিবাহ সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। তিনি family pattern এর সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলো তুলে ধরেছেন। তার এই গবেষণা কর্মে জেন্ডার বৈষম্যের বিষয়টিও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

নারী বিষয়ক অন্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো Sussman stinmetz এর "Handbook of Marriage and the Family[৩] (1975) এই বইটিতে নারী এবং নারী-পুরুষের সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থানের উপর একটি চমৎকার উপস্থাপনা রয়েছে। গ্রন্থটিতে পরিবারের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলো তুলে ধরা হয়েছে যা নারীর রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে ও সংশ্লিষ্ট।

"Family[৪] (New Delhi 1995) গ্রন্থটি পরিবারের কার্যাবলী নারীর ভূমিকা ও সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটের উপর Adrian wilson এর একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্মকান্ড।

Dhaka University Institutional Repository

Letha Dawson Scanzoni, John Scanzoni এর "Men, Women and change"[৫] (MC Graw-Hill, Inc 1998) শিরোনামে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত গ্রন্থটি সামাজিক পরিবর্তন, সংঘাত, জেন্ডার ভূমিকা, ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। নারীর উন্নয়ন ও রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থটি ও গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে নারীর উন্নয়ন, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এর প্রতিবন্ধকতা, সুযোগ-সুবিধা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা কর্ম হয়েছে। খালেদা সালাহুদ্দীন, রওশন জাহান এবং ড. মাহমুদা ইসলাম "Women and Poverty"[৬] (উইমেন ফর উইমেন, Dhaka 1997) গ্রন্থে নারী উন্নয়ন ও রাজনীতিতে নারীর দুর্বল অংশগ্রহণের পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে দায়ী করেছেন নারীর দারিদ্রকে। গ্রন্থটিতে নারী উন্নয়ন প্রসঙ্গে Structural Adjustment policies, Beijing Platform for Action এবং গ্রামীণ দারিদ্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে-Women's power in policy planning and decision making process is crucial for increasing their access and control over resources and development interventions. Unfortunately by tradition and cultural norms women occupy a subordinate position both in family and social set-up. Their interior socio-cultural position contributes to the natural physiological differences between the sexes and has been using this male created inconducive situation to justify their exclusion from politics and many professions.

"উন্নয়ন কার্যক্রম এনজিও ঃ গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঃ একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা"[৭] (ক্ষমতায়ন, ১৯৯৬, সংখ্যা-১) লিখিত রাশেদা আখতারের নিবন্ধে বলা হয়েছে পরিবারের মধ্যেই পুরুষ পক্ষপাতিত্ব ও নারী বৈষম্যের বীজ নিহিত। নিবন্ধটিতে আরও বলা হয়েছে, "সাম্প্রতিক বাংলাদেশের উন্নয়ন

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকান্ডের সাথে এনজিওর সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এ এনজিওর সাথে গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধ জড়িত। তবে সামাজিকরণের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে পারিবারিক কাঠামোতে নারী সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনের পাশাপাশি একজন মুজুরী হীন অদৃশ্য শ্রমিকের ভূমিকা পালন করে থাকে, ফলে দেখা যায়, পরিবারের মধ্যেই পুরুষ পক্ষপাতিত্ব ও নারী বৈষম্যের বীজ নিহিত। পারিবাকির পর্যায়ে নারী পুরুষের অবস্থান অসম বলে পর্যায়ক্রমে তা রাষ্ট্র, সমাজ, আইন প্রয়োগ তথা মানুষের ধ্যান-ধারণার মূলে ও প্রবেশ করেছে। এমনকি চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থায় একদিকে নারী তার শ্রেণীর ভিত্তিতে অবস্থানগত দিক থেকে, অন্য দিকে নারী হিসেবে সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমিত পরিবার গন্ডীতে আবদ্ধ করে রেখেছে। এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে- অর্থনৈতিক ক্ষমতার ব্যবধান, সংস্কৃতিকগত বাধা, ধর্মীয় বিধি নিষেধ, সামাজিক মূল্যবোধ ও রীতিনীতি তথা আচার-অনুষ্ঠান।

আবুল হোসাইন আহমেদ ভূইয়া তার নারী ও সমাজঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত[৮] (ক্ষমতায়ন ১৯৯৬ সংখ্যা-১) নিবন্ধে দেখিয়েছেন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নারীদের সামাজিক আন্দোলন ও রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের হার ও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। তার মতে নারীরা সচেতন হচ্ছে এবং স্বাধীনতার পর প্রায় ৫০০ সংগঠন ২০ লক্ষ নারীকে সংগঠিত করতে পেরেছে। নিবন্ধে দেখানো হয়েছে সামাজিকভাবে এখনো নারীরা অসম অংশের ভাগীদার। এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গী, আচার-আচরণ ও নীতির পরিবর্তন সর্বোপরি পুরুষ মানসিকতার পরিবর্তন করে মানুষ মানসিকতার জন্ম দেওয়া উচিত।

অধ্যাপক শওকত আরা হোসেনের "নারী ঃ রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন"[৯] (ক্ষমতায়ন ১৯৯৮, সংখ্যা-২) নামক নিবন্ধটিও এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিবন্ধটিতে দেখানো হয়েছে দুজন মহিলার রাজনীতির শীর্ষবিন্দুতে অবস্থানের পরও লক্ষ্য করা যায় যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের পদচারণা একেবারেই নগণ্য। নিবন্ধটিতে বলা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতিতে নারী অনুপ্রবেশের যথারীতি পথটি সুগম করার জন্য রাজনৈতিক দল প্রধান ভূমিকা পালন করবে।

Barbara J. Nelson এবং Najma Chowdhury সম্পাদিত "Women and Politics Worldwide"[১০] (Fate University Press, 1995) একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থটিও নারী ও রাজনীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। তাদের মতে, পেশীশক্তি রাজনীতিতে যে অশুভ ছায়া বিস্তার করছে, সে রাহুর কবল থেকে রাজনীতি মুক্ত না হলে, মহিলারা ঐ পেশায় অংশ গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত থাকবেন।

Caroline O. N. Noser একজন বিখ্যাত তাত্ত্বিক যিনি নারী উন্নয়ন প্রসঙ্গে ব্যাপক কাজ করেছেন। তার প্রসিদ্ধ নিবন্ধ হলো Gender Planning in the Third World; Meeting Practical and Strategic needs"[১১] in Rebecca Grant and kath leen new land (ed) Gender and International Relations, (Open University Press, 1991)। নিবন্ধটিতে তিনি জেন্ডার পরিকল্পনা, নারীর বাস্তব ও কৌশলগত প্রয়োজন নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তার এই আলোচনা তৃতীয় বিশ্ব তথা বাংলাদেশ প্রাসঙ্গিক।

Stephen Garrett এর "Gender"[১২] (New York 1992) গ্রন্থটি মার্কিন নারীদের অবস্থা তুলে ধরেছে। বইটিতে দেখানো হয়েছে মার্কিন নারীরা তাঁদের রাজনৈতিক অনুভূতি, নিজেদের সাংগঠনিক ও যৌথ সচেতনতা এবং সক্রিয়তার দিক থেকে রাজনীতিকে চিহ্নিত করে।

Anne Phillips একজন বিখ্যাত নারীবাদী লেখক। তিনি তাঁর "Engendering Democracy"[১৩] (Cambridge University Press, New York 1994) শিরোনামে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন "The Personal is Political"-নারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন ও রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত। নারীরা domestic জীবনে যা করছেন তাকেও গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে স্বীকার করতে হবে। কারণ লিঙ্গ বিভাজনের ফলে নারীরা পারিবারিক ও সাংসারিক ক্ষেত্রে অশেষ কাজ করেন, পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্যে ব্যস্ত থাকেন। এ অবস্থায় তাঁদের 'রাজনৈতিক' জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁরা public জীবনে ঐভাবে অংশ নিতে পারেন না। সুতরাং, নারীর সাংসারিক গন্ডিও রাজনৈতিক জীবন।

Susan Mendus তাঁর Losing the "Faith : Feminism and Democracy"[১৪] (in John Dunn, edited, Democracy: The Unfinished Journey; 508 BC to AD 1993, Oxford University Press (New York 1994), গ্রন্থে বলেছেন, রাজনৈতিক জীবনে নারী উপেক্ষিত এবং গণতন্ত্র নারীর জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনেনি বলে গণতন্ত্রকে অভিযুক্ত করেছেন। তিনি বলেন, গণতন্ত্র এমন এক ব্যবস্থা, দুঃখজনক হলেও সত্য, যা নারীর প্রতি তার অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। একটি রাজনৈতিক মতবাদ বা বিশ্বাস হিসেবে গণতন্ত্র একটি মিথ্যা আশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়।

একইভাবে, Carole Pateman তার "The Disorder of Women"[১৫] (Cambridge University Press, Cambridge 1989) গ্রন্থে প্রমাণ দেখিয়েছেন-গণতান্ত্রিক বলে যেসব দেশ পরিচিত সেগুলোতে অতীতে কখনও নারীকে পরিপূর্ণ ও সমঅধিকার সম্পন্ন মানুষ বলে স্বীকার করা হয়নি এবং এখনও হচ্ছে না।

Sarah C. White, তার "Arguing with the crocodile: Gender and class in Bangladesh"[১৬] (Zed Books Limited, London 1992)-এ গ্রন্থে বাংলাদেশে "Gender" এবং "class" পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন প্রসঙ্গে তিনি বলেন- "The Seats reserved for women..... have simply been used by the ruling party to increase its majority."

Chandra, Sharti Kohli ভারতের বিখ্যাত একজন নারীবাদী লেখক। তিনি ভারতের নারীদের রাজনৈতিক অবস্থান ও প্রতিবন্ধকতা তার "Women and Empowerment"[১৭] (Indian Journal of Public Administration; July-Sept. Vol-XLIII, No-3) নিবন্ধে তুলে ধরেছেন।

আবেদা সুলতানা তার "ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ঃ বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান"[১৮] (ক্ষমতায়ন, ২০০০, সংখ্যা-৩) শীর্ষক নিবন্ধে বাংলাদেশের ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধিত্বের একটি বিশ্লেষণমূলক চিত্র উপস্থাপন করেছেন। তার মতে বাংলাদেশের সর্বক্ষেত্রেই নারীর-ক্ষমতায়নে একটি প্রতীকী বৃদ্ধি লক্ষণীয়-এখানে জেন্ডার সমতার লক্ষ্য অর্জন অনেক দূর ভবিষ্যৎ। তার বক্তব্য হলো রাষ্ট্রপ্রধান নারী হলেও তা নারীর সম অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় না, তবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সর্বত্র ক্ষমতার বিভিন্ন আসনে নারীর অবস্থানের একটা সুফল রয়েছে।

Halder Romela, Akter Rasada; তাদের "The Pole of NGO and Women's Perception of Empowerment : An Anthropological Study in a Village"[১৯] (Empowerment 1999-Vol-6) নিবন্ধে নারীর ক্ষমতায়নের একটি ব্যতিক্রমধর্মী বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন। তারা নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর ক্ষমতায়নের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের মতে "now the power of taking decision of their own has increased in economic and household matters. They are much more self confident. They are much organized. Women have learnt about their rights and different laws.

Dhaka University Institutional Repository

Najma Chowdhury, তার "Bangladesh: Gender and politics in a patriarchy[২০] (in Barbara S. Nelson and Najma Chowdhury eds, women and politics worldwide; New Haven & London; Yale University Press 1994) নিবন্ধে বাংলাদেশে নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী চরিত্র। কারণ তার মতে, "Two women have reached the top most position of leadership in the two major political parties in Bangladesh".

Mason তার Karen Oppenheim 1985; The Impact of Women's position on Fertility Developing countries[২১] (University of Michigan, U.S.A, 1985) শীর্ষক গ্রন্থে "Status of women" পরিভাষাটির অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এই পরিভাষাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Dixon, Caldwell, Dyson and Moore, Caine et. al, Safilios Rollhschild 1980)-দের ধারণা status of women সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন।

Mason এর মতে, confusion still persists around the meaning of female status and gender inequality. The main conceptual indicators about the status of women are mainly based on social, economic and political situation of the society."

Gunnar Myrdal[২২] (1970) দক্ষিণ এশিয়ায় নারী বৈষম্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন এশিয়ায় তিনটি ধর্ম নারীকে অধস্তন অবস্থানে ফেলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

অমর্ত্য সেন[২৩] (1997) জোর প্রদান করেন যে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য "Population Policy"-এর সফল বাস্তবায়ন আবশ্যক।

বিদ্যমান সাহিত্য পর্যালোচনায় দেখা যায় অধিকাংশ গবেষক মনে করেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি মিশ্র এবং গুণগত মান নিম্নমুখী। এজন্য তারা রাজনৈতিক দলের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অভাব, দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা না হওয়া এবং আদর্শ ভিত্তিক কর্মসূচীর অভাবেই নারীর রাজনীতিতে ভূমিকা সুদৃঢ় হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে সাহিত্য পর্যালোচনায় আরো প্রতীয়মান হয় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল গুলো যদি নারীর রাজনীতিতে ভূমিকাকে প্রাধান্য দেয় এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত নির্বাচনে মনোনয়ন দেয় তাহলে অধিকারের ক্ষেত্রে যে সংকট তা থেকে উত্তরণ সম্ভবপর হবে।

৩.২ ক্ষমতায়ন : একটি ধারণাগত বিশ্লেষণ

আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতায়নের প্রত্যাশী নারী গ্রুপের মধ্য থেকে ১৯৮০'র দশকের মাঝামাঝি সময় ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টি একটি বহুল ব্যবহৃত পরিভাষা হিসেবে কল্যাণ, উন্নয়ন, অংশগ্রহণ, দারিদ্র্য বিমোচনের মত শব্দগুলির স্থলাভিসিক্ত হয়।[২৪] ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করে বাধা বিপত্তি প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়। বিশেষত ক্ষমতায়ন হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং প্রভাবিত করার অধিকার, ক্ষমতা ও সুযোগ অর্জন। ক্ষমতায়ন পদ্ধতির স্পষ্ট ও বিশেষ সংজ্ঞায়ন হচ্ছে Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN). DAWN ১৯৮৫ সালে ভারতের বাঙ্গালোরে প্রথম গড়ে উঠে এবং পরবর্তীতে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এর উদ্দেশ্য বিশ্বের নারীসমাজের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করা নয়, বরং একটি বিকল্প সমাজব্যবস্থা গঠনের চিন্তাশক্তি গঠন করা যার মূল উদ্দেশ্য এমন এক পৃথিবী গঠন করা প্রত্যেকটি দেশে

Dhaka University Institutional Repository

এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে শ্রেণী, লিঙ্গীয় সম্পর্ক এবং বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্য থাকবে না। এই ভবিষ্যৎ পৃথিবী গঠনের দূরদৃষ্টির ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী রূপে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের কথা এসে পড়ে। যে ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী তার নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে পারবে।[২৫]

৩.২.১ ক্ষমতায়নের তাত্ত্বিক চরিত্র ঃ

ক্ষমতায়ন একই সঙ্গে একটি প্রক্রিয়া ও সেই প্রক্রিয়ার ফসল। এর অর্থ হল ক্ষমতায়িত করার জন্য সচেতন করা হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া এবং নারী যখন সচেতন হয়ে উঠবে তা হচ্ছে এই প্রক্রিয়ার ফসল। সাধারণভাবে বলা যায় "Empowerment refers to give or deliver power to do something or to act" অর্থাৎ কাউকে কোন কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ও যথোপযুক্ত ক্ষমতা হস্তান্তর বা প্রদান করাকে ক্ষমতায়ন বলে। ক্ষমতায়নের শাব্দিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা যায়, "empower" ক্রিয়াটিকে Websters II New Rivisside University Dictionary Ges Funk and Wagnalls Canadian College Dictionary তে বলা হয় "invest with legal power," "to authorize" and "to enable" অর্থাৎ আইনসঙ্গতভাবে ক্ষমতা চর্চা, কর্তৃত্ব প্রদান ও ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধ ব্যবস্থা প্রদান।

ক্ষমতায়ন আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বনির্ভরতা (Self reliance) থেকে পৃথক, কারণ এতে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই ক্ষমতা অর্জন করা এবং ক্ষমতার উৎসের উপর অধিকার অর্জনের প্রক্রিয়াকে বুঝায়। ক্ষমতায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।[২৬] অথ্যাৎ ক্ষমতায়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং সকল বাধা বিপত্তি প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়। এই সক্ষমতা অর্জন বা ক্ষমতায়নের সূচক হচ্ছে : সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পারিবারিক অর্থ লেনদেনে অংশগ্রহণ, সম্পদ অর্জনের ক্ষমতা,

Dhaka University Institutional Repository

বিচরণ গন্ডির প্রসারতা।[২৭] এর পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস, আত্ম-মর্যাদা অর্জনের ক্ষমতা ও ক্ষমতায়নের অন্যতম সূচক বলে পরিগনিত। "ক্ষমতা" মানুষকে সামাজিক স্বীকৃতি, মর্যাদা, সম্মান, সমৃদ্ধি, সম্পত্তি, মূল্যবোধ ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। একারণেই বলা হয়, "Empowerment had acquired a considerable aura of "respectability" even "social status" within the vocabulary of development"[২৮] জ্ঞান, আত্মসম্মান ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও প্রভাবিত করার সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জনই হল ক্ষমতায়ন।

ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে "ক্ষমতায়ন" বলতে বুঝায় ঃ

- বুদ্ধি ভিত্তিক সম্পদ যেমন, জ্ঞান, তথ্য এবং ধারণা ইত্যাদি;
- বস্তুগত সম্পদ, যার মধ্যে রয়েছে, স্থানীয় সম্পদ যেমন, জমি, জলাশয় ও বনভূমি ইত্যাদি, মানবিক সম্পদ যেমন, মানব দেহ এবং আর্থিক সম্পদ, যেমন-অর্থ;
- আদর্শিক সম্পদ যেমন, একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মানুষ যেভাবে উপলব্ধি করে এবং সক্রিয় হয়;- এই তিন ধরনের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।[২৯]

ক্ষমতায়ন এভাবেই সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অধিকার দেয়, কারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধ ক্ষমতা ব্যক্তিকে ক্ষমতাবান করে। যার ফলে ক্ষমতাবান ব্যক্তি নিজের সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈধতার অধিকার থেকে সম্পদের উপর মালিকানা লাভ করে। ক্ষমতায়ন এভাবেই ক্ষমতা এবং উন্নয়নের মধ্যকার আন্তঃসর্ম্পক সম্পর্কিত কিছু মৌলিক ধারণা সর্ম্পকে নতুন দিক নির্দেশনা দান করে। Chen (১৯৯০) ক্ষমতায়নের চারটি মাত্রা (Dimension) কে চিহ্নিত করেন, যেমন ঃ সম্পদ, শক্তি, সম্পর্ক, আত্মাপলব্ধি ও অবলোকন । এই মাত্রাগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ

Dhaka University Institutional Repository

➢ **শক্তি ঃ** শক্তি বলতে এ ক্ষেত্রে বুঝায় নিজের পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্তনের বা নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা। এটি হতে পারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, ঋণ-বাজারে প্রবেশের যোগ্যতা ইত্যাদি।

➢ **সম্পর্ক ঃ** ক্ষমতায়নের এই মাত্রা বা সূচকটির ব্যাখ্যা হচ্ছে সকল সম্পর্ক গড়ে উঠবে চুক্তির ভিত্তিতে। এটি হতে পারে বিবাহ বা কর্মক্ষেত্রের চুক্তি। এছাড়া পরিবার বা প্রতিবেশী সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ধরনের পরিবর্তনও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

➢ **সম্পদ ঃ** সম্পদ বলতে বুঝায় বস্তুগত দ্রব্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ, তা অর্জনের সুযোগ বা তার মালিকানা। এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে সম্পত্তি, ভূমি, অর্থ। আয় সৃষ্টিমূলক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টতাও এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে কারণ তা সম্পদ সৃষ্টি বা তার উপর মালিকানা সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়।

➢ **আত্মোপলব্ধি ও অবলোকন ঃ** এই উপলব্ধিকে দুটো প্রেক্ষাপট হতে দেখা যেতে পারে-

- নারীদের নিজের উত্তরণ ও অবস্থান সম্পর্কে নিজস্ব উপলব্ধি।
- নারীদের এই উত্তরণ সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের বা সম্প্রদায়ের জনগণের উপলব্ধি, মনোভাব ও আচরণ।

৩.২.৩ নারীর ক্ষমতায়নের প্রথম কথা ঃ

➢ **শিক্ষা ঃ**

শিক্ষা হচ্ছে সেই সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ যার মাধ্যমে লোকে নিষ্ক্রিয়তার পরিবর্তে অংশগ্রহণ এবং প্রতিবিধানের নতুন-নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যাস গড়ে তুলতে শেখে। আর শিক্ষা হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের প্রথম শর্ত। মৌলিক শিক্ষার মাধ্যমে নারীর স্বাক্ষরতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে সবক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষার মাধ্যমে নারীকে তার অধিকার ও ক্ষমতা সর্ম্পকে সচেতন করার মাধ্যমে, (শুধু নারীকেই নয়) সমগ্র জাতির মধ্যে সচেতনতা

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি করে নারীর ক্ষমতায়ন আরো নিশ্চিত করা যায়। শিক্ষা যেহেতু কুসংস্কার দূর করে; সেহেতু নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে যেসব কুসংস্কার প্রতিবন্ধক হিসেবে আমাদের সমাজে রয়েছে তা একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে দূর করা সম্ভব।[৩০]

➢ **আইনী প্রেক্ষাপট ঃ**

আইন ক্ষমতায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। আইনী ব্যবস্থা দ্বারা নারীর সার্বিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায় এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। অপরদিকে ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধক আইন বাতিলের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নকে কার্যকর করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ সূর্যাস্ত আইনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

➢ **অংশগ্রহণ ঃ**

গণতন্ত্রে অংশগ্রহণ অপরিহার্য ঠিক তেমনি ক্ষমতায়নের অপরিহার্য দিক হল অংশগ্রহণ। পারিবারিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাষ্ট্রের বিভিন্ন কর্মকান্ডে ব্যবহারিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়। ভোটাধিকারের মাধ্যমে নারী রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করতে পারে।

➢ **অর্থনৈতিক মুক্তি ঃ**

রাজনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঠিক তেমনি; নারীর ক্ষমতায়নের পূর্ব শর্ত হল অর্থনৈতিক মুক্তি। অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হয়। নারীর ক্ষমতায়নের অর্থনৈতিক মুক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকার এবং বিভিন্ন এন.জি.ও ঋণপ্রদান কর্মসূচী ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সরাসরি ক্ষেত্রে কোটা বৃদ্ধি করেছে ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.৪ সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর ক্ষমতায়ন ঃ

সামাজিক কাঠামোই ক্ষমতায়নের মূল ভিত্তি। নারীর ক্ষমতায়ন সমাজের একটি অপরিহার্য দিক। নারীদের অংশগ্রহণ ছাড়া একটা দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বস্তুত দুই ধরনের ক্ষমতায়ন জনপ্রিয়। (1) Empowerment of the poor (2) Empowerment of the Women.

নারীর ক্ষমতায়ন বলতে প্রধানত নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা দৈনন্দিন কাজ ও ভূমিকার ক্ষেত্রে, দায় দায়িত্বের ক্ষেত্রে, অবকাশ ও বিনোদনের ক্ষেত্রে, পুরুষের তুলনায় নারীর সীমিত অধিকার সম্পদের ক্ষেত্রে, পছন্দের ক্ষেত্রে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রকে বুঝায়।

অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় সকল ক্ষেত্রে অসমতা ও বৈষম্য দূর করে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতায় সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তাই নারীর ক্ষমতায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.৫ নারীর ক্ষমতায়ন কাঠামোগত বিশ্লেষণ ঃ

টেবিল ৩.১ ঃ নারীর ক্ষমতায়ন কাঠামো

সমতা স্তর	সমতা বৃদ্ধি	ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি
নিয়ন্ত্রন	↑	↑
অংশগ্রহণ		
সচেতনতা		
শিক্ষা		
ভোটাধিকার		
অর্থনৈতিক মুক্তি		
সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার		
আইনী ব্যবস্থা		

৩.২.৬ নারীর ক্ষমতায়নের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহ ঃ (Approaches of Women Empowerment) :

নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পাঁচটি প্রধান এ্যাপ্রোচ রয়েছে। যেমন-

ক. Job Matters বা কার্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখা অর্থাৎ তাকে যে দায়িত্ব দেয়া হবে তা যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হবে।

খ. আবেগীয় সর্মথন বা Emotional Support.

গ. দৃষ্টান্ত স্থাপন বা Role Models

ঘ. নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা বা Control & accountability

ঙ. উৎসাহিত করণ বা Reinforcement & persuasion

৩.২.৭ তত্ত্বগতভাবে নারী আন্দোলন, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন ঃ

নারী আন্দোলন, নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন-নারীর অধিকার আদায়ের মূলমন্ত্র এবং একে অপরের পরিপূরক। এলিজাবেথ কেন্ডি স্ট্যান্টন ১৮৪৮ এর ভাষায় উচ্চরিত হয়-

Dhaka University Institutional Repository

"মানবজাতির ইতিহাস হচ্ছে নারীর উপর পুরুষের ক্রমাগত পীড়ন ও বলপ্রয়োগের ইতিহাস, যার লক্ষ্য নারীর উপর পুরুষের একচ্ছত্র স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা"[৩১]

সম্ভবতঃ মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস নয় বরং পিতৃতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকেই শুরু হল নারীর উপর পুরুষের স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। এই ইতিহাস নারীর ক্ষমতায়নের নীলনক্সা তৈরী করে তার মাঝেই রাষ্ট্রীয় ও আইনগত কাঠামোর ফ্রেমে তার পথের প্রতিবন্ধকতাগুলো দৃঢ়তর করে তাকে পিছনে হটানোর প্রহসনের ইতিহাস। পুরুষের এই স্বৈরাচার, এই পীড়ন ও বল প্রয়োগ রাষ্ট্রীয় নীতি বা আইন বহির্ভূত নয়-

"সততঃ আইন প্রণীত হয়েছে পুরুষ কর্তৃক, যেখানে সর্বদাই পুরুষ স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে আর বিচারকরা এই বিধি-বিধানকে বৈধ করেছে নীতির স্তরে এগুলোর উত্তরণ ঘটিয়ে-" (পলাঁ দ্যা লা বার)[৩২]

'পুরুষতন্ত্র' এবং 'লিঙ্গ বৈষম্যের ধারণা' পুরুষকে দান করেছে শ্রেষ্ঠত্ব, তাকে প্ররোচিত করেছে নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন পরিমন্ডলের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত ও লালন করতে। এই ভিন্ন পরিমন্ডলের ধারণার' উদ্ভব ঘটিয়েছে 'লিঙ্গ বৈষম্যভিত্তিক শ্রম-বিভাজন' অথবা উল্টোভাবে এই লিঙ্গ বৈষম্যের ধারনাই' হয়তোবা সৃষ্টি করেছে ভিন্ন পরিমন্ডলের আওতাধীন বৈষম্যমূলক শ্রম-বিভাজনের নীতিমালা। যেভাবেই দেখা হোক এই লিঙ্গ বৈষম্যমূলক শ্রম-বিভাজন হল নারীর ক্ষমতাচ্যুতির জন্য পুরুষের ছুঁড়ে দেয়া প্রথম অস্ত্র। এঙ্গেলস্ (১৮৮৪) যথার্থই বলেছেনঃ "মাতৃতন্ত্রের উচ্ছেদ নারী জাতির ঐতিহাসিক মহা পরাজয়"

মাতৃতন্ত্র হতে পিতৃতন্ত্রে উত্তরণের প্রথম ধাপটি হল নারীকে সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্র হতে বহিস্কৃত করে তাকে গৃহস্থালির কাজে আবদ্ধ করে ফেলা, যাকে এঙ্গেলস্ "ঘরোয়া ঝি" বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই "ঘরোয়া ঝি" রা ক্ষেত্র বিশেষে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হলেও তার ক্ষেত্র ও নীতিমালাগুলো ছিল বৈষম্যমূলকত, নিপীড়নমূলক। এই নিপীড়নমূলক।

Dhaka University Institutional Repository

এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে নারী আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত ঘটে ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ, যে দিনটি বর্তমানে সারা পৃথিবীতে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস" হিসাবে পালিত হয়। ঐ দিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের শ্রমিক নারীরা সমঅধিকারের দাবিতে প্রথম রাস্তায় নেমে আসে। এরই সূত্র ধরে নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলনের মুখে ১৯১৩ সনের ১২ই জুন নারীবাদী এমিলি ওয়াইল্ডিং ডেভিসন শহীদ হন।

নারী আন্দোলন ১৮৫৭ সনে শুরু হলেও এর পেছনে ক্রিয়াশীল যে চেতনা 'নারীবাদ', তার উদ্ভব ঘটে মূলতঃ ১৭৯২ সনে ম্যারি ওলষ্টেন ক্র্যাফটের রচিত গ্রন্থ "ভিন্ডিকেশন অব দ্যা রাইটস অব ওম্যান" প্রকাশের মধ্য দিয়ে। যাই হোক, এমিলির আত্মহুতির পথ ধরে ১৯২০ সনের ২৬ আগষ্ট "মার্কিন কংগ্রেসে নারী ভোটাধিকার (১৯তম) সংশোধনী বিল" পাশ হয়। ভারতীয় নারীরা ভোটাধিকার লাভ করে ১৯২১ সনে। এই ভোটাধিকার রাজনীতির ক্ষেত্রে নারীদের পদচারণার দ্বার খুলে দেয়। ১৯৬০ সন হতে নারীরা সরকার প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণেও সক্ষম হতে থাকে। চিরায়ত গন্ডির বাইরে যখন নারীর পদাচারণা শুরু হল তখনই উদ্ভব ঘটল "উন্নয়নে নারীর অংশ গ্রহণ" এর প্রত্যয়টি, যা Women is Development বা WID নামে পরিচিত। সময়ের দাবি ও কালের বিবর্তনে 'উন্নয়নে নারীর অংশ গ্রহণের' ধারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হতে থাকে, ৫টি পর্যায়ে এই ধারাকে বিন্যস্ত করা যায়, যেমনঃ

১. **কল্যাণমুখী অ্যাপ্রোচ (Welfare Approach) ঃ** ১৯৫০-৬০-এর দশকে উন্নয়নে নারীর অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রটি ছিল ভাল 'স্ত্রী' বা ভাল 'মা' রূপে নারীকে গড়ে তোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ, যে মা উৎকৃষ্ঠ নাগরিকের জন্ম দিয়ে সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। এ সময় পরিবার পরিকল্পনা, সেনিটেশন ইত্যাদি বিষয়ে নারীকে দক্ষ করে তোলার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

২. **সমতাভিত্তিক অ্যাপ্রোচ (Equity Approach) ঃ** ১৯৭৫-৮৫ সময়কাল অর্থাৎ জাতিসংঘ নারী দশকে এই প্রত্যয়টি জোরদার হয়। এরই প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন অধিবেশনে নারীর সমঅধিকারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপিত হতে থাকে এবং ১৯৭৯ সনের ১৮ই ডিসম্বের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ ও তার দক্ষতায়নের সনদ 'সিডও' (CEDAW)। CEDAW শব্দটির পূর্ণরূপ হচ্ছে 'Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women' অর্থাৎ "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সনদ"। ইতিমধ্যে ১২৫টি দেশ এই সনদ অনুমোদন করে স্বাক্ষর দান করেছে। বাংলাদেশ ১৯৮৪ সনের ৬ নভেম্বর এই সনদে স্বাক্ষর করে।

৩. **দক্ষতা বৃদ্ধি অ্যাপ্রোচ (Efficiency Approach) ঃ** ১৯৮০-৯০-এর দশকে অধিক গুরুত্ব অরোপ করা হয় নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির উপর, যাকে মূলতঃ নারীর উন্নয়ন বলা চলে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিক্ষা, চাকুরি, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীদের জন্য আলাদা কোটা ও বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

৪. **দারিদ্র বিমোচন অ্যাপ্রোচ (Anti-Poverty Approach) ঃ** এটিও ৮০-এর দশকে হতে শুরু হয়। এই কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে নারীদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ ও তাদের কর্মসংস্থানের যোগান দিয়ে জাতীয় দারিদ্র দূরীকরণ আন্দোলনে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করা।

৫. **ক্ষমতার অ্যাপ্রোচ (Empowerment Approach) ঃ** নব্বইয়ের দশক হতে এই অ্যাপ্রোচটি জোরদার হয়ে ওঠে। এই অ্যাপ্রোচের সার কথা হচ্ছে নারীকে কেবল অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলাই যথেষ্ট নয়, বরং জীবনের সকল পর্যায়ে তার নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন ঘটানো এবং নিজের জীবনকে অন্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখার শক্তি অর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টি করাও প্রয়োজন, যাকে এক কথায় বলা চলে

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতায়ন। নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি নব্বইয়ের দশক হতে নারী আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ভিয়েনা সম্মেলন (১৯৯৩), কায়রো সম্মেলন (১৯৯৪), বেইজিং চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন (১৯৯৫) এবং জাতিসংঘ নারী সম্মেলন (২০০০)-এ।

৩.২.৮ নারীর আইনগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ঃ

নারী ও আইন ঃ

আইনের চোখে সমতা একটি মৌলিক মানবাধিকার হলেও এখনো তা বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন বাস্তবতায় রূপ লাভ করেনি। সর্বত্রই এখনো নারীরা তাদের হীন অবস্থানের কারণে আইনগত অধিকার ভোগ করতে পারে না। আইনের ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করার জন্য তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত আইন সংস্কার, নতুন আইন প্রণয়ন, নারী নির্যাতন বিরোধী বিশেষ বিধান ইত্যাদি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ন্যূনতম কাঙ্খিত মাত্রায় অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অনেক দেশে আইন সংস্কার হলেও তার বাস্তবায়ন সুদূর পরাহত রয়ে গেছে। এমনকি কোন কোন দেশে জেন্ডার সমতা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত হলেও (যেমন বাংলাদেশে) এক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণের বাস্তব পদক্ষেপ না গ্রহণ করার দরুণ তা কাগুজে ঘোষণায় পর্যবেশিত হয়েছে। প্রচলিত আইনগত রীতিনীতি এবং আইনী ব্যবস্থা বিভিন্নভাবে নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে থাকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ[৩৩]

তথাকথিত জেন্ডার নিরপেক্ষ আইন ঃ

অনেক দেশের আইন কাগজপত্রে জেন্ডার নিরপেক্ষ হলেও কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে থাকে। যেমন ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ঘোষিত হলেও নারীরা ঋণ বিশেষত বৃহৎ ঋণ লাভের সুযোগ পায় না। এ ক্ষেত্রে জমি বা অন্য কোন সম্পদ বন্ধক হিসেবে দেখানোর শর্ত আরোপ করা হয়, অথচ অধিকাংশ নারী কি না সম্পদহীন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক আইনে জেন্ডার পক্ষপাতদুষ্টতা ঃ

বিবিবদ্ধ আইন এবং সামাজিক আইন Customary Law) উভয়ই আইনের মাধ্যমে জেন্ডার পক্ষপাতিত্ব (Gender bias) প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারে যা নারীর প্রতি বৈষম্য সূচিত করে। যেমন কেনিয়া, সোয়াজিল্যান্ড, জিম্বাবুয়ের জমি মালিকানা আইনে নারীর জমি লাভের কোন অধিকার নেই। আবার সুইজারল্যান্ডে বিবাহিতা নারীরা তাদের নিজস্ব আয়জনিত আয়কর ফরম পূরণ করতে পারে না, এটি অবশ্য তাদের স্বামীরা তাদের পক্ষ থেকে পূরণ করে।

আইনের উচ্চ ও নিম্নপর্যায়ের মধ্যে অসঙ্গতি ঃ

উচ্চ পর্যায়ের আইন ও নিম্ন পর্যায়ের আইনের বিষয়বস্তুতে সামঞ্জস্যহীনতা জেন্ডার পক্ষপাতদুষ্টতার দিকে ঠেলে দেয়। যেমন জায়ারে লিঙ্গীয় ভিত্তিতে বৈষম্য সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ হলেও পারিবারিক আইনে কিন্তু একজন স্ত্রীকে তার সকল আইনী কর্মকান্ডের জন্য স্বামীর স্বাক্ষর নিতে হবে।

আইনী কাঠামো বর্হিভূত সামাজিক প্রথা ঃ

আইনী কাঠামোর বাইরে কতগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় সামাজিক প্রক্রিয়া বা সনদ এমন আইনগত অধিকার বা শক্তি অর্জন করে যা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠিত আইনকেও বাতিল বা অকার্যকর করে তোলে। যেমন বাংলাদেশের আইনে ছেলে মেয়ের বিয়ের ন্যূনতম বয়স যথাক্রমে ১৮ ও ২১ বৎসর হলেও দেশের প্রচলিত লোকাচার অনুযায়ী অধিকাংশ মেয়ের বিয়ে হয় গড়ে ১৫ বছর বয়সে। অনুরূপভাবে সোয়াজিল্যান্ডে ছেলে-মেয়ে উভয়ই ২১ বছর বয়সে আইনের চোখে সাবালক হলেও কোন মেয়ের পাসপোর্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সেই মেয়ের যে কোন একজন পুরুষ আত্মীয়ের লিখিত অনুমতি দাবি করে।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য ঃ

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠিত আইন বিভিন্ন দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় বিধান দ্বারা কোণঠাসা হয়ে নারীর প্রতি বৈষম্য আরোপ করে থাকে। যেমন অধিকাংশ মুসলিম প্রধান দেশে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত নারীর পূর্ণ মানবাধিকার মুসলিম শরীয়া আইনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী নারীর বিবাহ, তালাক, প্রজনন, অভিভাবকত্ব ইত্যাদির অধিকার হরণ করা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আইনের বাস্তব প্রয়োগত পদক্ষেপ সংযুক্তির ব্যর্থতা ঃ

নারীর প্রতি বৈষম্য নিষিদ্ধকারী আইন বাস্তব প্রয়োগগত পদক্ষেপ সংযুক্ত করতে ব্যর্থ হলে তা আবার নারীর প্রতি বৈষম্যকে মদদ দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ জাপানে সমান কর্মসংস্থান সুযোগ আইনের অধীনে নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নর-নারীর সমতার নীতি নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই আইন ভঙ্গ করা হলে কি শাস্তি প্রদান করা হবে তা আইনে অন্তর্ভূক্ত হয় নি। আইন মেনে চলার সদিচ্ছার বিষয়টি এখানে সম্পূর্ণ নিয়োগকর্তার মর্জির ওপর নির্ভর করে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.৯ নারী রাজনৈতিক আচরণের নমুনা ঃ

রেখ চিত্র ঃ ৩.১
নারী রাজনৈতিক আচরণের নমুনাসমূহ[৩৪]

নারী-পুরুষ ভূমিকা আদর্শ ও জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপ্তি	নারীর নমুনা / ধরণ	পুরষ্কার	শাস্তি / নিগ্রহ	রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য নাগরিক দায়িত্ব-কর্তব্য
১। নিষ্ক্রিয় / সামান্য বা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ		সরাসরি অপ্রযোজ্য	সরাসরি অপ্রযোজ্য	রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার কোনও অনুভূতি নেই; প্রায় সকল রাজনৈতিক আচরণ পুরুষ মধ্যস্থ-নির্ভর; প্রায় সকলেই ভোট প্রদান করে, তবে পুরুষের নির্দেশ মোতাবেক।
২। নিষ্ক্রিয় / ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ		ঐ	ঐ	শাসকগোষ্ঠী সমর্থিত কার্য ক্ষমতা, রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় পরিবার সম্ভবত মধ্যস্থ-বিত্তিক কার্যক্ষমতা।
৩। মোটামুটি সক্রিয়তাবাদী / সামান্য বা কিছু নিয়ন্ত্রণ		শাসক-সমর্থিত বা মধ্যস্থ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্ষমতা; নাগরিকতা-রোধে স্বতঃক্রিয়।	বিচ্ছিন্নতা / প্রত্যাহার বা অস্থিতাবস্থামূলক কাজে কখনও কখনও সমর্থক	শাসক-সমর্থিত বা মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা
৪। মোটামুটি সক্রিয় / ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ		মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা ও জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ তবে ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতা ও স্থানীয় অংশ গ্রহণ।	মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা ও বিপ্লবী হিসেবে অংশ গ্রহণ	শাসকগোষ্ঠী সমর্থিত মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা।

Dhaka University Institutional Repository

৫। প্রবল সক্রিয় / সামান্য বা কিছুটা নিয়ন্ত্রণ	সাধারণত মধ্যস্থভিত্তিক, তবে পছন্দমাফিক নয়	বিপ্লবী, তবে সন্ত্রাসবাদী বিক্ষোভকারী বা দলীয় সহযোদ্ধা হিসেবে	শাসক গোষ্ঠী সমর্থিত বা মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা।
৬। প্রবল সক্রিয় ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ	ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অংশ গ্রহণ ও সকল স্ত রে, বিশেষত জাতীয় স্তরে কার্যক্ষমতার প্রবল অনুভূতি।	বিপ্লবী অভিজাত দলভূক্ত; তাত্ত্বিক, সংগঠন, কৌশলী।	মধ্যস্থভিত্তিক কার্যক্ষমতা; তবে প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অংশীদারী ও কার্যক্ষমতা।

৩.২.১০ ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

সাম্প্রতিককালে উন্নয়নশীল বিশ্বে নারীদের ক্ষমতায়নে সংশ্লিষ্ট তৃণমূল সংগঠন নারীবাদী লেখক ও কর্মীগণ সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। নারীবাদী লেখক, নারী সংগঠনসমূহ লিঙ্গীয় সম্পর্কের পরিবর্তন অর্থাৎ লৈঙ্গিক বৈষম্য বিলোপ সাধনকে নারী ক্ষমতায়নের উপায় বলে চিহ্নিত করেছেন। তৃণমূল সংগঠনসমূহ সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায় অর্থে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রত্যয়টি ব্যবহার করে। Marty Chen ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তিনি স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা ও স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ, স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাবি আদায় এবং উচ্চ মজুরি বা ইতিবাচক শর্তযুক্ত কাজের জন্য দাবি জানানোর সামর্থ্যকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য গবেষক রাজনৈতিক ক্ষমতায়নকে দেখেছেন সচেতনতা ও আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে। সচেতনতা নারীদের স্বাধীন ও স্বনির্ভর হতে সহায়তা করে; অপরদিকে আন্দোলনই নারীদের ক্ষমতা চর্চার নির্দেশক।[৩৫]

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কেবলমাত্র ভোট প্রদানের মাধ্যমে হয় না। এর জন্য প্রয়োজন ক্ষমতা কাঠামোয় প্রতিনিধিত্ব লাভ, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণের সামর্থ্য ও নিজেদের

Dhaka University Institutional Repository

শক্তি বৃদ্ধি। কিন্তু চলমান লিঙ্গীয় বৈষম্যমূলক সমাজে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সম্ভব কিনা তাই এ প্রবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

৩.২.১১ নারীর রাজনৈতিক অধিকাবের প্রক্রিয়া ঃ

➲ গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রশ্ন, নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন। জনসংখ্যার অনুপাতে রাজনীতিতে নারীর প্রতিনিধিত্বের দাবী অনস্বীকার্য।

➲ যুক্তি নারী পুরুষের স্বার্থের ভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। নারীরা তাদের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন সর্ম্পকে সম্যকভাবে ওয়াকেবহাল। কিন্তু যদি রাজনীতিতে যথার্থ প্রতিনিধিত্ব না থাকে তাহলে তারা তাদের স্বার্থ উপস্থাপন ও সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

➲ নারীর দুর্বল উপস্থিতি রাজনীতির অঙ্গনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও গণতান্ত্রিক বৈধতা সর্ম্পকে প্রশ্ন তোলে। কেননা, রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় অপ্রতুল উপস্থিতি ও সীমিত অংশগ্রহণের কারণে নারীসমাজ ও রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্যে রয়ে যায় এক বিরাট ব্যবধান।

➲ অধিক সংখ্যায় রাজনীতিতে নারীর প্রবেশ রাজনীতির মূল ফোকাসে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ও বিস্তৃতি ঘটাবে। কেননা নারীর জীবনও সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত, যে সমস্ত সমস্যা নেহায়েত ব্যক্তিগত বলে চিহ্নিত এবং যথার্থ রাজনীতির আওতা বহির্ভূত বলে বিবেচিত, সেগুলিও রাজনীতির প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

সবশেষে দেশের মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনেও রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর সবল উপস্থিতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য আবশ্যক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
জনগণের সার্বিক কল্যাণ রাজনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনা কৌশলের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্পৃক্ত। জনগণ অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ উভয়েই রাষ্ট্রপরিচালনা-কৌশলের সমান অংশীদার। তেমনি প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়েই রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন, রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল বিষয় এবং

Dhaka University Institutional Repository

কলাকৌশল নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাই নারী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পরিবার, সমাজে, রাষ্ট্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সম অংশগ্রহণ একটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমতা আবার নারীর ক্ষমতায়নের জন্য অপরিহার্য।

নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, উদ্যোগ এবং আন্তরিক ইচ্ছার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচানায় এবং রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে নারীর উচ্চ কণ্ঠ এবং নারীর দৃষ্টি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রশাসনের উচ্চ স্তরে সংযোজন হওয়া প্রয়োজন।

সর্বোপরি নারীর ক্ষমতায়নই নারীর উন্নয়নের ভিত্তি। "দেশের অর্ধেক মানবসম্পদ এবং নাগরিক হিসেবে নারী দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে যদি দূরে থাকে তবে কাঙ্খিত উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়।" গণতন্ত্র ও উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন সর্বস্তরে বিশেষতঃ রাজনৈতি ক্ষমতায়ন নারী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। কেননা নারীর সমস্যা সংশ্লিষ্ট বিষয় নীতি নির্ধারনে নারী ইস্যু ইত্যাদি বিষয়গুলো নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সংযোজিত হবে। নতুবা যতই কাগজেকলমে করনীয় উদ্ভাবন হোকনা কেন তার সত্যিকার বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগ ও আন্তরিকতাসহ গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন সম্ভব হবে না যদি সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে নারী সত্যিকার অর্থে ক্ষমতায়িত না হয়। অর্থাৎ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী ইস্যুকে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্ব দিতে সক্ষম হবে যা সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৩.২.১২ নারীর রাজনৈতিক কার্যক্ষমতা ঃ

"রাজনৈতিক সক্ষমতা" পরিভাষাটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন। দূর্ভাগ্যবশত অনেক ক্ষেত্রেই এর অর্থ পরিষ্কার নয়। রাজনৈতিক সক্ষমতা কথাটির তিনটি সাধারণ প্রয়োগ রয়েছে। আর এর ত্রিবিধ প্রয়োগেই 'অংশীদারত্বের' 'অবস্থার' ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। রাজনৈতিক সক্ষমতার সংজ্ঞাগুলি এরকম ঃ (১) গণতান্ত্রিক সমাজের একটি নিয়মাচার হচ্ছে যে, নাগরিকদের শাসন ব্যবস্থায় অংশীদার হওয়া উচিত ও তাঁদের এই অনুভূতি থাকা উচিত যে, কর্তৃপক্ষ তাদের এই অংশ গ্রহণের প্রশ্নে সাড়া দেবেন / সংবেদনশীল হবেন; (২) কতকগুলি প্রাক-প্রত্যয় বা বিশ্বাস। এসব প্রত্যয় বা বিম্বাসের অন্তর্গতঃ এই বিশ্বাস যে, ব্যক্তির আচরণের প্রতি রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় অন্য ব্যক্তি সাড়া দেবেন, সংবেদনশীল হবেন এবং (৩) বাস্তব আচরণ যা ব্যক্তিগত কার্যক্ষমতা প্রদর্শন (নাগরিক কেবল কার্যক্ষমতাকে উপলব্ধিই করে না বরং বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যদক্ষতা প্রদর্শনও করে। এছাড়া রেখচিত্র ৩.২ অনুযায়ী, প্রতীয়মান হয় যে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রেষণার ভিত্তিতে ব্যক্তিরা নানাধরণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ঃ ৩.২

রাজনৈতিক কার্যক্ষমতার বিকাশ

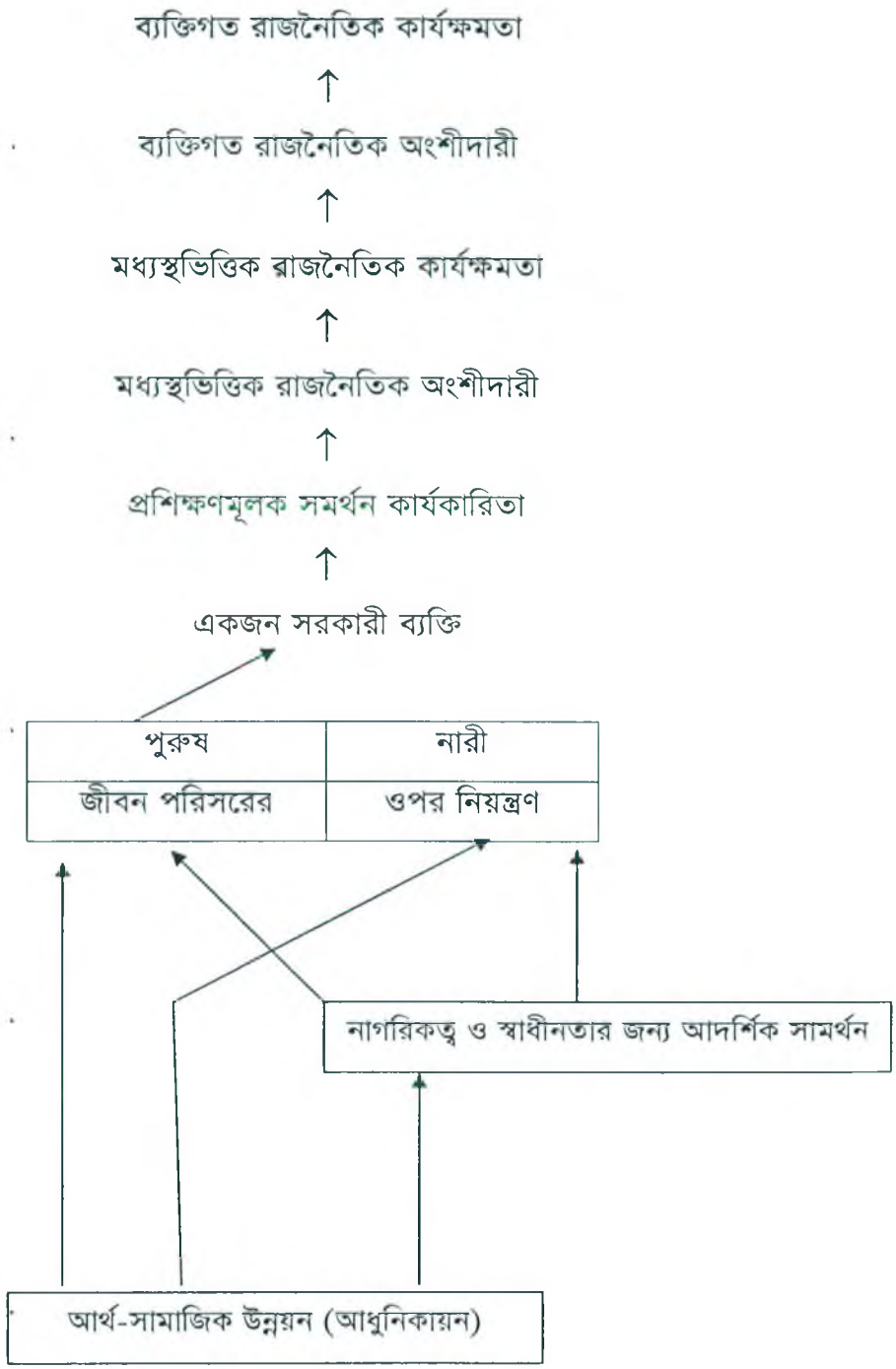

Dhaka University Institutional Repository

আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণের চাহিদা ও বাস্তবে ঐ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করার যোগ্যতা অর্জনের মাঝে এক জটিল মিথষ্ক্রিয়া অস্তিত্বশীল। স্বীয় জীবন পরিসরের ওপর আত্মনিয়ন্ত্রণের একটি মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা নিঃসন্দেহে সকল মানুষেরই আছে। তবে বিশেষ করে শৈশবের গোড়ার দিকে ঐ চাহিদা অবদমিত থাকতে পারে কিংবা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা ভিন্নমুখী হতে পারে। এ চাহিদার কখনও পরিপূর্ণ নিবৃত্তি সম্ভব না হলেও যথোপযুক্ত যোগ্যতা অর্জনমূলক প্রশিক্ষণ ও চাহিদা পূরণের সুযোগ-সুবিধা না পাওয়া গেলে চাহিদার পরিপূর্ণ পূরণ বিঘ্নিত হতে পারে। পরিশেষে, রেনশনের মতানুযায়ী, সেই নারী বা পুরুষ রাজনৈতিক পর্যায়ে কার্যক্ষম হন যিনি এই আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান যে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের ওপর তার যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আছে, আছে জীবন পরিসরের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে ক্ষেত্র হিসেবে রাজনীতিকে ব্যবহার করার যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতা। চাহিদা এক প্রেরণাদায়ক শক্তি। তবে ব্যক্তিকে বরাবর চাহিদা দ্বারা জোরদারভাবে অনুপ্রেরিত থাকতে হলে যোগ্যতার চর্চা ও সময়ান্তরে ঐ চাহিদার পূরণ (প্রেরণাবৃদ্ধি) একান্ত জরুরী।[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা ঃ

১। Jahan Rounaq; *Women and Development in Bangladesh : Challenges and Opportunities* (Ford Foundation, Dhaka; March 1989)

২। Callins Randall; *Sociology of Marriage and Family* (1985)

৩। Stinmetz Sussman; *Handbook of Marriage and the Family* (1988)

৪। Willson Adrian; *Family* New Delhi 1995

৫। Scanzoni Dawson Letha & Scanzoni Jahn; *"Men, Women and Change"* (Mc Graw-Hill, Inc 1998)

৬। খালেদা সালাহুদ্দীন, রওশন জাহান, মাহমুদা ইসলাম *"Women and Poverty"* (Women For women; Dhaka 1997)

৭। আখতার রাশেদা, উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজি ঃ গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঃ একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা *(ক্ষমতায়ন* ১৯৯৬, সংখ্যা-১)।

৮। আবুল হোসাইন আহমেদ ভূইয়া; নারী ও সমাজ ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত *(ক্ষমতায়ন* ১৯৯৬, সংখ্যা-১)।

৯। শওকত আরা হোসেন; নারী ঃ রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন *(ক্ষমতায়ন* ১৯৯৮, সংখ্যা-২)।

১০। Nelson S. Barbara & Chowdhury Najma; *Women and politics worldwide* (Yale University Press, 1995).

১১। Roser O.N. Caroline; *Gender Planning in the Third World; Meeting Practical and Strategic Needs in Repecca Grant and Kath Leen New Land (ed) Gender and International Pelations,* (Open University Press, 1991).

Dhaka University Institutional Repository

১২। Garrett Stephen; *"Gender"* (New York 1992).

১৩। Philips Anne; *Engendering Democracy* (Cambridge University Press, New York 1994).

১৪। Mendus Susan; Losing the Faith: Femmnesh and Democracy in Dunn John (ed) *"Democracy: The Unfinished Journey*; 508 BC TO AD 1993, Oxford University Press; New York 1994)

১৫। Pateman Carole; *The Disorder of Women* (Cambridge University Press, Cambridge 1989)

১৬। White C. Sarah; *Arguing with the Crocodile: Gender and Class in Bangladesh* (Zed Books Limited, London 1992)

১৭। Khali Shonti Chandra; *"Women and Empowerment" (India Journal of Public Administration;* July-Sept Vol-XLIII, No-3)

১৮। আবেদা সুলতানা; ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান, *(ক্ষমতায়ন, ২০০০, সংখ্যা-৩)*।

১৯। Halder Romela, Akter Rasada; The Rob of NGO and Women's Perception of Empowerment: An Anthropological Study in a Village. *(Empowerment 1999, Vol. 6)*.

২০। Chowdhury Najma; *Bangladesh: Gender and Politics in a Potriarchy in Nelson S. Barbara & Chowdhury Najma (eds.) Women and Politics Worldwide; New Haven & London;* Yale University Press, 1994.

২১। Mason; *Karen Oppenheim 1985: The Impact of Women's Position on Fertility in Developing Countries* (University of Michigar, U.S.A (1985).

Dhaka University Institutional Repository

২২। Myrdal Gunnar 1970, Asian Drama, *An Enquiry into the Poverty of National* Abridged by Seth S. King or The Twenteeth century Fund Study 1970).

২৩। Sen Amartya; *Population Policy: Authoritarianism Versus Cooperation*, (New Delhi, India 1995)

২৪। আবেদা সুলতানা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি ঃ একটি বিশ্লেষণ *(ক্ষমতায়ন সংখ্যা-২ ১৯৯৮, উইমেন যার উইমেন পৃ-৫০)*।

২৫। মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন ঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, গুহ ঠাকুরতা ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৯৭, পৃ-১৮০।

২৬। Mondol S. R. Status of Himalaayan Women, Empowerment, Vol. 6, PP-40-56.

২৭। Khaanum SM. Gateway to hell: the impact of migration RMP on the women's teritory, position and power in England, Empowerment Vol. 6, PP. 87-90.

২৮। Yash Tendon, Poverty, Processes of Impover ishment and empowerment: a review of current thinking and action, in empowernment: towards sustainable development, London 1995 Zed Books Limited P. 31.

২৯। শাহীন রহমান, জেন্ডার পরিভাষা শব্দকোষ, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম সংখ্যা, ১৯৯৭ পৃ. ৯০-৯১।

৩০। Verma, M.M. Human Resources Development Stategic Approaches and Experiences, Japan: Arrant Publishers, 1989.

৩১। নিউইয়র্কের সেনেকা ফলস ও প্রথম নারী অধিকার সম্মেলনে ঘোষিত প্রস্তাবে উচ্চারিত এলিজাবেথ কেডি ষ্টানটন এর উক্তি।

40554

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

৩২। সুলতানা মোস্তফা আনম, নারী-ধারিত্রীর আদলে, লোকপত্র সংখ্যা-৯ম, ২০০০ পৃ. ১২-১৮।

৩৩। শাহীন রহমান, জেন্ডার প্রসঙ্গ, ডিসেম্বর ১৯৯৮ স্টেপস টুয়াউস ডেভেলপমেন্ট ঢাকা পৃ. ৪৫-৪৬।

৩৪। রিটা মে কেলি ও মেরী বুটিলিয়ার, "রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯১ পৃ. ৬৪-৬৫।

৩৫। প্রাগুক্ত মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম- পৃষ্টা ৬২।

৩৬। প্রাগুক্ত রিটা কেলি ও মেরী বুটি লিয়ার পৃ. ৪৯-৫১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১-৯৬ ও কার্যক্রম

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১-৯৬ ও কার্যক্রম

ভূমিকা ঃ

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ একটি নির্বাচিত বৈধ সরকারকে সরিয়ে অবৈধভাবে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। এরশাদের ৮ বছর ৮ মাস শাসনামলে একটি গণভোট, একটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও ২ বার সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাঁর সময়ের কোন নির্বাচনই অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই ১৯৮৮ সালে নির্বাচনের পর প্রধান বিরোধী দলগুলো এরশাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালের শেষের দিকে এ আন্দোলন তীব্রতর হয়। বিভিন্ন পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবী সংগঠনও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ব্যাপকভাবে যোগদান করে। বিরোধী দলগুলোর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আপামর জনগণের সমর্থনও প্রবল গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতাসীন জেনারেল এরশাদ ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর তৎকালীন বিরোধী দল ও জোটসমূহের প্রস্তাবিত 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক' সরকারের জন্য ঘোষিত রূপরেখা গ্রহণ করার ঘোষণা দেন। ৬ ডিসেম্বর বিরোধী রাজনীতিকদের নির্দেশিত (তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের পদত্যাগ, তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদকে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ দান এবং অতঃপর জেনারেল এরশাদ নিজে পদত্যাগ করে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের সুযোদ দান) জেনারেল এরশাদ নিজে পদত্যাগ করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করেন।[১] গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদ সরকারের পতনের পর তিনজোট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হিসেবে মনোনীত করেন। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ফলে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ হন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান। সাহাবুদ্দীন আহমেদ এর

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধানে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই ছিল সম্পূর্ণ অবাধ ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচন।[২] আলোচ্য অধ্যায়ে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা পুনঃপ্রবর্তন কার্যক্রম ও নারী সাংসদ ও ভোটারদের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে।

৪.১ সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১ ঃ

সংবিধান অনুযায়ী ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংসদের ৩০০ টি আসনে ২৭৮৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে এটাই ছিল সর্বোচ্চ প্রার্থী সংখ্যা। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী দলের সংখ্যাও ছিল সর্বোচ্চ। মোট ৯০ টি রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের নিকট থেকে নির্বাচনী প্রতীক গ্রহণ করলেও ৭৬টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে।[৩]

৪.১.১ গঠন ঃ

৫ম জাতীয় সংসদ গঠিত হয় ৩০০ জন সাধারণ সদস্য এবং ৩০ জন সংরক্ষিত মহিলাসহ মোট ৩৩০ জন সদস্য নিয়ে। টেবিল ৪.১ অনুযায়ী একনজরে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাথমিক চিত্র দেখানো হলো-

টেবিল-৪.১ ঃ নির্বাচন-১৯৯১

ক. মনোনয়ন পত্র দাখিল	১৩ ই জানুয়ারি ১৯৯১
খ. মনোনয়ন পত্র বাছাই	১৪ই জানুয়ারি ১৯৯১
গ. মনোনয়ন পত্র ফেরত	২১শে জানুয়ারি ১৯৯১
ঘ. নির্বাচন তারিখ	২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯১
ঙ. মোট ব্যয়	২৫ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা
চ. প্রধান নির্বাচন কমিশনার	বিচারপতি মোঃ আব্দুর রউফ
ছ. প্রার্থী জামানত	৫,০০০ টাকা

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবলায়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৪.১ এ প্রতীয়মান হয় যে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হয় ১৩ জানুয়ারী ১৯৯১, বাছাই করা হয় ১৪ জানুয়ারী ১৯৯১ এবং নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১। এখানে লক্ষণীয় যে, প্রার্থী জামানত নির্ধারণ করা হয় ৫,০০০ টাকা এবং নির্বাচনে মোট ব্যয় হয় ২৫ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা, তাছাড়া টেবিল ৪.২ এ দেখা যায় ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ৩,৮৫৫ জন যা পূর্বের যে কোন নির্বাচনের চেয়ে সর্বোচ্চ।

টেবিল-৪.২ ঃ মনোনয়ন পত্র বিষয়ক

ক. মোট আবেদনকারী	৩,৮৫৫ জন
খ. মোট আবেদন বাতিল	৫৬ টি
গ. মোট আবেদন ফেরত	১,০৪৩ টি
ঘ. বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত	নাই
ঙ. অংশ গ্রহণকারী দল	৭৬

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবলায়, ঢাকা।

উল্লেখ্য যে, ৯০টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী প্রতীক গ্রহণ করলেও ৭৬টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তবে কোন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয় নাই।

টেবিল-৪.৩ ঃ ভোট বিষয়ক তথ্য

ক. মোটা ভোটার	৬,২০,৮১,৭৯৩ জন
পুরুষ ভোট	৩,৩০,৪০,৭৫৭ জন
মহিলা ভোট	২,৯০,৪১,০৩৬ জন
খ. মোট দেয় ভোট	৩,৪৪,৭৭,৮০৩ জন (৫৫.৪৫%)
গ. মোট বৈধ ভোট	৩,৪১,০৩,৭৭৭ (৫৪.৯৩%)
ঘ. পোলিং সেন্টার	২৪,১৫৪

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবলায়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৪.৩ এ দেখা যায় ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার ৬,২০,৮১,৭৯৩ জন। পুরুষ ভোটার ৩,৩০,৪০,৭৫৭ জন এবং মহিলা ভোটার ছিল ২,৯০,৪১,০৩৬ জন। লক্ষণীয় যে নির্বাচনে কাস্টিং ভোট ছিল ৫৫.৪৫% এর মধ্যে বৈধ ভোট ছিল ৫৪.৯৩%। উল্লেখ্য যে নির্বাচনের পর খুব কম সময়ের মধ্যেই সংসদ অধিবেশন আরম্ভ হয় [৫ এপ্রিল ১৯৯১)। যা সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মাইলফলক।

৪.১.২ মহিলা ভোটার ও প্রতিনিধি ঃ

৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটারের বিভাজনের ক্ষেত্রে দেখা যায়-৪৭% মহিলা ভোটার আর ৫৩% পুরুষ ভোটার। কিন্তু মহিলা প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে ১০.৬%।

রেখচিত্র-৪.১ ঃ মহিলা ও পুরুষ ভোটার

উল্লেখ্য যে, এই নির্বাচনে মোট নারী প্রার্থীর হার ছিল ১.৫%। ৩০০ সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৫ জন যা অত্যন্ত হতাশাজনক।

টেবিল-৪.৪ ঃ দল হিসাবে প্রার্থী

ক্রমিক	রাজনৈতিক দল	মোট প্রার্থী	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ	প্রতীক
১.	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩০০	১৪০	১,০৫,০৭,৫৪৯	৩০.৮১	ধানের শীষ
২.	জাতীয় পার্টি	২৭২	৩৫	৪০,৬৩,৫৩৭	১১.৯২	লাঙ্গল

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	রাজনৈতিক দল	মোট প্রার্থী	প্রাপ্ত আসন	প্রাপ্ত ভোট	শতাংশ	প্রতীক
৩.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬৪	৮৮	১,০২,৫৯,৮৬৬	৩০.০৮	নৌকা
৪.	জাকের পার্টি (জেডপি)	২৫১	০	৪,১৭,৭৩৭	১.২২	গোলাপফুল
৫.	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২২২	১৮	৪১,৩৬,৬৬১	১২.১৩	দাড়িপাল্লা
৬.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	১৬১	০	২,৬৯,৪৫১	০.৭৯	পদ্মফুল
৭.	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৬৮	৫	৬,১৬,০১৪	১.৮১	কাস্তে
৮.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)	৬৮	০	১,৭১,০১১	০.৫০	মশাল
৯.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-সিরাজ)	৩১	১	৮৪,২৭৬	০.২৫	হাতপাখা
১০.	ফ্রিডম পার্টি	৬৫	০	৯০,৭৮১	০.২৭	কুড়াল
১১.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৬২	০	৩২,৬৯৩	০.১০	হারিকেন
১২.	ইসলামী ঐক্য জোট	৫৯	১	২,৬৯,৪৩৪	০.৭৯	মিনার
১৩.	বাংলাদেশ জনতা দল	৫০	০	১,২০,৭২৯	০.৩৫	জাহাজ
১৪.	বাংলাদেশ কম্যুনিষ্ট পার্টি (সিপিবি)	৪৯	৫	৪,০৭,৫১৫	১.১৯	তারা
১৫.	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪৩	০	৯৩,০৪৯	০.২৭	বটগাছ
১৬.	ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	১	৬৩,৪৩৪	০.১৯	হাতুড়ী
১৭.	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এনডিপি)	২০	১	১,২১,৯১৮	০.৩৬	বাঘ
১৮.	গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	১	১,৫২,৫৯২	০.৪৫	কবুতর
১৯.	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মো)	৩১	১	২,৫৯,৯৭৮	০.৭৬	কুড়েঘর
২০.	অন্যান্য দল	৪২৯	৩		৪.৭৮	
২১.	স্বতন্ত্র	৪২৪	০		৪.৩৯	
	মোট	২,৭৮৭	৩০০			

উৎস ঃ নির্বাচন কমিশন সচিবলায়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৪.৪ এ স্বতন্ত্র সহ ২১টি রাজনেতিক দলের মোট-প্রার্থী, প্রাপ্ত ভোট ও প্রাপ্ত আসন দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৯০টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে কমিশনের নিকট থেকে নির্বাচনী প্রতীক গ্রহণ করলেও ৭৬টি দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই টেবিলের বাইরে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোট কম থাকায় তা দেখানো হয়নি। দল হিসেবে প্রার্থীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ৩০০ আসনে মনোনয়ন দিয়ে ১৪০ টি আসন লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে সরকার গঠন করে। অন্য কোন দল মোট আসনের বিপরীতে মোট প্রার্থী মনোনয়ন দেয়নি।

৪.১.৩ দ্বাদশ সংশোধনী আইনে জাতীয় সংসদ ঃ

দ্বাদশ সংশোধনী আইনে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। গণ আন্দোলনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক জোটের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল সার্বভৌম সংসদ এবং জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা। সংসদীয় সরকার প্রবর্তিত হবার ফলে সংসদের ভাবমূর্তি হয়েছে অত্যন্ত উজ্জ্বল, এর ক্ষমতা এবং প্রভাবের ক্ষেত্রেও সংযোজিত হয়েছে নতুন মাত্রা। সংসদই সব কর্তৃত্বের উৎস। আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রেও সংযোজিত হয়েছে নতুন মাত্রা। আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে সংসদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় স্বার্থের অভিভাবক সংসদ। বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান এবং কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্তৃত্ব অপপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সংসদ অতন্দ্র প্রহরী। সংসদের অধিবেশন, আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন, নির্বাহী বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ, অর্থ সংক্রান্ত, নির্বাচন সংক্রান্ত, বিচার, যুদ্ধ, জননিরাপত্তা, সামরিক বাহিনী, বেসামরিক চাকরি, অধ্যাদেশ, জরুরি বিধান, রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নির্ধারণ। প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।[৪]

৪.১.৪ সংসদীয় সরকারের কার্যক্রম (১৯৯১-৯৫) ঃ

স্থায়িত্ব ও কার্যক্রমের ব্যাপকতায় এবং সরকারি ও বিরোধী দলের সংখ্যাগত অবস্থানের নৈকট্যে পঞ্চম জাতীয় সংসদ অতীতের সংসদগুলোকে অতিক্রম করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির কাছে আশু ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে বলে সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলে মনে করবেন, সেরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন এবং জারি হওয়ার সময় হতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। পঞ্চম পার্লামেন্টে সর্বমোট ২২টি অধিবেশনে ২৭৮ টি বিলের নোটিশ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সংসদে উত্থাপিত ১৮৪ টি বিলের মধ্যে ১৭৩ টি গৃহীত হয় এবং গৃহীত ১৭৩ টি বিলের মধ্যে ১০২ টি মৌলিক, ৭১ টি অধ্যাদেশ। অধ্যাদেশগুলো ইতোপূর্বে আইন হিসেবে বলবৎ হয় এবং যা পরবর্তীতে শুধুমাত্র অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য সংসদে উত্থাপিত হয়। রাষ্ট্রপতি যেসব বিষয়ে অধ্যাদেশ জারি করেন, সেগুলো হল, The President's (Remuneration and Privileges Amendment) ordinance, 1991, the Prime Minister's (Remuneration and privileges) (Amendment) ordinance, 1991, The speaker and Deputy speaker's (Remuneration and Privileges Amendment) ordinance, 1991, The Minister's of state and Deputy ministers (Remuneration and Privileges) Amendment) ordinance, 1991, The Supreme Court Judges (Remuneration and privileges Amendment) ordinance, 1991 ইত্যাদি। পার্লামেন্টের অধিবেশন বসার অল্পদিন পূর্বেও সরকার যে বিষয়ে অধ্যাদেশ জারি করেন, সেটি হ'ল, The Supreme Court Judges (Leave and pension and privileges Amendment) Ordinance, 1993.[৫]

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-৪.৫ ঃ পঞ্চম পার্লামেন্টে উত্থাপিত ও গৃহীত সাধারণ বিলের অধিবেশন ওয়ারী সংখ্যা[৬]

অধিবেশন	বিলের নোটিশের সংখ্যা	স্পীকার কর্তৃক গৃহীত বিল		সংসদে উত্থাপিত বিল		সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল	
প্রথম অধিবেশন	৪৩	২৩	৫৩.৪৯	২৩	৫৩.৪৯	১৮	৪১.৮৬
দ্বিতীয় অধিবেশন	১১	১১	১০০.০০	১১	১০০.০০	১০	৯০.৯১
তৃতীয় অধিবেশন	১২	১১	৯১.৬৭	১১	৯১.৬৭	৪	৩৩.৩৩
চতুর্থ অধিবেশন	২২	১৩	৫৯.০৯	১৩	৫৯.০৯	১৮	৮১.৮২
পঞ্চম অধিবেশন	৪	১	২৫.০০	১	২৫.০০	০০	০.০০
ষষ্ঠ অধিবেশন	২৯	২৬	৮৯.৬৬	২৬	৮৯.৬৬	১৮	৬২.০৭
সপ্তম	১৫	১৪	৯৩.৩৩	১৪	৯৩.৩৩	১৮	১২০.০০
অষ্টম অধিবেশন	১০	১০	১০০.০০	১০	১০০.০০	১২	১২০.০০
নবম অধিবেশন	২৪	৪	১৬.৬৭	৪	১৬.৬৭	০০	০.০০
দশম অধিবেশন	৯	৯	১০০.০০	৯	১০০.০০	৯	১০০.০০
একাদশ অধিবেশন	১৩	৪	৩০.৭৭	৪	৩০.৭৭	৬	৪৬.১৫
দ্বাদশ অধিবেশন	৯	৫	৫৫.৫৬	৫	৫৫.৫৬	৭	৭৭.৭৮
ত্রয়োদশ অধিবেশন	১০	৬	৬০.০০	৬	৬০.০০	২	২০.০০
চতুর্দশ অধিবেশন	৪	২	৫০.০০	২	৫০.০০	৬	১৫০.০০

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশন	বিলের নোটিশের সংখ্যা	স্পীকার কর্তৃক গৃহীত বিল		সংসদে উত্থাপিত বিল		সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল	
পঞ্চদশ অধিবেশন	৯	৯	১০০.০০	৯	১০০.০০	৭	৭৭.৭৮
ষষ্ঠদশ অধিবেশন	২	২	১০০.০০	২	১০০.০০	৪	২০০.০০
সপ্তদশ অধিবেশন	৬	৬	১০০.০০	৬	১০০.০০	৭	১১৬.৬৭
অষ্টাদশ অধিবেশন	১২	১১	৯১.৬৭	১১	৯১.৬৭	৯	৭৫.০০
উনিশতম অধিবেশন	২	২	১০০.০০	২	১০০.০০	১	৫০.০০
বিশতম অধিবেশন	৯	৯	১০০.০০	৯	১০০.০০	৮	৮৮.৮৯
একুশতম অধিবেশন	৫	৯	১৮০.০০	৫	১০০.০০	৮	১৬০.০০
বাইশতম অধিবেশন	২	১	৫০.০০	১	৫০.০০	১	৫০.০০
মোট	২৭৮	১৮৪	৬৬.১৯	১৮৪	৬৬.১৯	১৭৩	৬২.২৩

উৎস ঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

পঞ্চম পার্লামেন্টে মোট ১৭৩ টি বিলের মধ্যে ৫১টির ওপর বিস্তারিত, ৫৫টির ওপর মোটামুটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৬৭ টি বিল কোনরূপ আলোচনা ব্যতীত পাস করা হয়। সংসদে বিস্তারিত আলোচিত বিলগুলোর ওপর সরকারি এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের অংশগ্রহণ ছিল সন্তোষজনক, আলোচনা ও সমালোচনা ছিল প্রাণবন্ত।

বাংলাদেশ পঞ্চম পার্লামেন্টে সংবিধানের একাদশ সংশোধনী বিল, ১৯৯১ এবং সবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল, ১৯৯১ সরকারি ও বিরোধী দলের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পার্লামেন্টে উত্থাপিত বিলের সংখ্যা ছিল ১৮৪ টি এবং এগুলো মহান সংসদে আলোচনাকালে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ কর্তৃক ১০৩ টি বিলের ওপর বিভিন্ন আকারের (জনমত যাচাই, বাছাই কমিটিতে প্রেরণ, স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ ও বিভিন্ন ক্লজের ওপর সংশোধনীসহ) ৮৫৯ টি প্রস্তাব আনা হয়। তন্মধ্যে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব ছিল ৪০২ টি, যার মধ্যে কণ্ঠ ভোটে নাকচ করা হয় ৪০১ টি এবং গৃহীত হয় শুধুমাত্র ১টি। বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব আনা হয় ৭৯টি, যার মধ্যে সবগুলোই নাকচ করা হয়। স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব ছিল ১৮টি, তবে ১৮টি প্রস্তাবই কণ্ঠভোটে বাতিল করা হয়। বিভিন্ন ক্লজের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব ছিল ৩৬০ টি যার মধ্যে ২৮০টি সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নাকচ করা হয়, গৃহীত হয় শুধুমাত্র ৮০টি। অপরপক্ষে সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা শুধুমাত্র ৪ টি বিলের ওপর ৬টি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন যার সবগুলোই গৃহীত হয়। এভাবে পঞ্চম পার্লামেন্টে গৃহীত ১৭৩ টি বিলের মধ্যে ১০৩ টি বিল বিভিন্ন আকারে সংশোধিত হয়ে পাস হয় এবং বাকী ৭০টি বিল কোনরূপ সংশোধন ছাড়াই গৃহীত হয়।

৪.১.৫. পঞ্চম জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশনঃ

টেবিল ৪.৬ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদ কার্যক্রম ও অধিবেশন

অধিবেশন	অধিবেশন সময়কাল		কার্যদিবস			বৈঠকের সময়কাল	উপস্থিতি		
	শুরু	সমাপ্ত	সরকারী	বেসরকারী	মোট		গড় উপঃ	সর্বোচ্চ উপঃ	সর্বনিম্ন উপঃ
১	৫ এপ্রিল ৯১	১৫ এপ্রিল ৯১	১৯	০৩	২২	১৪০.৪৮	২৫৭.৫	২৯৭	২১৪
২	১১ জুন ৯১	১৪ আগষ্ট ৯১	৩৬	০৭	৪৩	২৪৬.৫৮	২৫৯.২০	৩০৭	১৪৭
৩	১২ অক্টোঃ ৯১	৫ নভেঃ ৯১	১২	০২	১৪	৭০.৩১	২৩৪.০২	২৮৩	১৬৪
৪	৪ জানুঃ ৯২	১৮ ফেঃ ৯২	২১	০৬	২৭	১৪৭.৩৬	২২২.২১	২৫৭	১৯২
৫	১২ এপ্রিল ৯২	১৯ এপ্রিল ৯২	৫	০১	০৬	৩৩.০৭	২৩৫.৬৭	২৭৭	১৫৪
৬	১৮ জুন ৯২	১৩ আগষ্ট ৯২	৩৪	০৭	৪১	২৬৩.১৪	২২৯.৭৬	২৯৯	১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশন	অধিবেশন সময়কাল		কার্যদিবস			বৈঠকের সময়কাল	উপস্থিতি		
	শুরু	সময়	সরকারী	বেসরকারী	মোট		গড় উপঃ	সর্বোচ্চ উপঃ	সর্বনিম্ন উপঃ
৭	১১ অক্টোঃ ৯২	৬ নভেঃ ৯২	১৬	০৪	২০	৮৯.৩২	১৯১.২	২৫৫	১১৪
৮	৩রা জানুঃ ৯৩	১১ মার্চ ৯৩	২৬	০৬	৩২	৩৩.৩১	২০১.২৯	২৫৫	১৩৫
৯	৯ মে ৯৩	১৩ মে ৯৩	৪	০১	০৫	২৫.৪৯	২৩২.০১	২৪১	২২২
১০	৬ জুন ৯৩	১৫ জুলাই ৯৩	২৯	০২	৩১	১৯৮.২৯	২২১.১৭	২৫১	১৩৩
১১	১২ নভেঃ ৯৩	২৭ সেপ্টেঃ ৯৩	১০	০২	১২	৬৭.৫৭	২২০.৫	২৪২	২০৬
১২	২১ নভেঃ ৯৩	৬ ডিসেঃ ৯৩	১২	০২	১৪	৬৭.৪৭	২০১.৫	২৪০	১০৬
১৩	৫ ফেঃ ৯৪	৭ মার্চ ৯৪	১৫	০৪	১৯	৬৩.০৮	১৭৩.৬৮	২২৩	১১১
১৪	৪ঠা মে ৯৪	১২ মে ৯৪	৫	০১	০৬	২০.৪৯	১৪২.৬৭	১৫৩	১২১
১৫	৬ জুন ৯৪	১১ জুলাই ৯৪	২১	০৪	২৫	৭১.১৩	১১৯.১২	১৬১	৯৬
১৬	৩০ আগস্ট ৯৪	১৪ সেপ্টেঃ ৯৪	০৯	০১	১০	১৮.০৩	১১১.১	১৫৫	৮৫
১৭	১২ নভেঃ ৯৪	৬ ডিসেঃ ৯৪	১৭	০৪	২১	৩৯.২৭	১০৮	১৩৭	৬৭
১৮	২৩ জানুঃ ৯৫	২৩ ফেঃ ৯৫	১৪	০৪	১৮	৩২.৩৭	১০৮	১৩৫	৮৩
১৯	২৪ এপ্রিল ৯৫	২৭ এপ্রিল ৯৫	০৩	০১	০৪	১২.০০	১২৯.৭৫	১৪৮	১১৩
২০	১৫ জুন ৯৫	১১ জুলাই ৯৫	১৫	০২	১৭	৬২.৪৬	১২৪.০৫	১৫৪	৯৮
২১	৬ মে ৯৫	২৬ মে ৯৫	০৭	০৩	১০	২৯.৫১	১০৯.৪	১৩২	৯৮
২২	১৫ নভেঃ ৯৫	১৮ নভেঃ ৯৫	০২	০১	০৩	৫.২৭	১৩১.৬৬	১৪১	১১৮

উৎস ঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা ।

টেবিল ৪.৬ এ দেখা যায়, পঞ্চম জাতীয় সংসদ মোট ২২ টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ১ম অধিবেশন শুরু হয় ৫ এপ্রিল ১৯৯১ এবং শেষ অধিবেশনের সমাপ্তি হয়১৮ নভেঃ ১৯৯৫ সালে। মোট কার্যদিবস ছিল ৪০০দিন।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৬ ৫ম জাতীয় সংসদ : নির্বাচিত সাংসদদের জন্ম ও বয়স ঃ

আলোচ্য গবেষণায় ৫ম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের জন্ম তারিখ পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সাংসদ কোন সময়সীমায় জন্মগ্রহণ করেন এবং নির্বাচনকালীন সময়ে সাংসদদের বয়সও বিবেচনায় আনা হয়েছে। কেননা যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে ব্যক্তির পরিপক্কতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যা নির্ভর করে তার বয়সের উপর। তাই আলোচ্য গবেষণায় জন্মসালকে ১০ শ্রেণী ব্যবধানে ভাগ করে ৭টি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে।

জন্ম তারিখ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পুরুষ সাংসদদের জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯০১ থেকে ১৯৭০। অপরদিকে মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা ছিল ১৯৩১ থেকে ১৯৬০। গবেষণার সুবিধার্থে জন্ম তারিখ ও নির্বাচন কালীন বয়সসীমাকে ১০ শ্রেণী ব্যবধানে সাজানো হয়েছে। টেবিল ৪.৭ তে পঞ্চম জাতীয় সংসদে যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের জন্ম সনকে দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় পঞ্চম সংসদের সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৩৫.১৫%) এর জন্ম তারিখের সীমা ছিল ১৯৩১-১৯৪০ এর মধ্যে এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক পুরুষ সাংসদদের জন্ম হয়েছিল ১৯০১ থেকে ১৯১০ এর মধ্যে মাত্র ১.০২%।

টেবিল ৪.৭ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও নারী সাংসদদের বয়সসীমা

জন্ম তারিখ	পুরুষ %	মহিলা%
১৯০১-১৯১০	১.০২%	
১৯১১-১৯২০	২.৩৯%	
১৯২১-১৯৩০	৩১.৭৪%	
১৯৩১-১৯৪০	৩৫.১৫%	৩৪.২৯%
১৯৪১-১৯৫০	১৮.৭৭%	৪৮.৫৭%
১৯৫১-১৯৬০	৮.১৯%	১৭.১৪%
১৯৬১-১৯৭০	২.৭৩%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উৎস ঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শতকরা ৪৮.৫৭ জন মহিলা সাংসদ জন্মগ্রহন করেছিলেন ১৯৪১-১৯৫০ সালের মধ্যে। অপরদিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৪.২৯% জন্মগ্রহন করেছিলেন ১৯৩১-১৯৪০ সালের মধ্যে এবং সর্বনিম্ন ১৭.১৪% জন্ম গ্রহন করেছিলেন ১৯৫১-১৯৬০ সালের মধ্যে। অর্থাৎ উপরোক্ত মহিলা ও পুরুষদের জন্ম তারিখের তুলনা করলে দেখা যায়, পুরুষদের ক্ষেত্রে বেশীরভাগ সাংসদদের জন্ম হয়েছিল ১৯৩১-১৯৪০ কিন্তু মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে তা ১৯৪১-১৯৫০ পুরুষদের বেলায় ১৯০১-১৯১০ এর মধ্যে জন্মগ্রহনকারী প্রতিনিধিও ছিল কিন্তু মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না।

৪.১.৭ পঞ্চম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত নারী সাংসদদের বয়স ঃ

টেবিল ৪.৮ এ পঞ্চম সংসদে নির্বাচন কালীন সময়ে মহিলা সাংসদদের বয়সসীমা প্রতিফলিত হয়েছে।

টেবিল ৪.৮ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে মহিলা সাংসদদের নির্বাচনকালীন বয়স

নির্বাচনকালীন বয়স	মহিলা%
২১-৩০	
৩১-৪০	১৭.১৪%
৪১-৫০	৪৮.৫৭%
৫১-৬০	৩৪.২৯%
৬১-৭০	
৭১-৮০	
৮১-৯০	
মোট	১০০.০০%

উৎস ঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত টেবিলটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নির্বাচিত মহিলা সাংসদদের ক্ষেত্রে বসয়সীমা ছিল (৩১-৬০) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে গবেষণার সর্বশেষ স্তর ৮১-৯০ বয়সসীমার মধ্যে কোন নারী সাংসদের অবস্থান ছিল না।

৪.১.৮ নারী সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতাঃ

টেবিল ৪.৯ এ যথাক্রমে মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচিত সাংসদরা ছাত্র রাজনীতি বা অন্যকোন রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল কিনা তা দেখানো হয়েছে। যা উক্ত গবেষণার উদ্দেশ্যকে সার্থক হিসেবে রূপান্তর করতে সাহায্য করবে।

টেবিল ৪.৯ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে মহিলা সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতা

রাজনীতিতে যোগদান	মহিলা%
স্বতন্ত্র	
কৃষক রাজনীতি	
শ্রমিক রাজনীতি	
সরাসরি মূল দল	৬৮.৫৭%
ছাত্র রাজনীতি	৩১.৪৩%
মোট	১০০.০০%

উৎস ঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

উপরোক্ত টেবিলটিতে দেখা যায় নারী সাংসদদের মধ্যে ৬৮.৫৭% সরাসরি মূল দল থেকে রাজনীতিতে আগমন ঘটেছে। ছাত্র রাজনীতি থেকে এসেছেন ৩১.৪৩%। তবে কৃষক রাজনীতি, শ্রমিক রাজনীতি ও স্বতন্ত্র থেকে কোন নারী নির্বাচিত হয় নাই।

Dhaka University Institutional Repository

৪.১.৯ সাংসদদের রাজনীতি শুরুর বয়স ঃ

টেবিল ৪.১০ এ যথাক্রমে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে অংশগ্রহনের বয়স দেখানো হয়েছে। টেবিল ৪.১০ বিশ্লেষণ-

টেবিল ঃ ৪.১০ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়স

রাজনীতিতে যোগদানকালীন বয়স	পুরুষ %	মহিলা %
১৫ এর নীচে	৬.০৬%	৫.৭১%
১৫-২৪	২৭.৮৮%	১৭.১৪%
২৫-৩৪	৩২.১২%	২৮.৫৭%
৩৫-৪৪	১৬.৯৭%	৩৭.১৪%
৪৫-৫৪	১০.৯১%	১১.৪৩%
৫৫-৬৪	৪.৫৫%	
৬৫-৭৪	১.৫২%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উৎস ঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

করলে দেখা যায়, সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ সাংসদ (৩২.১২%) এর রাজনীতি শুরু করার বয়সসীমা হচ্ছে ২৫ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে। এর পরেই রয়েছে (১৫-২৪) বছর (২৭.৮৮%), অপরদিকে ৬.১৬% ভাগ পুরুষ সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছেন ১৫ বছরের নীচে। ১৬.৯৭% এবং ১০.৯১% রাজনীতি শুরু করেছেন যথাক্রমে ৩৫-৪৪ এবং ৪৫-৫৪ বছরের মধ্যে। অন্যদিকে ৫৫ বছরের পরে রাজনীতি শুরু করেছেন ৪.৫৫%। অপরদিকে দেখা যায় যে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের রাজনীতিতে যোগদানের বয়সসীমা একটু বেশী। অধিকাংশ মহিলা সাংসদ (৩৭.১৪%) রাজনীতি শুরু করেছিলেন (৩৫-৪৪) বছরের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে। এর পরে (২৫-৩৪) বছর বসয়সীমার মধ্যে ২৮.৫৭% মহিলা সাংসদ রাজনীতি শুরু করেছিলেন।

৪.১.১০ সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষা সমাপ্তকাল ঃ

টেবিল ৪.১১ এ পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের মধ্যকার শিক্ষাগত যোগ্যতার তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ আইনসভার সদস্যদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই দিক থেকে বিবেচনা করে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

টেবিল ৪.১১ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পুরুষ %	মহিলা %
অন্যান্য	১.৬৪%	
আইন	১৯.০২%	
আইএ	১১.৮০%	২০.০০%
নন ম্যাট্রিক	৪.৯২%	
ইঞ্জিনিয়ার	০.৬৬%	
ব্যারিস্টার	১.৩১%	
ম্যাট্রিক	৫.২৫%	৫.৭১%
এমবিবিএস	১.৬৪%	
মাদ্রাসা	১.৩১%	
মাস্টার্স	২০.০০%	৩৭.১৪%
স্নাতক	২৯.১৮%	৩৭.১৪%
পিএইচডি	১.৯৭%	
সিএ	১.৩১%	
মোট	১০০.০০%	১০০.০০%

উৎস ঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে পুরুষ সাংসদদের বেলায় দেখা যায়, সর্বোচ্চ ২৯.১৮% স্নাতক ডিগ্রীধারী। তারপরে মাষ্টার্স ডিগ্রিধারী (২০.০০%), তারপরেই রয়েছে আইন ১৯.০২% এখানে পিএইচডি ডিগ্রিধারী সাংসদদের সংখ্যা ১.৯৭% এদের মধ্যে অন্যান্য বিবিধ শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

নারী সাংসদদের বেলায় দেখা যায় সর্বোচ্চ ৩৭.১৪% মহিলা সাংসদ স্নাতক ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারী। তারপরেই রয়েছে আই, এ ২০%। অর্থাৎ শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে নারী সাংসদরা পুরুষ সাংসদদের চেয়ে অগ্রগামী।

৪.১.১১ সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি ঃ

প্রতিটি ব্যক্তিরই সামাজিক মর্যাদায় ক্ষেত্রে সামাজিক পরিচিতি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। প্রতিটি ব্যক্তিরই স্বীয় পেশা বা দক্ষতার উপর ভিত্তি করে একটি সামাজিক পরিচিতি বিদ্যমান থাকে। টেবিল ৪.১২ এ পঞ্চম জাতীয় সংসদের মহিলা সাংসদদের সামাজিক অবস্থান তুলে ধরা হলো প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে,

টেবিল ৪.১২ ঃ পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের সামাজিক পরিচিতি

সামাজিক পরিচিতি	মহিলা %
আইনজীবি	
ইঞ্জিনিয়ার	
ব্যবসায়ী	২.৭৮%
রাজনীতি	৫২.৭৮%
সমাজসেবী	১৬.৬৭%
শিক্ষাবিদ	১৯.৪৪%
শিল্পপতি	
ডাক্তার	
অন্যান্য	
গৃহিনী	৮.৩৩%
মোট	১০০.০০%

উৎস ঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সর্বাধিক সংখ্যক মহিলা সাংসদ ছিলেন রাজনীতিক (৫২.৭৮%), দ্বিতীয় সর্বাধিক মহিলা সাংসদ ছিলেন শিক্ষাবিদ (১৯.৪৪%), এখানে উল্লেখযোগ্য যে ৮.৩৩% মহিলা সাংসদ ছিলেন গৃহিনী।

৪.১.১২ পঞ্চম জাতীয় সংসদে গৃহিত আইন ঃ

পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনীসহ সর্বমোট ৫০টি বিল গৃহীত হয়। এর মধ্যে ১৯৯১ সালে গৃহীত বিলের সংখ্যা ৩২টি এবং ১৯৯২ সালে গৃহীত বিলের সংখ্যা ১৮টি। ২৪ নভেম্বর ১৯৯৫ তারিখে রাষ্ট্রপতি সংসদের বিলুপ্তি ঘোষণা দেন।এই সংসদ ৪ বছর ৮ মাস স্থায়ী ছিল।

৪.২ জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব ঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কখনোই নারীর অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতা ছিলা না। যদিও, মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেক নারী; তারপরও এদেশে বিগত সবগুলো সাধারণ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর হার গড়ে মাত্র ১.১৪%। টেবিল-৪.১৩ এ সংসদে এবং সংসদীয় নির্বাচনে নারীর অংশগ্রণের ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যাণ তুলে ধরা হলো।

টেবিল-৪.১৩ ঃ ১৯৭৩-২০০১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সংসদীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী প্রতিনিধির সংখ্যা ও শতকরা হার (উপ-নির্বাচন পরবর্তী ফলাফলের ভিত্তিতে)

সাল	নির্বাচনে মোট নারী প্রার্থীর শতকরা হার	৩০০ সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী প্রার্থীর সংখ্যা	সাধারণ আসনে নির্বাচিত নারী প্রার্থীর শতকরা হার	সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা	মোট আসনের বিপরীতে নারী প্রতিনিধিত্বের হার
১৯৭৩	০.৩	০	০	১৫	৪.৮
১৯৭৯	০.৯	২	০.৭	৩০	৯.৭
১৯৮৬	১.৩	৫	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮*	০.৭	৪	১.৩	-	১.৩*
১৯৯১	১.৫	৫	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৯৬	১.৩৯	৭	২.৩	৩০	১১.২
২০০১*	১.৯	৬	২	-	২*

*১৯৮৮ এবং ২০০১ সালের সংসদে কোন সংরক্ষিত নারী আসন ছিলোনা

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-৪.১৩ ঃ অনুসারে, সংসদীয় প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে যে প্রবণতাগুলো প্রধানত দৃষ্টিগোচর হয় তা নিম্নরূপ ঃ

- মোট আসনের বিপরীতে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের হার কেবল তখনই শতকরা ১০ বা ১১ ভাগ হয়েছে যখন সংরক্ষিত নারী আসনের বিধান ছিলো। সংরক্ষিত আসন বাদ দিয়ে সংসদে নারী প্রতিনিধিত্বের হার কখনোই ২% অতিক্রম করেনি।
- সংসদীয় নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের হার ১৯৭৩ সালে ছিলো ০.৩%। ২০০১ সালে এসেও এই হার দাঁড়িয়েছে মাত্র ১.৯%-এ।
- জাতীয়ত সংসদের সাধারণ আসনে সরাসরি নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধির হারও খুবই কম, যা সবসময়ই ২.৩% এর নিচে ছিলো।
- বিগত সংসদীয় নির্বাচনগুলোতে নারী প্রার্থিতার সার্বিক হার খুবই নগণ্য, যা কখনোই ২% এর চেয়ে বেশি ছিলো না।

৪.৩ সাধারণ আসনে নারী মনোনয়ন ঃ পিতৃতান্ত্রিক প্রান্তিকতা

সাধারণত: রাজনৈতিক দলের কাঠামোতে এবং আইন সভায় নারীদের উপস্থিতিই একটি দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীদের সংশ্লিষ্টতায় পরিচয় বহন করে। রাজনৈতিক দলের কাঠামো এবং আইন সভায় নারীদের উপস্থিতি দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের সংশ্লিষ্টতার পরিচায়ক। রাজনৈতিক দলগুলো জাতীয় সংসদ ও নির্বাচক মন্ডলীর মধ্যকার মূল যোগসুত্র হওয়ায় তাদের মনোনীত প্রার্থীগণই নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসীন হন। নির্বাচনে মনোনয়ন লাভের ক্ষেত্রে দলীয় কাঠামোয় অবস্থান তাই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক দলগুলোতে মহিলা শাখা থাকলেও দলীয় সংগঠনে মহিলাদের অবস্থান প্রান্তিক। নারী নেতৃত্বাধীন দলেও মহিলাদের দলগত অবস্থানে কোনো উন্নতি নেই। এ কারণে সরাসরি নির্বাচনে নারী প্রার্থিতা প্রান্তিক থেকে গেছে। ১৯৭৩ সালের জাতীয় নির্বাচনে নারী প্রার্থী সংখ্যা ছিল মাত্র ০.৩%, ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে মোট ২,১২৫ জন প্রার্থীর মধ্যে নারী প্রার্থী ছিলেন ১৭ জন। ফলে মূলধারার রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণ ০.৩% থেকে ০.৯% এ

Dhaka University Institutional Repository

উঠে আসে। ১৯৭৯ সাল থেকেই প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সরাসরি নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের মনোনয়ন দিতে শুরু করে। এভাবে ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৮৮ এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনে যথাক্রমে ১৩ (০.৯%), ১৫ (১.৩%), ৭(০.৭%) এবং ৪০ (১.৫%) জন নারী প্রার্থীকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য দলীয়ভাবে মনোনয়ন দেয়া হয়।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর পদচারণা পূর্বের থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ১৯৯১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত সরকার প্রধান এবং বিরোধী দলের নেতৃত্বে দুজনই মহিলা অধিষ্ঠিত আছেন। তথাপি সামগ্রিক চিত্রে যে পরিবর্তন তাতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সংযোজন ঘটেনি।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে নারী প্রার্থীর হার ছিল ১.৫ শতাংশ, ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে ১.৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। নারী আন্দোলনের কর্মীদের দীর্ঘ দিনের দাবি ছিলো প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোতে নারী সদস্য বৃদ্ধি করা। দলীয় প্রার্থীমনোনয়নের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ নারী প্রার্থী দেয়া। কারণ, সংবিধানের ৬৫নং ধারা অনুযায়ী জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনে নারী পুরুষ উভয়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভ করে আসতে পারবেন না ভেবে সাধারণতঃ নারীদের উক্ত আসনগুলোতে মনোনয়ন দেয়া হয় না। ফলে জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসন পুরুষদের একচেটিয়া অংশগ্রহন ও ক্ষমতার একটি স্থান বলে বিবেচিত হয়। পূর্বের সংরক্ষিত আসনগুলো সংখ্যাগরিষ্ট দলের হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু বর্তমান চতুর্দশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনগুলো সংখ্যাগরিষ্ট দলের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকলেও সংখ্যানুপাতিক হারের কারণে বিরোধীদলগুলোও কিছু আসন পায়। যা সরকারকে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। ফলে নারী সাংসদগণ দেশের নারী সমাজের কাছে নিজেদের দায়বদ্ধ মনে করেন না।

তাই বলা যায় প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীরা সিদ্ধান্তগ্রহণ ও ক্ষমতার অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছেন না।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৪ রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী ও প্রতিনিধিত্ব ঃ

যে কোন রাজনৈতিক দলের কাঠামোতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন, কেননা রাজনৈতিক দলগুলোর কেন্দ্রীয় কমিটিই সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রদান করে এবং ক্ষমতাসীন দল তাদের দলীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকার পরিচালনা করে। তাই বর্তমান সেকশনটিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের গঠনতন্ত্র পর্যালোচনা করে মহিলাদের সর্ম্পকে কি কি নীতিমালা রয়েছে, দলের কেন্দ্রিয় কমিটিতে মহিলাদের সংখ্যা কত ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

রাজনীতিতে নারীর পশ্চাৎপদতার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ প্রধান্য ব্যতীত অন্যান্য সামাজিক বাধাগুলোও এখানে সক্রিয়ভাবে কার্যকর। ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, প্রাচীন সংরক্ষণশীল মূল্যবোধ, পরিবারে নারীর বহুমাত্রিক দায়িত্বশীলতা ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদি বিষয়গুলো নারীকে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণে নিষ্ক্রিয় করে।

বাংলাদেশে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় একজন নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনগত-অর্থাৎ যে অধিকারই আলোচনা করা হোক, এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, পুরুষের সাথে তুলনামূলক বিচারে তাতে অনেক বৈষম্য রয়েছে।[১] অথচ বাংলাদেশ সংবিধান জাতি- ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নারী-পুরুষকে মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে। এবং রাজনৈতিক- অধিকারগুলো মৌলিক অধিকারের অন্যতম। এছাড়া সংবিধানের ২৬,২৭,২৮ (১), ২৮(২), ২৮, (৩) , ২৮, (৪) ২৯, (১) ২৯, (২) এবং ৬৫ (৩) নং ধারা অনুযায়ী নারী পুরুষের মাঝে কোন।[৭] বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানে নারী অবস্থানের বৈষম্য আছে, রাজনীতিতে ও একই চিত্র। প্রশাসন, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ সকল ক্ষেত্রেই মহিলাদের অংশগ্রহণ অত্যান্ত নগন্য।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের রাজনীতির শীর্ষবিন্দুতে দু'জন নারী। একজন শেখ হাসিনা যিনি বর্তমানে বাংলাদেশের বিরোধীদলীয় নেত্রী এবং বিগত সরকারের প্রধানমন্ত্রী। দ্বিতীয় জন বেগম খালেদা জিয়া, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী এবং বিগত বছরগুলোতে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬-ও প্রথমার্ধ পর্যন্ত। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দুজন মহিলারই রাজনৈতিক জীবনে অনুপ্রবেশের ইতিহাস প্রায় এক ধরনের। দুজনই জাতীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হচ্ছেন আশির দশকের মধ্যভাগে। দুজনেই এসেছেন পরিবারের রাজনীতি সম্পৃক্ত প্রধান ব্যক্তিত্বের নৃশংস হত্যার ফলে।

দুজন মহিলার রাজনীতির শীর্ষবিন্দুতে অবস্থানের পরও লক্ষ্য করা যায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের পদচারণা একেবারেই নগন্য। অবশ্য কিছু সংখ্যক মহিলা ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতিতে যুক্ত, যাদের সংখ্যা নিতান্তই হাতেগোনা। অন্যদিকে এদের মাঝে এমনও কেউ- কেউ আছেন যাদের রাজনীতিতে আগমন ষাটের দশক থেকে। তারপরও আরো তিন দশক পেরিয়ে নব্বই দশকের মধ্যভাগেও দেখা যায় বাংলাদেশের রাজনীতি প্রায় মহিলাশূন্য।

রাজনীতিতে ও সংসদে মহিলাদের সম্পৃক্ত না হওয়ার বেশ কিছু কারণ আছে। এই কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক দলগুলোতে নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত কম, এবং নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে মহিলাদের স্বল্পতা, দলগুলোর মূলনীতিতে মহিলাদের সম্পর্কে সঠিক নীতিমালার অভাবে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মহিলাদের সম্পর্কে নৈতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। তাছাড়া রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতার চাইতে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তিকে গুরুত্ব দেয়ার কারণে নারীর ক্ষমতায়নের মাত্রা প্রান্তিকতায় পরিণত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫ রাজনৈতিক দলে নারী নেতৃত্ব

টেবিল-৪.১৪ ঃ দলীয় কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব (২০০৪)

রাজনৈতিক দল	কমিটির নাম	মোট সদস্য সংখ্যা	নারী সদস্য	নারী ঃ পুরুষ
বিএনপি	জাতীয় স্ট্যান্ডিং/স্থায়ী কমিটি	১২	১	১ঃ১১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	১৬০	১২	১ঃ১২
আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েট	১৫	৪	১ঃ৩
	কার্যনির্বাহী কমিটি	৭৩	৮	১ঃ৮
জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩১	২	১ঃ১৫
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	২০১	১৫	১ঃ১২
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	কেন্দ্রীয় কমিটি	৩৩	৩	১ঃ১০
	প্রেসিডিয়াম/পলিটব্যুরো	৭	০	০ঃ৭
জামায়াতে ইসলামী	মজলিশ-ই-সুরা	২৩৭	৩৫	১ঃ৮
	মজলিসই আমলা (কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি)	২৪	০	০ঃ২৪

সূত্র ঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দপ্তর

উপরোক্ত টেবিলে ৪.১৪ এ দেখা যায় বি এন পি-র স্থায়ী কমিটিতে ১২ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১ জন এবং জাতীয় কার্যনিবাহী কমিটির ১৬০ জন সদস্যের মধ্যে নারী রয়েছেন মাত্র ১২ জন। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামে ১৫ জন সদস্যের মধ্যে নারীর উপস্থিতি ৪ জন এবং জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ৭৩ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ২ জন নারীকে রাখা হয়েছে এবং জাতীয় কর্যনির্বাহী কমিটির ২০১ জন সদেস্যর মধ্যে নারী রয়েছে মাত্র ১৫ জন। জামায়াতের মজলিশই শুরার ২৩৭ জন সদস্যের মধ্যে ৩৫ জন নারী কিন্তু এবেং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি মজলিশ-ই- আমলাতে কোন নারীর স্থান নেই। শুধু এই প্রধান রাজনৈতিক দল গুলোতেই নয় অন্যান্য বামপন্থী, ডানপন্থী দলগুলোতে আরো শোচনীয় অবস্থা পরিলক্ষিত হয় তাই বলা যায় বাংলাদেশের রাজনীতি পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানে নারী নেতৃত্বের উপস্থিতি থাকলেও রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ঘটনা ও প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিতেও নারীর সম্পৃক্ততা খুবই কম।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৬ রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহার ও নারী ঃ

ইশতেহার-১৯৯১ নির্বাচন ঃ

আদর্শ এবং মুলনীতি নিয়ে বি,এন,পি ও আওয়ামী লীগ '৯১ এর সাধারণ নির্বাচনে তাদের দলীয় গঠনতান্ত্রিক নির্দেশনানুযায়ী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে নির্বাচনী ইশতেহারে নারী সম্পর্কে তাদের বক্তব্য ছিল ঃ

ক) নারী সমাজকে জাতীয় উন্নয়নের উপযুক্ত অংশীদার হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তাদের দক্ষ শ্রমশক্তি হিসাবে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত সযোগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নির্বাচনী মেনিফেষ্টোতে দেখা যায় দেশের পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে রচিত জিয়ার ১৯ দফা ওয়ারী নির্বাচনী কর্মসূচীর অর্থনৈতিক কলামে উল্লেখ আছে।

খ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নারী-পুরুষের সমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারে বিশ্বাসী। সে অর্থে যে কোন নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষাম্যমূলক নীতিমালার বিরোধী।

গ) দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারী সমাজকে সম্পৃক্তকরন এবং নারীদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র শিল্প ও অন্যান্য কর্ম সংস্থানমুখী প্রকল্প গড়ে তোলা।

ঘ) সুষম আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমাজের সম্মানজনক ভুমিকা নিশ্চিতকরণ।

ঙ) জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারী ও শিক্ষার অধিকার সম্পর্কিত সকল আন্তর্জাতিক সনদের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহন।

চ) নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

➢ কমিউনিষ্ট পার্টির নির্বাচনী ইশতেহার বর্ণনায় কর্মসূচীর মৌলিক অধিকার প্রসঙ্গে এক জায়গায় সংবিধান মোতাবেক নারী- পুরুষ নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সমঅধিকার নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়াও

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, প্রভৃতি কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

- নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষনাকালে জাতীয় পার্টি ১২ দফা ভিত্তিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের দৃঢ় ঘোষনা করে ইশতেহার প্রদান করে । কর্মসুচীর তিনটি স্থানে নারী প্রসংঙ্গ এসেছে

ক) রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থায় ঃ নারী পুরুষ ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা।

খ) শিক্ষা নীতিতে ঃ সার্বজনীন, অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচী সফল করে তোলার সর্বাত্মক উদ্যোগ নেয়া এবং নারী শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া ।

গ) শ্রম নীতিতে ঃ নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের সমান মজুরি নিশ্চিত করা এবং উৎপাদন ব্যাবস্তায় নারী সমাজের ক্রমাগত অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ঃ

নির্বাচনী প্রচারভিযানকালে জামায়াতে ইসলামীর দলীয় নীতিতে নারী বিষয়ে কতগুলো নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কর্মনীতিতে ছিল ঃ নারী-পুরুষের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র এমনভাবে আলাদা করে দেয়া হবে যাতে বিবাহ ব্যতীত তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক সৃষ্টির সুযোগ না হয়।

আইনগত সংস্কারের ক্ষেত্রে ঃ

- এমন আইনকানুন তৈরি করা যাতে ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়া, নগ্নতা, অশ্লীলতা, বেশ্যাবৃত্তি, নারী পাচার এবং চরিত্র হানিকর ছায়াছবি, বই -পুস্তক, পর্নোগ্রাফী ও বিজ্ঞাপন বন্ধ করা যায়।
- প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, ১৮-৩০ বছরের মহিলাদেরকে ইসলামী শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে আত্মরক্ষার প্রাথমিক ট্রেনিং দেয়ার ব্যবস্থা করা।

Dhaka University Institutional Repository

- বিবাহ, তালাক, খোলা, উত্তরাধিকার ইত্যাদিতে কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত মহিলাদের অধিকার বহাল করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা ।
- শিক্ষা সংস্কারে মহিলাদের জন্য পৃথক স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা।

নারী অধিকার সংরক্ষণের কথা জামায়াতে ইসলামী তাদের নির্বাচনী মেনিফেষ্টোতে বলেছেন এবং নারীর ইসলাম প্রদত্ত পদক্ষেপ গ্রহনের কথা বলা হয়েছে।

ক) জাতীয় জীবনে যথার্থ ভুমিকা পালন করার উপযোগী করে গড়ে ওঠার পূর্ণ সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষা কাঠামো গঠন করা।

খ) নারীর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের স্বার্থে পৃথক কার্যক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা।

গ) স্বামী যাতে স্ত্রীর উপর অত্যাচার নির্যাতন করতে না পারে, তার জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা করা।

ঘ) শরীয়তের সীমার মধ্যে জীবিক অর্জন এবং জাতি গঠনমূলক কাজে অংশগ্রণের পূর্ন সুযোগ দেয়া।

ঙ) যৌতুক প্রথা বন্ধের উপযুক্ত ববস্থা গ্রহন করা।

চ) নারীদের উপর অবিচার বন্ধ করার জন্য তালাক সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় ইসলামী শরীয়তের নিয়ন্ত্রনাধীন করা।

ছ) মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্য পারিবারিক কোর্ট চালুকরা।

৫ দল জাসদ/ ওয়াকার্স পার্টির (সাম্যবাদী দল) ঃ

সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনী ইশতেহার আলোচনা প্রসঙ্গে একজন নেতা বলেন-দেশের সকল সক্ষম যুবক যুবতীকে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা দেয়া হবে।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭ সংসদীয় কার্যক্রম ও মহিলাদের অংশগ্রহণ ঃ

সংসদীয় কমিটিতে মহিলা প্রতিনিধিত্ব ঃ (৫ম সংসদ)

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটি গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর সংসদীয় বিভিন্ন কমিটিতেই সরকারী ও বিরোধীদলের অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হয়। যেখানে নারী সাংসদদের উপস্থিতি, কমিটিতে স্থান লাভ ও দায়িত্বপালন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুকূলে বাংলাদেশে কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৫ অনুঃবিধানের আলোকে কমিটি সমূহ গঠন করা হয়।[৯]

গণতান্ত্রিক আইন সভায় অনুসারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে কমিটি ব্যবস্থা জনগনের আশা আকাঙ্খা এবং ইচ্ছার বাস্তবায়ন ও প্রতিফলনের ক্ষেত্রে ফলপ্রসু কার্যকর ভুমিকা রেখে থাকে। কেননা সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে

১) শ্রম বিভাজন প্রক্রিয়ায় আইনের পুঙ্খানুপূঙ্খ পরীক্ষন সম্ভব হয়।

২) প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলসূহের রাজনৈতিক দল কষাকষি এবং সমঝোতা অর্জন সম্ভব হয়।

৩) জনপ্রতিনিধিগন রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্মকান্ড সম্পর্কে জ্ঞাত হন এবং সরকারি নীতি বাস্তবায়ন বিষয়ে পর্যালোচনা কালে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

৪) নির্বাহী বিভাগ তথা সরকারের স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করা সহজ হয়।

অর্থাৎ যে কোন বিচারে সংসদে কমিটি ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। আর সংসদীয় কমিটি সমূহ সংসদের গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করে তাই এই কমিটি গুলোতেও নারীদের প্রতিনিধিত্ব

Dhaka University Institutional Repository

আবশ্যক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৬(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংসদ সদস্যদের মধ্যে হইতে সদস্য নিয়ে নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করিবেন।

(ক) সরকারী হিসাব কমিটি

(খ) বিশেষ অধিকার কমিটি

(গ) সংসদের কার্যপ্রণালী ভিত্তিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

পরবর্তীতে ৭৬ (২) ও (৩) নং অনুচ্ছেদে এই কমিটি সমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও ক্ষমতার সীমা উল্লেখিত রয়েছে।

এছাড়া সংসদীয় কমিটি সমুহের কাঠামো, গঠন পরিসর সর্ম্পকে পরিস্কার ব্যাখ্যা রয়েছে জাতীয় সংসদে কার্য প্রনালী বিধির ২৭ নং অধ্যায়ের অন্তভূক্ত ১৪৭-২৬৬ নং ধারায়।[১০]

তাই এই সংসদীয় কমিটিতে আনুপাতিক হারে নারী প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন। কেননা সংসদ কার্যকরী করার পিছনে কমিটির রয়েছে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা। সংসদীয় গনতন্ত্রের সফলতা প্রকৃতপক্ষে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যকরী ভুমিকার ওপর নির্ভর করে। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধারায় নতুন সংবিধান প্রনয়নের সময় সংবিধানের ৭৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদকে সংসদীয় বিধি অনুসারে সরকারি হিসাব কমিটিসহ অন্যান্য স্থায়ী কমিটি গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করেছে।

এভাবে জাতীয় সংসদে অতিরিক্ত কমিটিমুহ গঠন করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে খসড়া বিল বিবেচনা করা, সংসদীয় প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করা, আইন প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ পর্যালোচনা ও প্রস্তাব রাখা এবং প্রশাসন ও মন্ত্রনালয়গুলোর কর্মকান্ডের পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালানো। উপরোক্ত কমিটিসমূহ তাদের ওপর অর্পিত কাজের জন্য সাক্ষী প্রদান করতে এবং প্রয়োজনীয় দলিল বা তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য করার ক্ষেত্রে সংসদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত। ১৯৭৪ সালে যখন কার্য প্রণালী বিধি রচিত ও প্রবর্তিত হয় তখন সংসদীয় কমিটির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ টি এবং মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত সব কমিটি নিয়ে কমিটির সংখ্যা ২২ এ সীমাবদ্ধ ছিল।[২২] কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সংসদীয় কমিটির সংখ্যা সুনির্দিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

ভাবে যেমন সংবিধান বা সংসদীয় কার্য প্রণালী বিধিতে নেই ঠিক তেমনি মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যাও উল্লেখ নেই । সংসদীয় কমিটির সংখ্যা যে স্থির নয় তা নিম্নে উদাহরণ থেকে বুঝা যায় যেমন-

পঞ্চম জাতীয় সংসদ পর্যাপ্ত কমিটি কাঠামোসহ যাত্রা শুরু করে । পঞ্চম সংসদে ৫১ টি স্থায়ী কমিটি কর্মরত ছিল। স্থায়ী কমিটিগুলো সংসদের দৈনন্দিন কাজ, সংসদ সদস্যদের সুবিধাদি প্রদান নির্বাহী বিভাগের অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রন, নির্দিষ্ট বিষয়ে তদন্ত ও পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের কার্যাবলী পরীক্ষা বিষয়ে নিয়োজিত থাকে। এছাড়াও নিদিষ্ট বিল এবং বিষয়ের পর্যালোচনা ও পরীক্ষার জন্য এডহক ভিত্তিতে সিলেক্ট কমিটি এবং বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।

৪.৭.১ জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি সমূহ ও নারী প্রতিনিধিত্ব ঃ

টেবিল-৪.১৫ ঃ জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটি সমূহ ও নারী প্রতিনিধিত্ব ঃ

সংসদ	গঠিত কমিটি সংখ্যা	নারী সদস্য অর্ন্তভূক্ত ছিল এরকম কমিটির সংখ্যা
১ম জাতীয় সংসদ	১৪	১৪
২য় জাতীয় সংসদ	৪২	৩০
৩য় জতীয় সংসদ	০৪	০৩
৪র্থ জাতীয় সংসদ	৪২	০৫
৫ম জাতীয় সংসদ	৪৫*	২৪*
৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ	০২	০২
৭ম জাতীয় সংসদ	৪৬	৩১
৮ ম জাতীয় সংসদ	৫০	১১
মোট	২৫৬	১২০

সূত্র ঃ ১ম জাতীয় সংসদ থেকে ৮ম জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণীর

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত টেবিল ৪.১৫ দেখা যায় পূর্বের সরকারের তুলনায় ৫ম সংসদের কমিটিতে নারী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সংসদীয় কমিটিতে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে ও মহিলারা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। এ গুরুত্বপূর্ন কমিটি সমুহের মাধ্যমে বিভিন্ন নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত বিল বাছাই ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। আর সেখানে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব না থাকলে জাতীয় সংসদে মহিলারা দায়িত্ব পালনে ও জাতীয় নীতি নির্ধারনে পিছিয়ে পড়বে, এটা হচেছ রূঢ় বাস্তবতা। উল্লেখ্য যে, এ পর্যন্ত সারাংশ জাতীয় সংসদে সংসদ বিষয়ক এবং মন্ত্রণালয় বিষয়ক সহ মোট ২৫৬ টি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। যার মধ্যে ১২০ টি কমিটিতে মহিলা সাংসদদের অংশগ্রহন ছিল, অর্থাৎ মাত্র ৪৭ ভাগ সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে মহিলা প্রতিনিধত্ব ছিল।

৪.৭.২ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও নারী সভাপতি ঃ-

টেবিল-৪.১৬ ঃ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রূপে নারী

সংসদ	স্থায়ী কমিটির সংখ্যা	সভাপতি হিসেবে নারী কমিটির সংখ্যা	%
১ম	১৪	০	০%
২য়	৪২	১ জন	২.৩৮
৩য়	০৪	০	০%
৪র্থ	৪২	০	০%
৫ম	৪৫	৫জন	১১.৩৬%
৬ষ্ঠ	০২	০	০
৭ম	৪৬	০	০
৮ম	৫০	০	০
সর্বমোট	২৫৬	৬ জন	২.৩৮

সূত্রঃ জাতীয় সংসদ সচিবালয় ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত টেবিল-৪.১৬ দেখা যায় এ পর্যন্ত গঠিত ২৫৬ টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মধ্যে মাত্র ৬টি স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে নারী সাংসদরা দায়িত্ব পালন করেছেন ৫ম সংসদে সর্বাধিক ৫ জন সংসদে সর্বাধিক ৫ জন নারী সংসদ ৫টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ পর্যন্ত গঠিত ৮টি জাতীয় সংসদের মধ্যে ৬টিতে স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে কোন নারী সদস্য ছিলেন।

টেবিল-৪.১৭ ঃ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নারী সভাপতিদের নামের তালিকা

নং	সংসদ	সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নাম	সভাপতির নাম
১	২য়	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয় সম্পার্কিত স্থায়ী কমিটি	মিসেস আমিনা রহমান
২	৫ম	সংস্থাপন মন্ত্রনালয়ে সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি	বেগম খালেদা জিয়া
৩	৫ম	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি	মিসেস সারওয়ারী রহমান
৪	৫ম	সংস্কৃতি মন্ত্রনালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	অধ্যাপিকা জাহারা বেগম
৫	৫ম	প্রতিরক্ষামন্ত্রনালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি	বেগম খালেদা জিয়া
৬	৫ম	সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি	মিসেস সারওয়ারী রহমান

টেবিল ৪.১৭ এ দেখা যায় সংসদ সংক্রান্ত কিংবা সরকারী হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে কোন নারী ছিলেন না শুধু মাত্র কয়েকটি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব মহিলারা পালন করেন। উল্লেখ্য যে, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিদের নামের তালিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মাত্র ৪ জন মহিলা সাংসদ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন এর মধ্যে ২ জন মহিলা সাংসদ ২টি করে স্থায়ী কমিটির সভাপতি দায়িত্ব পালন করেন ৫ম সংসদে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৭.৩ সংসদীয় কমিটি : প্রেক্ষিত ৫ম সংসদ ঃ

টেবিল-৪.১৮ ঃ ৫ম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটি

নং	কমিটির নাম	গঠন বিধি	মোট সদস্য সংখ্যা	মহিলা সদস্য সংখ্যা	মহিলা সদস্য নাম
১	সরকারী প্রতিষ্ঠান মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৩৯ বিধি	১০		
২	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৩৪ বিধি	১৫	১	বেগম জাহানারা
৩	আইন বিচার মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৪৭ বিধি	১০		
৪	কার্য প্রনালী বিধি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৬৪ বিধি	১২		
৫	অনুমিত হিসাবে মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৩৬ বিধি	১০		
৬	বিশেষ অধিকার মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৪০ বিধি	১০	২	বেগম খালেদা জিয়া বেগম শেখ হাসিনা
৭	স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	কর্মপ্রনালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৭ বিধিতে	১৫	১	সৈয়দা মমতাজ চৌধুরী
৮	ত্রান মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১৫		
৯	শিক্ষা মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	মিসেস খুরশীদ জাহান হক
১০	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
১১	যোগাযোগ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		

Dhaka University Institutional Repository

১২	শিল্প মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম শামসুন নাহার খাজা আহসান উল্লাহ
১৩	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম খালেদা রাব্বানী
১৪	সংস্কৃতি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	জাহানারা বেগম সভাপতি বেগম শামসুর নাহার বেগম ফাতেমা চৌধুরী (পারু) বেগম রেবেকা মাহমুদ রাশিদা খাতুন সাহিনআরা হক
১৫	বানিজ্য মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	২	সভাপতি বেগম খালেদা জিয়া বেগম সাজেদা চৌধুরী
১৬	সংস্থাপন মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
১৭	ডাক ও টেলিযোগ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
১৮	সেচ পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রন মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
১৯	খাদ্য মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
২০	মৎস্য ও পশু মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম ফরিদা রহমান
২১	নৌপরিবহন মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম সেলিনা রহমান
২২	রাষ্ট্র মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম রাবেয়া চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

২৩	পূর্ত মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
২৪	অর্থ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
২৫	তথ্য মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম কেজে হামিদা খানম
২৬	পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
২৭	বন ও পরিবেশ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	২	লুৎফুননেছা হোসেন বানী আশরাফ
২৮	ভূমি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
২৯	সমাজ কল্যান মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১০	সভাপতি মিসেস সারওয়ারী রহমান প্রতিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী বেগম রোজী কবির বেগম সেলিনা শাহীদ
৩০	যুব ও ক্রিড়া মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম রওশান আরা
৩১	স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	মিসেস বেগম আছিয়া রহমান
৩২	খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	
৩৩	পাট মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
৩৪	বেসামরিক বিমান মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম রহিমা খন্দকার

Dhaka University Institutional Repository

৩৫	কৃষি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
৩৬	ধর্ম মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		বেগম আছিয়া রহমান
৩৭	মহিলা বিষয়ক মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		সভাপতি মিসেস সারওয়ার রহমান মিসেস শাহেদা সরকার বেগম নূর জাহান ইয়াসমিন বেগম হালিমা খাতুন সৈয়াদা নার্গিস আলী বেগম হাফেজা আসমা খাতুন
৩৮	পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		
৩৯	প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০		বেগম খালেদা জিয়া
৪০	সরকারী প্রতিশ্রুতি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	৮		
৪১	কার্য উপদেষ্টা মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১৪		খালেদা/ হাসিনা
৪২	কার্য প্রনালী বিধি সম্পর্কিত	,,	১২		
৪৩	বিশেষ অধিকার সমগ্র মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	খালেদা, হাসিনা
৪৪	পিটিশন মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম ফরিদা হাসান
৪৫	লাইব্রেরী মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	,,	১০	১	বেগম মতিয়া চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

১ম থেকে ৮ম সংসদে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব ঃ তুলনামুলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ৪৫টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে ২৪টি কমিটিতে নারী প্রতিনিধিত্ব ছিল। উল্লেখ্য ৫ কমিটিতে নারী সাংসদরা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

৪.৭.৪ বিশেষ কমিটি ও নারীর অংশগ্রহণ ঃ

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশেষ কমিটি গঠন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ বিশেষ পরিস্থিতিতে এ বিশেষ কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। আর বিশেষ কমিটিতে নারী সাংসদদের স্থান লাভ ও দায়িত্বপালন তাদের দক্ষতার পরিচায়ক। কিন্তু পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিশেষ কমিটিতেও নারীর অংশগ্রহণের প্রান্তিকীকরণ করা হয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-

- বিশেষ কমিটি বিধি ২৬৬ অনুযায়ী তৎকালীন সংসদ উপনেতা ড. বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাব ক্রমে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা সম্পর্কে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। তৎকালীন মন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ এ কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন বিরোধী দলের সাংসদ আসন নং ১৪৭ শেরপুর ২ থেকে নির্বাচিত সাংসদ বেগম মতিয়া চৌধুরী।

- আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজের প্রস্তাব ক্রমে সংসদে উত্থাপিত ৫টি বিল সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় সংসদে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। মীর্জা গোলাম হাফিজ এ কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তুএ কমিটিতে মহিলা সদস্যদের উপেক্ষা করা হয় অর্থাৎ কোন মহিলা সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। যে কয়টি বিলের উপর রিপোর্ট প্রদানে এ কমিটি গঠিত হয় তা হচ্ছে--

Dhaka University Institutional Repository

- The presidents (remuneration and privileges) (Amendment) Bill, 199.
- The prime minister's (Remuneration and privileges) (Amendment) Bill 197
- The minister's, ministers of state and deputy ministers (remuneration and privileges) (Amendment) Bill-1991.
- The speaker and deputy speaker (remuneration and privileges) (Amendment) Bill 1991.
- The members of parliament (remuneration and privileges) (Amendment) Bill, 1991.

➢ বাছাই কমিটি ঃ সংসদ কার্যপ্রণালী বিধি ২২৫ অনুসারেও আইন ও বিচার মন্ত্রীর প্রস্তাব ক্রমে "সংবিধান একাদশ সংশধনী বিল" ১৯৯১ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য আইনমন্ত্রীকে সভাপতি করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। অপর দিকে সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১ বিরোধী দলের উপনেতা ও সদস্য জনাব আব্দুস সামাদ আজাদের প্রস্তাবক্রমে তাহার উত্থাপিত সংবিধান (সংশোধন) বিল, ১৯৯১ এবং সদস্য রাশেদ খান মেননের প্রস্তাবক্রমে তাহার উত্থাপিত চারটি সংবিধান (সংশোধন) বিল, ১৯৯১ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ও উক্ত বাছাই কমিটিতে প্রেরন করা হয়। কিন্তু ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এ বাছাই কমিটিতে মহিলা সাংসদরা উপেক্ষার শিকার হন।

➢ বিশেষ কমিটি বিধি ২৬৬ অনুযায়ী সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ নাসিম (বিরোধী দলের চিফ হুইপ) কর্তৃক আনীত "the indeminity ordinance, ১৯৭৫ (Ordinance No. of 1975)

Dhaka University Institutional Repository

বাতিল বিল, ১৯৯১" সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য আইন মন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজকে সভাপতি করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন বিরোধী দলের সংসদ আসন নং ২২০ ফরিদপুর -২ থেকে নির্বাচিত সংসদ সৈয়দা সাজেদা চেধুরী।

- বাছাই কমিটি বিধি ২২৫ অনুসারে সদস্য জনাব সালাউদ্দিন ইউছুফের প্রস্তাবক্রমে তাহার উত্থাপিত 'সংবিধান সংশোধন বিল, ১৯৯১' সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানে আইনমন্ত্রীকে সভাপতি করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট ১টি বাছাই কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটিতেও কোন নারী প্রতিনিধিত্ব ছিল না।[১১]

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় সংসদে গঠিত বিশেষ কমিটি বা বাছাই কমিটি সমুহে মহিলা সদস্যদের উপেক্ষা করা হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করলেও সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্যরা এ কমিটিসমূহে যথাযথভাবে নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে পারেন না।

৪.৮ সংসদীয় আলোচনা ও নারী অংশগ্রহণ প্রেক্ষিত ঃ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংসদ হচ্ছে সমঝোতা ঐক্য ও দায়িত্বশীলতার মূল প্রাণকেন্দ্র। সংসদীয় আলোচনায় একজন সাংসদের অংশগ্রহণের সাথে ক্ষমতায়নের প্রশ্ন জড়িত। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে নারী সাংসদদের অবস্থা সুবিধাজনক নয়। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

বাংলাদেশের প্রথম চারটি সংসদে নারী সাংসদদের ভূমিকা ছিল গৌণ এবং নিম্ন অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত আগাগোড়াই বজায় থাকে। লক্ষ্য করা যায় যে- ৭ম জাতীয় সংসদের আগে বাংলাদেশে অতীতে কোন সংসদই রাজনৈতিক আন্দোলন ও জটিলতার কারণে পূর্ণ মেয়াদে

Dhaka University Institutional Repository

কাজ করতে সক্ষম হয়নি। এর ফলে সংসদের কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব সহ পুরুষ-সহকর্মীর মতো নারী সাংসদদেরও অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। ৫ম সংসদে নারী সদস্যগণের ভূমিকা দৃশ্যমান হলেও তা আইন প্রণয়ন কর্মকান্ডে কোন গুণগত পরিবর্তন আনেনি। তবে তারা সাধারণ ভাবে সংসদের কার্যক্রমে অংশ নেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট চালান। তবে প্রশ্নোত্তর পর্ব প্রধানতঃ পুরুষ সদস্যদের করায়ও থাকলে ও নারী সাংসদগণ ৭১ ও ৭১(ক) ধারা ব্যবহার করতে প্রয়াসী হন এবং জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারী সাংসদরা বেশ কয়েকটি নোটিশ প্রদান করেন।

৫ম জাতীয় সংসদের ২য় অধিবেশনের নোটিশ নং ৯৯/২২৭/৯১ ইং বিকাল ৩.৩০ মনিটে বেগম মতিয়া চৌধুরী বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাব বিধি ১৬৪ তে বলে জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্যদেরকে একটি এলাকার ক্ষমতা অর্পন করা হয় কিন্তু মহিলা সদস্যদেরকে সংসদ সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছে বিধায় তাহাদেরকে দশটি এলাকার কাজকর্মের ক্ষমতা অর্পন করায় সংসদ সদস্যদের অধিকার ক্ষুন্ন করা হয়েছে উল্লেখ্য যে এবিষয়টি বিশেষ অধিকার কমিটিতে প্রেরন করা হয়। আলোচনায়-২৩ জন সাংসদ অংশ নেয় এর মধ্যে একজন ছিলেন মহিলা। তাছাড়া ৫ম সংসদের ২য় অধিবেশনে জনগুরুত্বপূর্ন সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সংরক্ষিত মহিলা আসন ১০ থেকে নির্বাচিত সাংসদ ফরিদা রহমান বাংলাদেশ থেকে হুন্ডি ব্যবসা বন্ধ করা সম্পর্কে প্রস্তাব উথাপন করলে তা গৃহীত হয় কিন্তু অধিবেশন শেষে তামাদি হয়ে যায় ।

অপরদিকে ৫ম সংসদের ৩য় অধিবেশনে বিধি ৭১ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ন মনোযোগ আকর্ষন নোটিশ উথাপিত হয় ২৯০টি । এর মাত্র ১জন মহিলা ১টি নোটিশ উথাপন করেন মহিলা আসন ২৩ এর সাংসদ হাফেজা আসমা খাতুন ঢাকা মহানগরীর রাস্তাঘাট মেরামত করা প্রসঙ্গে এই নোটিশ উথাপন করেন। উথাপিত ২৯০ টি নোটিশের মধ্যে ১৩টি স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। যার মধ্যে মহিলা সাংসদের নোটিশটি ছিল। গৃহীত ৩ টি নোটিশের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

৬টি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণ বিবৃতি প্রদান করেন। এ ৬টির মধ্যে ঐ মহিলা সংসদের বিষয়টি ও গৃহিত হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ২৯-১০-৯১ তারিখে জাতীয় সংসদে বিবৃতি দেন।

এ বিষয় থেকে এটাই প্রমানিত হয় যে, মহিলা সাংসদদের সংসদে সঠিকভাবে সুযোগ প্রদান করা হয় তবে দেশের গুরুত্বপূর্ন বিষয়ের উপর তারা ও আলোচনা ও যৌক্তিক প্রস্তাব উথাপনে সক্ষম।

৫ম সংসদে ৮৭টি জরুরী জনগুরুত্বপূর্ন নোটিশ সংসদে উথাপিত হয়, স্পীকার কর্তৃক এর মধ্যে মাত্র ৯টি স্পীকার গ্রহন করেন । জরুরী মনোযোগ আকর্ষন করে মোট ৪৪ জন সাংসদ এই নোটিশ প্রদান করেন। এর মধ্যে ২ জন ছিলেন মহিলা। নোটিশ নং ৩২৫, ২৭/০১/৯২ এর উপর স্পীকার আলোচনার সুযোগ দিলে বেগম মতিয়া চৌধুরী সংসদে ঢাকা সহ সারা দেশে মশার উপদ্রুপে জীবন অতিষ্ঠ হওয়া প্রসঙ্গে উথাপন করেন এবং এ বিষয়টি গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বিবৃতি প্রদান করেন। অপরদিকে নোটিশ নং ৪৩৯, ৪/০২/৯২ উথাপনকারী বেগম ফাতেমা চৌধুরী পারু (মহিলা আসন-২৪) সিলেট শহরের পৌর এলাকায় ৯০ ভাগ সোডিয়াম বাতি না জ্বালায় সৃষ্ট পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তার প্রস্তাবটি গৃহীত হলে ১৭/০২/৯২ ইং তারিখে সংসদে মন্ত্রী বিবৃতি দেন। অর্থাৎ দেখা যায় মহিলা সাংসদরা স্বীয় এলাকার সমস্যাও সুযোগ পেলে তুলে ধরেন।[১২]

৫ম সংসদে কিছু মহিলা সাংসদ রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় অংশ নেন ও বাজেট এবং সম্পূরক বাজেট বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। তারা অর্থ বিল, পেনাল কোড (সংশোধনী) বিল, জেল পরিস্থিতি আলোচনা, ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন। আওয়ামী লীগ ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাসহ কিছু মহিলা সদস্য জাতীয় মহিলা সংস্থা বিলের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করে মতামত দেন। নারী সাংসদের পক্ষ থেকে অন্যান্য সংসদীয় কার্যক্রম যেমন প্রশ্নোত্তর পর্ব, মুলতুবি প্রস্তাব, অর্ধঘন্টা আলোচনা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ ছিল প্রান্তিক। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১৩তম

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশনের পর থেকে রাজনৈতিক অচলাবস্থা ও বিরোধী দলের অবিরাম সংসদ বয়কট এ সংসদের কর্মকান্ডকে ম্লানসহ সাংসদের ভূমিকাকে গুরুত্বহীন করে তোলে।

জাতীয় সংসদে তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন উত্থাপনের ক্ষেত্রে যথাযথ তথ্যের অভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়নি। এ অবস্থায় বলা যায় যে, যেহেতু অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীদের অবস্থা ভাল নয় সেহেতু এ ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ভাল হবে এটা আশা করা যায় না।

৪.৯ মন্ত্রী পরিষদ ও মহিলাদের অবস্থান ঃ

মূলতঃ মন্ত্রী পরিষদই দেশের প্রধান নীতিনির্ধারক। তাই মন্ত্রী পরিষদের আলোকেও নারীর ক্ষমতায়ন বিচার্য। ৫ম সংসদদের দেশের মন্ত্রী সভায় নারী সংখ্যা আশানুরূপ নয়, নারীর সঠিক প্রতিনিধিত্ব না থাকাতে মন্ত্রীসভায় অনেক সিদ্ধান্ত নারীর অনুকূলে পায় না, বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় নারীদের হার অত্যন্ত স্বল্প। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী হলেও মন্ত্রিসভায় তাদের অবস্থান নিম্ন পর্যায়ে। ১৯৭২ থেকে ২০০১ পর্যন্ত নারী মন্ত্রীর শতকরা হার নিম্নরূপ-

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল-৪.১৯ ঃ ১৯৭২-২০০১ সালের মন্ত্রীসভায় নারীর উপস্থিতি

সাল	মোট মন্ত্রীর সংখ্যা	মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা	মহিলা মন্ত্রীর শতকরা হার
১৯৭২-৭৫ (আওয়ামী লীগ সরকার)	৫০	২	৪.০
১৯৭৬-৮২ (বিএনপি সরকার)	১০১	৬	৫.৯
১৯৮২-৯০ (জাতীয় পার্টি সরকার)	১৩৩	৪	৩.০
১৯৯১-৯৬ (বিএনপি সরকার)	৩৯	৩	৭.৭
১৯৯৬-২০১ (আওয়ামী লীগ সরকার)	৪২	৪	৯.৫
২০০১ থেকে আজ পর্যন্ত (৪দলীয় জোট সরকার)	৬০	৩	৫.০

সূত্র ঃ জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে ভেমোক্রসিওয়াচের জনমত জরিপ প্রতিবেদন, জুলাই ২০০৩

টেবিল ৪.১৯ এ বাংলাদেশের মন্ত্রীসভায় নারীর অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭৬-৮২ সাল পর্যন্ত বিএনপি সরকারের সময়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক মহিলা মন্ত্রী (৬জন) ছিলে, কিন্তু মন্ত্রী সভায় মহিলা মন্ত্রীদের শতকরা হারের হিসেবে সর্বোচ্চ সংখ্যক মহিলা মন্ত্রী ছিল ৭ম সংসদ আওয়ামী লীগের শাসনামলে, শতকরা ৯.৫% ।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে মাত্র কয়েকজন মহিলা সরকার প্রধানের একজন এবং বাংলাদেশের প্রথম মহিলা সরকার প্রধান ১৯৯১ এর নির্বাচন কয়েকটি সম্ভাবনাকে সামনে তুলে ধরে। রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থা বহাল থাকলে মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান অথবা মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে মহিলা সরকার প্রধান হবেন, এটা অবধারিত হয়ে পড়ে। কেননা, নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী দুটো মধ্যপন্থী দল দুজন মহিলার নেতৃত্বে পরিচালিত। নির্বাচনের ফলাফল একজন মহিলা নেত্রীকে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের নেতার আসনে অধিষ্ঠিত করবে, এটাও সুনিশ্চিত থাকে। প্রয়াত

Dhaka University Institutional Repository

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে প্রথম মহিলা (পূর্ণ) মন্ত্রী নিয়োগ করেন, যিনি সদ্যসৃষ্ট মহিলা মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত হন।

মন্ত্রীসভায় নারীদের হার স্বল্প হলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকার প্রধান এবং বিরোধী দলের নেতৃত্বে রয়েছেন দু'জন নারী। এটা বাংলাদেশে তো বটেই পৃথিবীর ইতিহাসেও রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এক দশক কাল বাংলাদেশে দু'জন নারী সরকার প্রধান থাকার পরও অন্য নারীরা এখনও মন্ত্রিসভার দায়িত্বের ক্ষেত্রে চিরাচরিত ছকে বাঁধা।

তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ৭ম সংসদের সময়কালে আওয়ামী লীগের শাসনামলে সর্বাধিক সংখ্যক পূর্ণ মন্ত্রীর উপস্থিতি দেখা যায়। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ তিনজন নারী পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে। এ সময়েই ১ম মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রনালয় প্রদান করা হয়। সাজেদা চৌধুরীকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রনালয় এবং মতিয়া চৌধুরীকে কৃষি মন্ত্রনালয় প্রদান করা হয়।

এরপর ৮ম সংসদে বিএনপি শাসনামলে মহিলাদেরকে মন্ত্রীসভায় অবহেলার শিকার হতে হয়। এসময় মহিলারা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রনালয় লাভ করেন। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ব্যতীত পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে খুরশীদ জাহান হক মহিলা ও শিশু প্রতিমন্ত্রী, (সেলিমা রহমান) কে সংস্কৃতিক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। এ মন্ত্রীদের বাইরে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা হিসেবে অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম প্রথমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়, পরে ঐ মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব প্রত্যাহার করা হয়। সার্বিকভাবে মন্ত্রী সভায় মহিলাদের অবস্থান অত্যন্ত হতাশাজনক, দেশের সার্বিক জনসংখ্যার বিচারে মহিলাদের আরো বেশী সংখ্যায় মন্ত্রীসভায় স্থান দিতে হবে। এভাবে একজন মহিলা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেও মহিলা প্রতিনিধিরা পিতৃতান্ত্রিক আচরণের বাইরে থাকেনি। পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর অধীন মহিলা প্রধানমন্ত্রী ও এই কাঠামোর বাইরে গিয়ে মহিলাদের জন্য তেমন কিছু করার সুযোগ রাখেননা বলেই মনে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা ঃ

১। Ahmed Moudud, *Democracy and the Challenge of Development,* UPL, 1995 P-346.

২। রাফিক ইয়াসমিন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, *লোক প্রশাসন সাময়িকী* অষ্টাদশ সংখ্যা, মার্চ, ২০০১ পৃ-২৯।

৩। আবুল ফজল, শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, রংপুর টাউন ষ্টোর্স, ১৯৯৮ পৃ-২১১।

৪। এমাজ উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন ঃ প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা, ঢাকা, করিম বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৮ পৃ-৩৪৭-৩৪৯।

৫। জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-১১, সংখ্যা-১, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩ পৃ-৪৮।

৬। জাতীয় সংসদ অধিবেশনের কার্য প্রবাহের সারাংশ-পঞ্চম জাতীয় সংসদ-১ম থেকে বাইশ অধিবেশন পৃ-১৬।

৭। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সংবিধান, সংশোধিত-২০০১।

৮। নির্বাচনী ইশতেহার, ১৯৯১ [প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত]।

৯। প্রাগুক্ত, বাংলাদেশ সংবিধান।

১০। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী চিঠি, ঢাকা।

১১। প্রাগুক্ত, কার্যপ্রণালী বিধি, ঢাকা।

১২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৫ম জাতীয় সংসদের কার্যনির্বাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিতকরণ

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষণ ও সমন্বিতকরণ

৫.১ ভূমিকা ঃ

আলোচ্য গবেষণায় বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ঃ প্রেক্ষাপট ৫ম সংসদ বিষয়ে সর্বস্তরের জনগণের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অধিকাংশ জনগণের মতামত প্রায় একমুখী হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের মতো পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে জনগণের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যাশা প্রায় একই প্রবণতার হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে কিছু কিছু জনগণের মতামতে ব্যাপক পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। যা হোক, জনগণের মতামত গবেষণায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহের একটি সঠিক চিত্রই পরিলক্ষিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সামাজিকীকরণের প্রথম ধাপটি শুরু হয় পরিবারের পিতা এবং বিবাহ পরবর্তী সময়ে স্বামী দ্বারা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণেই সামাজিকীকরণে পিতা ও স্বামী মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। নারীদের কী করা, কী করা উচিত নয় এ বিষয়টি পিতা এবং স্বামী এমনভাবে নির্ধারণ করে দেন যাতে, তাদের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন থাকে। ফলে নারীরা পিছিয়ে পড়ে। গবেষণায় মূলতঃ নারীর ক্ষমতা কাঠামো, ক্ষমতার চর্চা, নারী ও পুরুষ সদস্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কসহ তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান জানার জন্য সরাসরি মাঠ পর্যায় থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রশ্নমালা পূরণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এ তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বত্রই রাজনৈতিক ক্ষমতা-কাঠামো এবং নারী-পুরুষ সদস্যদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রায় একই রকম। তবুও এই গবেষণা কর্মে নারীদের সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী

Dhaka University Institutional Repository

তিনটি পর্যায়ে ভাগ করে প্রত্যেকটি পর্যায় থেকেই পৃথক পৃথকভাবে নারীদের মতামত গৃহীত হয়। **প্রথম পর্যায়ে জনসাধারণ হিসেবে (২০০) দুইশত জন সাধারণ নারী ও পুরুষের মতামত গৃহীত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে, সমাজে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এমন (৯০) নব্বই জন নারীর মতামত নেওয়া হয় এবং সর্বশেষ পর্যায়ে, (১০) দশ জন মহিলা সাংসদদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়।** যারা বিভিন্ন সময়ে সংরক্ষিত আসনে অথবা সরাসরিভাবে নির্বাচিত হয়ে পঞ্চম জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। উল্লেখ্য যে জনসাধারণের মতামতের ক্ষেত্রে সাধারণ নারীদের একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তথ্য সংগ্রহের কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। গুণগত ও সংখ্যাগত দু'ধরণের তথ্যই গবেষণায় স্থান পেয়েছে। তবে এই গবেষণায় মূলত গুণগত তথ্যের উপরই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং গুণগত তথ্যগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংখ্যাগত তথ্যের সহায়তা নেয়া হয়েছে। সংখ্যাগত তথ্যগুলোকে সাদৃশ্য অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে। টেবিল ও বিভিন্ন চিত্র এবং ডায়াগ্রামের মাধ্যমে সংখ্যাগত তথ্যসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫.১.১ গবেষণার বিষয় সংশ্লিষ্ট মূলক্ষেত্র ঃ

এই গবেষণায় ১০ জন নারী সংসদ সদস্যের মতামত সংক্রান্ত তথ্য প্রশ্নমালা পূরণ পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ প্রশ্নমালায় মোট ৩৫টি প্রশ্ন অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই প্রশ্নমালায় নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

- ❑ উত্তরদাতার পরিচিতি, বয়স, পেশা, ধর্ম ও পরিবারের আর কেউ রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট কিনা ?
- ❑ উত্তরদাতার এলাকার সাংসদ ও জনগণের কাজকর্মে তার ভূমিকা।
- ❑ উন্নয়নমূলক কাজকর্মে স্থানীয় সাংসদের ভূমিকা।
- ❑ সংসদ সদস্যদের রাজনীতি সম্পর্কে পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি ও পারিবারিক সহযোগিতা।
- ❑ নারী সংসদ সদস্যদের রাজনীতিতে আসার প্রেক্ষাপট ও ছাত্রী জীবনে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা প্রসঙ্গে।

Dhaka University Institutional Repository

- ❑ নারীদের রাজনীতি করা ও যোগ্যতা প্রসঙ্গ।
- ❑ নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গ।
- ❑ বাংলাদেশে নারী রাজনীতির অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সমূহ।
- ❑ প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায়।
- ❑ চতুর্দশ সংশোধনী ও সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন প্রসঙ্গ।
- ❑ নারীর অধিকার আদায়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রভাব।
- ❑ মহিলা সাংসদ হিসেবে একজন নারীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা।
- ❑ জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রসঙ্গে।
- ❑ সংসদ নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ।
- ❑ প্রচারণায় অংশগ্রহণ।
- ❑ নারীদের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ।
- ❑ প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূরী করণের উপায় নির্বাচনী ব্যয় ও বিজয়।
- ❑ নারীর ক্ষমতায়নে একজন মহিলা সাংসদের ভূমিকা।
- ❑ জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালন।

৫.১.২ উত্তরদাতাদের পরিচিতি ঃ ১ম পর্যায়

এই চলকের আওতায় জনসাধারণের মতামত গৃহিত হয়। এক্ষেত্রে উত্তর দাতাদের বয়স, ধর্ম, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষা, স্বামীর শিক্ষাগতযোগ্যতা ও পেশা সম্পর্কে তথ্য গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য যে জনসাধারণের মতামতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাধারণ নারীর মতামত গ্রহণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.১.৩ মতামত প্রদানকারীদের বয়সসীমা ঃ

১৫ থেকে ৯০ বছর বয়স্কদের মধ্য হতে মতামত সংগ্রহ করা হয় সর্বাধিক সংখ্যক ৪২% মতামত গৃহিত হয়েছে ২৬-৪০ বছর বয়সীদের কাছ থেকে এরপরে পর্যায়ক্রমে ১৫-২৫ বছর বয়সী ৩০% ৪১-৫৫ বছর বয়সী ১৩% ৫৬-৭০ বছর ১০% বয়সীদের অবস্থান। ৭০ বছর এর উর্ধ্বের বয়সী ৫% (১০ জন) ব্যক্তি হতে তথ্য সংগৃহীত হয়।

রেখচিত্র ৫.১ ঃ মতামত প্রদানকারীদের বয়স ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ

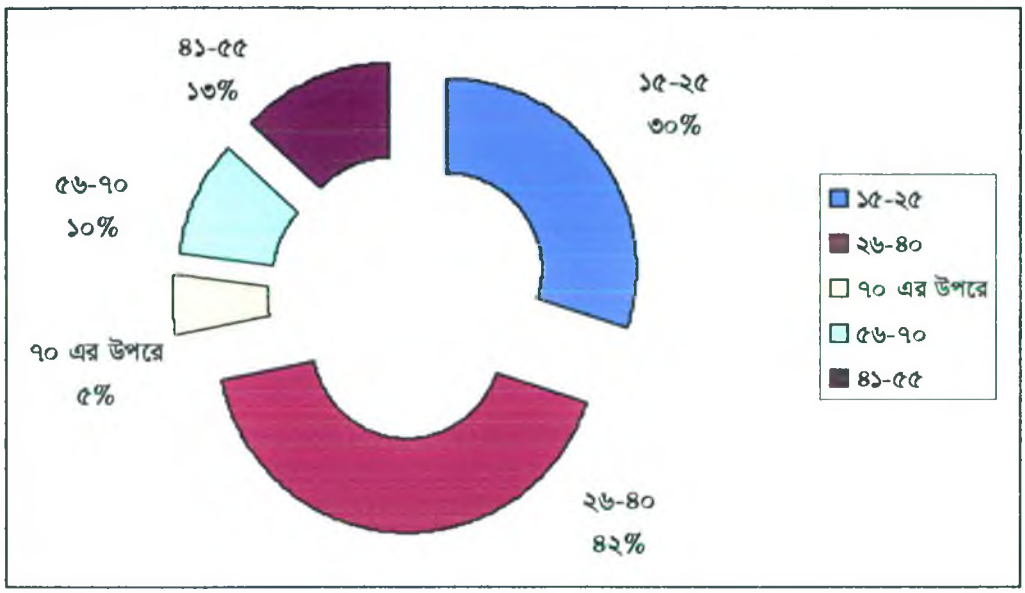

টেবিল ৫.১ ঃ মতামত প্রদানকারীদের বয়সসীমা

বয়সসীমা	সংখ্যা	শতকরা হার
১৫-২৫	৬০	৩০%
২৬-৪০	৮৪	৪২%
৪১-৫৫	২৬	১৩%
৫৬-৭০	২০	১০%
৭০ এর উপরে	১০	৫%
মোট	২০০	১০০%

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৫.২ ঃ সাধারণ নারীদের বয়স

বয়স	শতকরা হার
১৫-৩০	২৫%
৩০-৪৫	৪২%
৪৫-৬০	৩০%
৬০-তদুর্ধ্ব	৩%

টেবিল ৫.২ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সাধারণ নারীদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উত্তরদাতা ছিলেন (৩০-৪৫) বয়সসীমা মধ্যে- অর্থাৎ ৪২% সর্বনিম্ন ৩% উত্তরদাতা ছিলেন ৬০-তদুর্ধ্ব।

৫.১.৪ মতামত প্রদানকারীদের পেশা ঃ

মতামত প্রদানকারীদের পেশাগত অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সবচেয়ে বেশী মতামত গৃহিত হয়েছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ২৮% এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সিংহভাগ ৫৫% ছিল বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থী। সাধারণ কলেজে অধ্যয়নরত ছিল ৩০% পেশাজীবি কোর্সে অধ্যায়নরত ছিল ১৫%। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে চাকুরীজীবিদের হার ছিল ১০%। এদের মধ্যে সরকারী সেক্টরে ৬২% এবং বেসরকারি সেক্টরে ৩৮% কর্মরত ছিলেন। ১০% শিক্ষক তাদের মতামত ব্যক্ত করেন এর মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ৬৫% ছিলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এর পরেই ১০% বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকতায় নিয়োজিত বাকী ২৫% ছিলেন কলেজ স্তরের শিক্ষক।

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ৫.২ ঃ মতামত প্রদানকারীদের পেশা

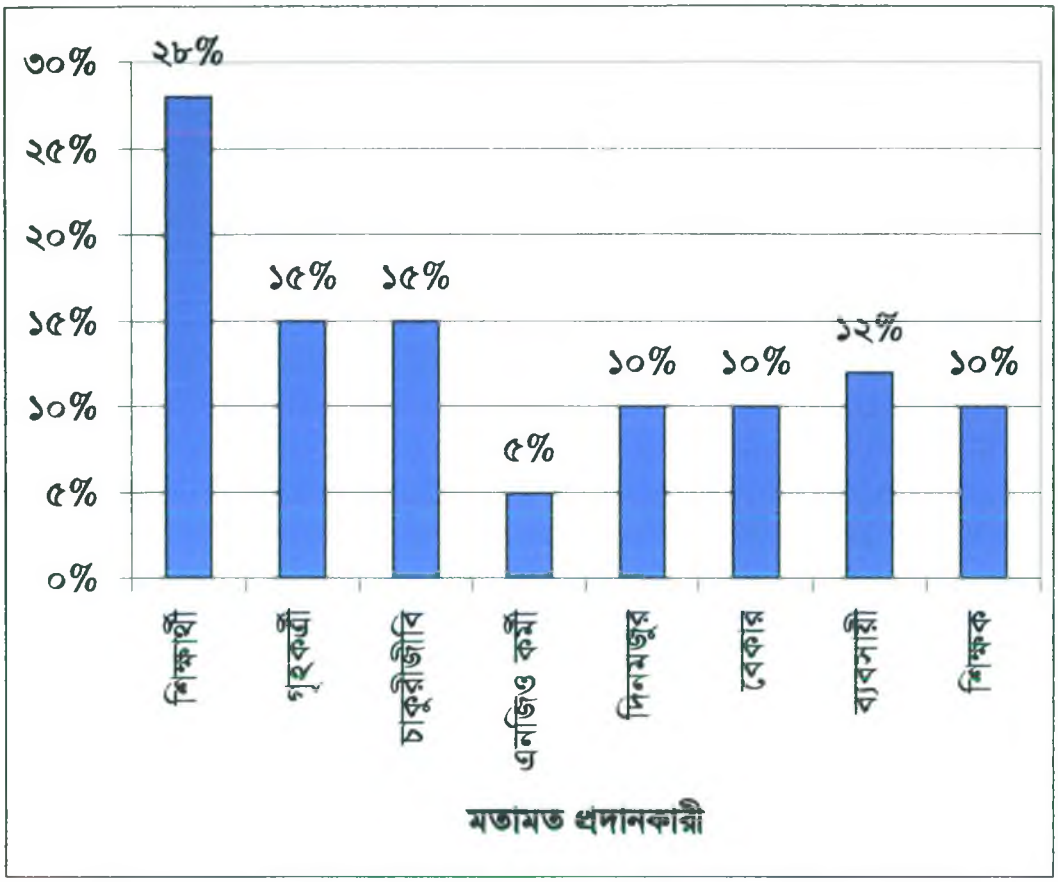

টেবিল ৫.৩ ঃ মতামত প্রদানকারী পেশা

পেশা	পুরুষ	মহিলা	একত্রে	শতকরা হার
শিক্ষার্থী	৩০	২৬	৫৬	২৮%
গৃহকর্ত্রী	-	৩০	৩০	১৫%
চাকুরীজীবি	১১	৯	২০	১০%
এনজিও কর্মী	৪	৬	১০	৫%
দিনমজুর	১৩	৭	২০	১০%
বেকার	১১	৯	২০	১০%
ব্যবসায়ী	১৮	৬	২৪	১২%
শিক্ষক	১১	৯	২০	১০%

Dhaka University Institutional Repository

মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ১২% ছিলেন ব্যবসায়ী। আবার এই ব্যবসায়ীদের মধ্যে ৪৮% ছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী (যেমন হকার, মুদি দোকান, চা ষ্টল ইত্যাদির সাথে জড়িত এবং বাকী ৫২% ছিলেন সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী)।

টেবিল ৫.৪ ঃ উত্তরদাতা সাধারণ নারীদের ও তাদের স্বামীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষার হার	উত্তরদাতা নারী	উত্তরদাতা নারীদের স্বামী
এস.এস.সি ও তার নীচে	৪২%	৪০%
এইচ.এস.সি	৩০%	৩১%
উচ্চ শিক্ষিত	২৮%	২৯%

টেবিল ৫.৫ ঃ সাধারণ নারীদের স্বামীদের পেশা

পেশা	শতকরা হার
শিক্ষকতা	৩০%
ব্যবসা	৫২%
রাজনীতি	১২%
অন্যান্য	১৬%

টেবিল ৫.৬ ঃ সাধারণ নারীদের বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	নারীর শতকরা হার
অবিবাহিত	৩১%
বিবাহিত	৬৯%

Dhaka University Institutional Repository

৫.২ গবেষণায় ২য় পর্যায় ঃ প্রাথমিক তথ্য

বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর অংশ গ্রহণ ঃ প্রেক্ষাপট ৫ম সংসদের আলোকে বাংলাদেশে নারীর অবস্থান ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ণের স্বরূপ উদঘাটনের জন্য ৯০ জন প্রতিষ্ঠিত নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে গবেষণার দ্বিতীয় পর্যায়ে সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের মতামত জরীপে তাদের পেশা, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে তথ্য নেয়া হয়েছে।

টেবিল ৫.৭ ঃ প্রতিষ্ঠিত নারীদের পেশা

পেশা	সংখ্যা	হার
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা	১১	১০%
মহিলা এনজিও নির্বাহী	১৩	১৪%
দাতা সংস্থার উচ্চপদে কর্মরত মহিলা	৭	৬%
বিচার বিভাগীয় দায়িত্বে নিয়োজিত মহিলা	৭	৮%
সফল মহিলা ব্যবসায়ী	১৮	২০%
সরকারী কর্মকর্তা	২৫	২৪%
ব্যাংক কর্মকর্তা	৩	২%
প্রতিষ্ঠিত নারী নেত্রী	৬	৬%

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ৫.৩ ঃ প্রতিষ্ঠিত নারীদের পেশা

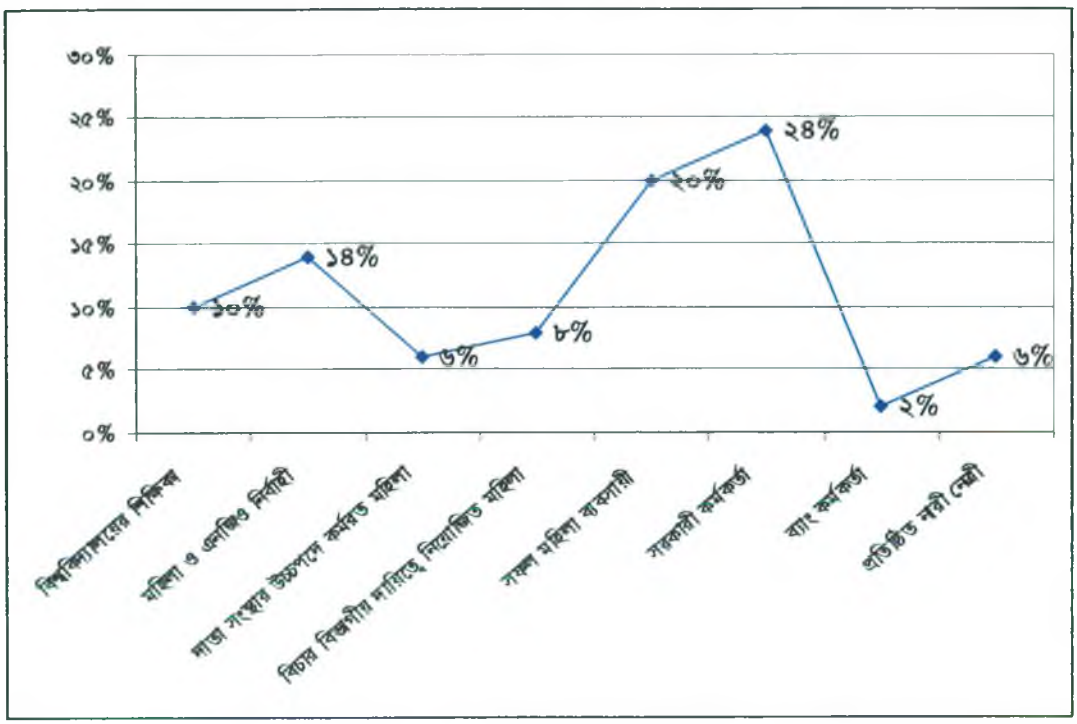

টেবিল ৫.৭ ও রেখচিত্র ৫.৩ অনুযায়ী দেখা যায় যে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী সমাজের প্রতিষ্ঠিত নারীদের ২৪% ছিলেন সরকারী কর্মকর্তা এরপর ক্রমান্বয়ে ২০% ছিলেন সফল ব্যবসায়ী, ১৪% ছিলেন মহিলা এনজিও নির্বাহী ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষিকা ছিলেন ১০% । যা গবেষণার জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

টেবিল ৫.৮ ঃ সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	শতকরা হার
অবিবাহিত	২৩%
বিবাহিত	৭৭%

Dhaka University Institutional Repository

৫.২.১ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আন্ডার এইচ.এস.সি শিক্ষিতের হার ২২% ডিগ্রী পাস ও মাষ্টার্স পাশ ৩৮% অবশিষ্ট সংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স ও মাষ্টার্স পাশ।

রেখচিত্র ৫.৪ ঃ প্রতিষ্ঠিত নারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

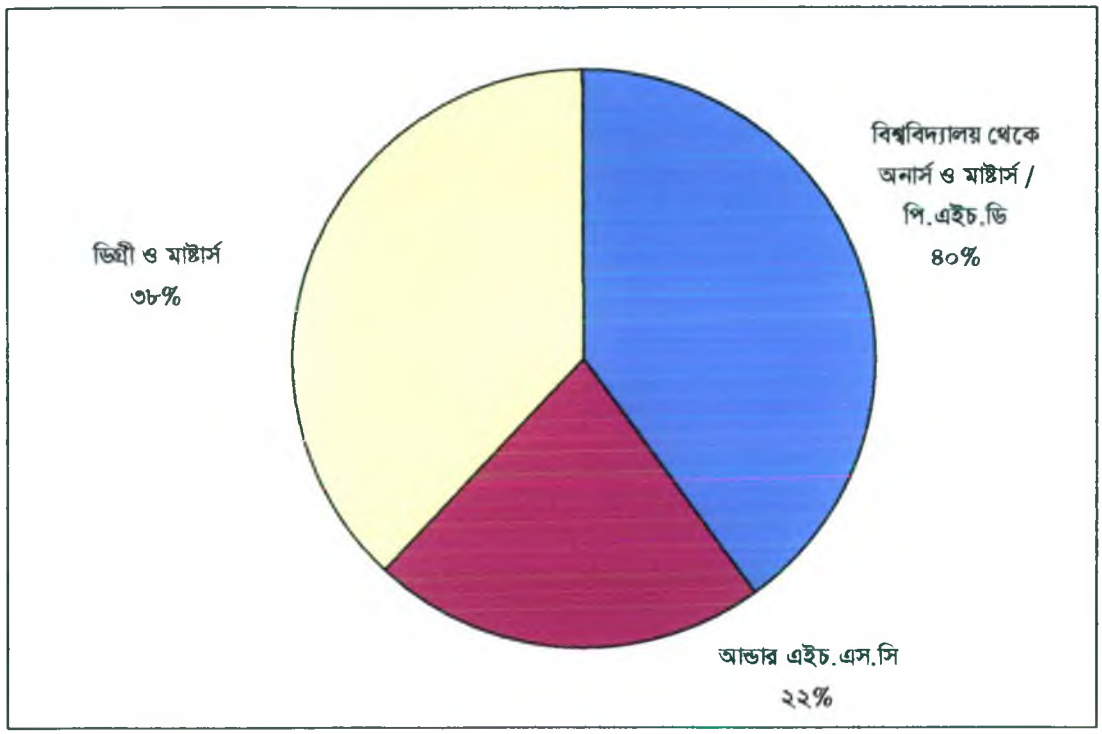

৫.৩ গবেষণার ৩য় পর্যায় ঃ প্রাথমিক তথ্য

জরীপের তৃতীয় পর্যায়ে মহিলা সাংসদদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং স্বামীর পেশা, বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ তাদের পরিবারের ধরণ, পারিবারিক আয় পরিবারের সদস্য; রাজনীতি সম্পর্কে পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পারিবারিকভাবে কার সহযোগিতা বেশী পায় ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জরীপে দেখা যায় যে, নারী সংসদ সদস্যদের অধিকাংশেরই বয়স ৪৫ থেকে পঞ্চাশের মধ্যেই যা নিম্নের টেবিলে দেখানো হলো ঃ

টেবিল ৫.৯ ঃ মহিলা সাংসদদের বয়স

বয়স	শতকরা হার
৪০-৫০	৪৩%
৫০-৬০	৩৩%
৬০-তদুর্ধ্ব	২৪%

৫.৩.১ নারী সাংসদদের বৈবাহিক অবস্থা ঃ

নারী সাংসদদের বৈবাহিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাদের ৮১% বিবাহিত ১০% বিধবা আর ৯% অবিবাহিত

টেবিল ৫.১০ ঃ মহিলা সাংসদদের বৈবাহিক অবস্থা

বৈবাহিক অবস্থা	শতকরা হার
বিবাহিত	৮১%
বিধবা	১০%
অবিবাহিত	৯%

৫.৩.২ পেশাগত অবস্থান ঃ

পেশাগত দিক থেকে অধিকাংশ সাংসদই স্বামীর ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করেন এবং তাদের স্বামীরাও ব্যবসা, শিক্ষকতা ও শুধু রাজনীতির সাথে জড়িত।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩.৩ নারী সাংসদদের পারিবারিক অবস্থা ঃ

সাংসদদের অধিকাংশেরই তথা ৯৪% এর একক পরিবার। আরমাত্র ৬% কোন না কোনভাবে যৌথ পরিবারে বাস করেন।

রেখচিত্র ৫.৫ ঃ সাংসদদের পারিবারিক অবস্থা

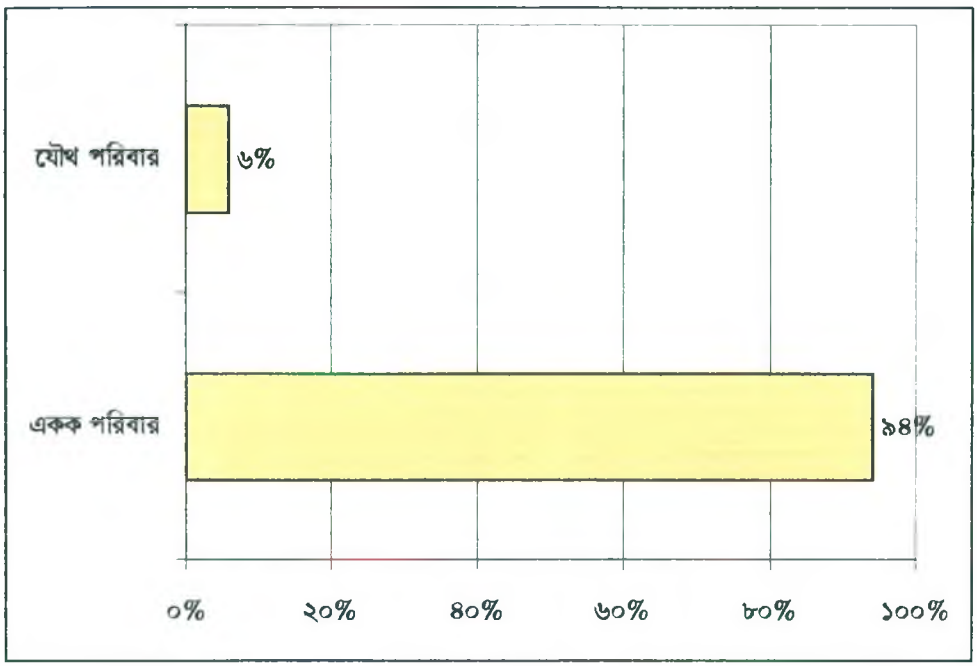

৫.৩.৪ রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা ঃ

অধিকাংশ সাংসদদের পরিবারেরই রাজনৈতিক ইতিহাস রয়েছে। পিতা বা স্বামী জাসদ, আওয়ামী, আওয়ামী মুসলিম লীগ, মুসলিম লীগ, ন্যাপ (ভাসানী), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সাংসদদের পিতা বা স্বামী বিভিন্ন রাজনেতিক দলের এমপি, মন্ত্রী ও রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়ায় মহিলা সাংসদগণ তাদের স্বামী বা পিতার মৃত্যু বা অবসর গ্রহণের পর রাজনীতিতে আসেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৫.১১ ঃ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে মহিলা সাংসদদের পারিবারিক পূর্ব সংশ্লিষ্টতা

রাজনৈতিক দল	পাবিারিক সংশ্লিষ্টতার হার
মুসলিম লীগ	১৭%
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩৮%
জাসদ	৫%
ন্যাপ	১০%
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২১%
অন্যান্য	৯%

৫.৩.৫ রাজনীতির প্রতি পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

জরীপে সাংসদদের রাজনীতি সম্পর্কে পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাওয়া হলে ৫৬% সাংসদ মনে করেন তাদের পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের রাজনীতির প্রতি ইতিবাচক। অবশিষ্ট ২২% এর বক্তব্য হলো পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক। অপর ২২% বলেন, তাদের পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ। অর্থাৎ রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা কোন রকম বাঁধার সৃষ্টি করেনা।

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ৫.৬ ঃ মহিলা সাংসদদের রাজনীতির প্রতি তাদের পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি

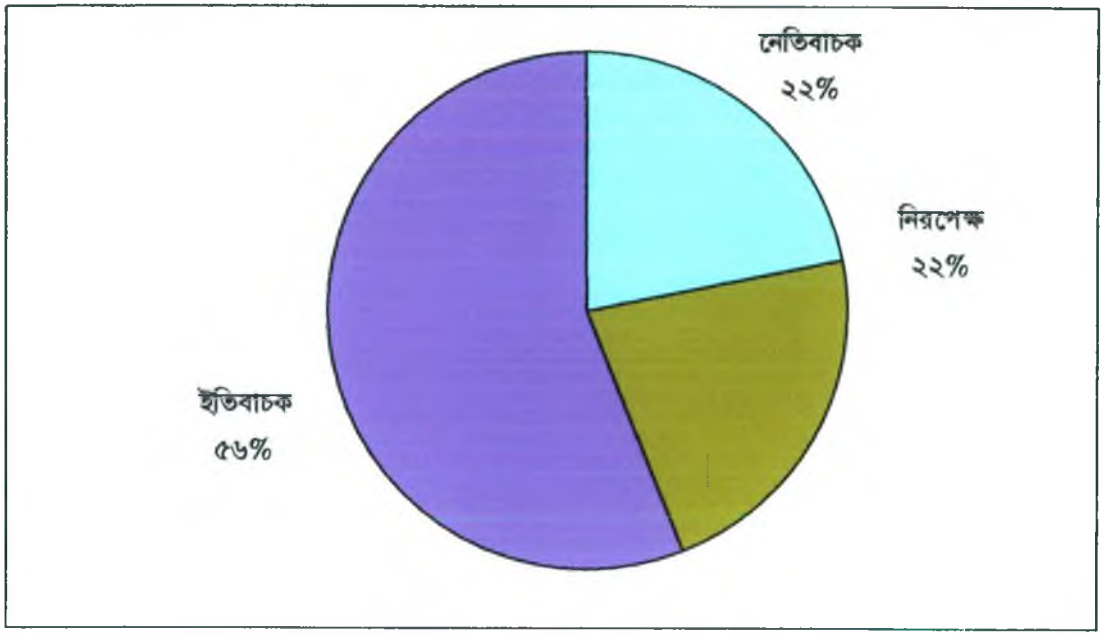

৫.৩.৬ মহিলা সাংসদদের পারিবারিক সহযোগীতা ঃ

মহিলা সাংসদদের জন্য পারিবারিক সহযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবারের কোন ব্যক্তি থেকে তারা সবচেয়ে বেশী সাহায্য লাভ করে থাকেন এ প্রশ্ন করা হলে ৪২% সাংসদ রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের স্বামীর সহযোগীতার কথা উল্লেখ করেন। অপর দিকে ৩০% পিতা ও ভাইদের সহযোগীতার কথা বলেন। অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ ২৮% বলেন রাজনীতিতে দলীয় নেতার সহযোগীতাই মূখ্য।

টেবিল ৫.১২ ঃ মহিলা সাংসদদের পারিবারিক সহযোগী

সহযোগী ব্যক্তি	শতকরা হার
স্বামী	৪২%
পিতা / ভাই	৩০%
অন্যান্য (দলীয় নেতা)	২৮%

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.১ স্থানীয় সাংসদ ও জনগনের কাজকর্মে ভূমিকা ঃ

এই চলকের অধীনে শুধুমাত্র সাধারণ জনগণকে প্রশ্ন করা হয়। জরীপের ফলাফলে দেখা যায় ৬১% সাধারণ জনগণ মনে করেন, স্থানীয় সাংসদদেরকে তাদের কাজকর্মে একেবারেই পাওয়া যায় না। নির্বাচনকালীন সময়ে তারা শুধু ভোট চাইতে আসেন। ২২% এর মতামত হলো তারা নিজেরা চেষ্টা করে মাঝে মাঝে তাদের সাংসদদেরকে নিজেদের কাজকর্মে পেয়ে থাকেন। অবশিষ্ট ১৭% জনগণ মনে করেন, তাদের কাজকর্মে সাংসদদেরকে নিয়মিত ভাবে পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্থানীয় প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও সাংসদগণ সেভাবে কাজ করছেন না। আর সংরক্ষিত আসনের নির্বাচিত নারী সাংসদদের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা হলে অধিকাংশই একমত পোষণ করে যে, শুধু নির্বাচনকালীন সময়ে অর্থাৎ জাতীয় নির্বাচনের সময় নারী সাংসদদেরকে কিছুটা দেখা যায়।

রেখচিত্র ৫.৭ ঃ স্থানীয় জনগণের কাজকর্মে সাংসদদের ভূমিকা

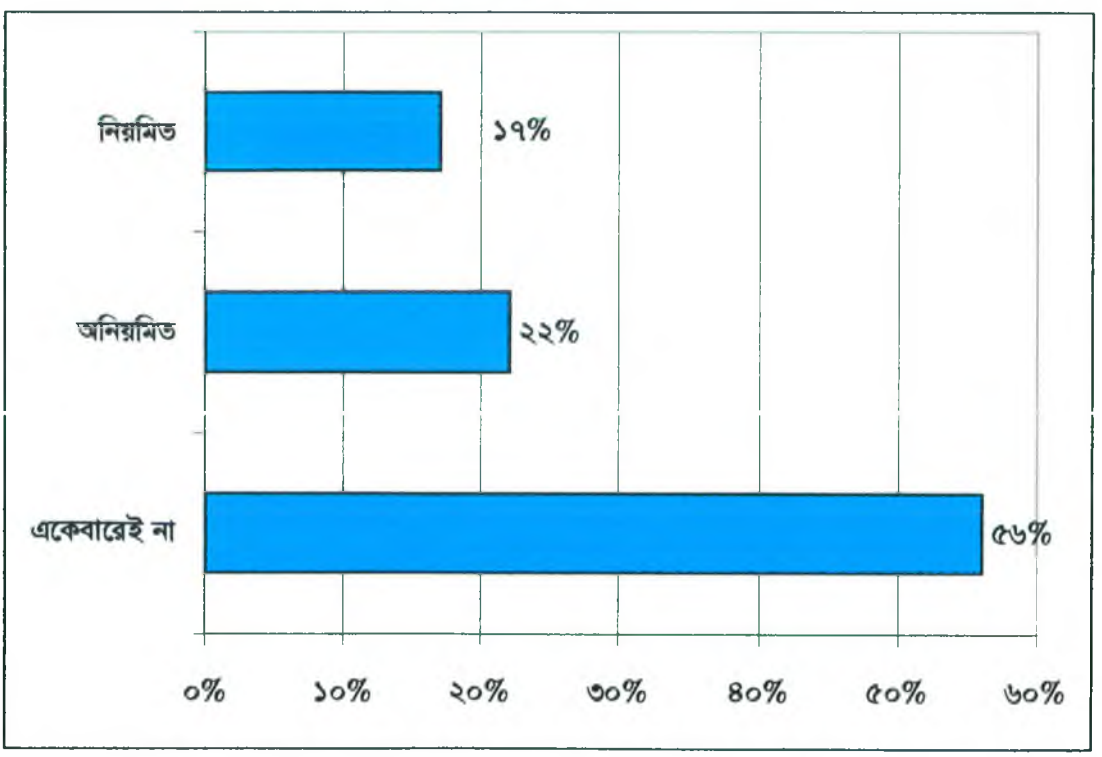

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.২ উন্নয়নমূলক কাজকর্মে সাংসদদের ভূমিকা ঃ

এই চলকের অধীনে সাধারণ জনগণকে অন্য আর একটি প্রশ্ন করা হয় তা হলো সাংসদগণ এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করেন কিনা। ৫২% জনসাধারণের মতামত হলোতার উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন। ৩১% বলেন স্থানীয় উন্নয়নে সাংসদদের কোন ভূমিকা নেই এবং ১৭% কোন মন্তব্য করেন নি।

টেবিল ৫.১৩ ঃ স্থানীয় উন্নয়নে সাংসদদের ভূমিকা

স্থানীয় উন্নয়নে সাংসদদের ভূমিকা রয়েছে		
হ্যাঁ	না	মন্তব্য করেননি
৫২%	৩১%	১৭%
উন্নয়নমূলক কাজের ধরণ		
নির্বাচনী এলাকা		
রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুল তৈরী, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, এন.জি.ও কাজকর্মে সহযোগিতা, দুঃস্থ নারীদেরকে সহযোগিতা প্রদান, ভিজিএফ ও ভিডিএফ কার্যক্রম তদারকি করণ।		

জনসাধারণের মতামতে দেখা যায় যে, ৫২% নারী সাংসদরা স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজকর্মে ভূমিকা রাখেন এ মন্তব্য করলেও তাদের ধারণা সাংসদগণ অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকেন শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এবং বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করেন নিজেদের সামাজিক প্রতিপত্তি ও প্রভাব বজায় রাখার জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.৩ নারী সাংসদদের রাজনীতিতে আসার প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে ঃ

বাংলাদেশের মতো পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের রাজনীতি করা অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। সামাজিক আচার আচরণ ও ধর্মীয় রীতিনীতি এবং পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করেই বাংলাদেশের নারীদেরকে রাজনীতি করতে হয়। এই চলকের অধীনে নারী সাংসদদেরকে ছাত্র জীবনে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হয়। জরীপে দেখা যায় খুব কম নারী সাংসদই ছাত্র জীবনে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মাত্র ২৭% নারী সাংসদ ছাত্র জীবনে রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। প্রায় ৫৬.৬৬% নারী সাংসদ বলেন তারা তাদের সংসদ নির্বাচনের পূর্বে কখনোই রাজনীতির সাথে এভাবে জড়িত ছিলেন না। জরীপে আর একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, কিছু নারী সাংসদ নিজেদের জীবনের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে অস্বীকৃতি প্রদান করেন এবং মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।

টেবিল ৫.১৪ ঃ ছাত্রী জীবনে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্টতা

ছাত্রী জীবন রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন	সংশ্লিষ্ট ছিলোনা	মন্তব্য করেননি
২৭%	৫৬.৬৬%	১৬.৪৩%

একইভাবে এই চলকের অধীনে নারী সাংসদদের রাজনীতিতে আসার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। জরীপে দেখা যায়, তাদের পারিবারিক রাজনৈতিক শূন্যতা তথা বাবা বা স্বামীর মৃত্যু অথবা অসুস্থতা ও অবসর গ্রহণ করার কারণে রাজনীতিতে এসেছেন প্রায় ৬১% নারী। ১৯% নারী অভিমত প্রদান করেন তারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে রাজনীতি করছেন। ২০% নারী অন্যান্য কারণের কথা উল্লেখ করেন। যা নিম্নের টেবিলে দেখানো হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৫.১৫ ঃ নারী সাংসদদের রাজনীতিতে আসার প্রেক্ষাপট

স্বামী / বাবার মৃত্যু বা অসুস্থতা বা অবসর গ্রহণ করা	স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে	অন্যান্য
৬১%	১৯%	২০%

৫.৪.৪ নারীদের রাজনীতি করা ও যোগ্যতা প্রসঙ্গ ঃ

বাংলাদেশের সামাজিক ব্যবস্থায় এখনও এ বিতর্ক রয়েছে যে, নারীরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবে কিনা, তাই এই চলকের অধীনে সাধারণ নারীদেরকে নারীদের রাজনীতি করাকে সমর্থন করেন কিনা-এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। নিম্নের টেবিলে দেখা যায় ৬২% নারী নারীদের রাজনীতি করাকে সমর্থন করেন বলে জানিয়েছেন। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ৩১% নারী উত্তর প্রদান থেকে বিরত থাকেন। এ থেকে বুঝা যায় সমাজে এখনও এমন একটি গোষ্ঠী রয়েছে যারা এ বিষয়ে মতামত প্রদান করতেও এখনো অনীহা প্রকাশ করেন। ৭% নারী নারীদের রাজনীতি করার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করেন।

টেবিল ৫.১৬ ঃ নারীদের রাজনীতি করার প্রতি নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি

নারীদের রাজনীতি করা		
সমর্থন করেন	করেন না	মন্তব্য করেন নি
৬২%	৭%	৩১%

একই বিষয়ে সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদেরকে প্রশ্ন করা হয়। সাধারণ নারীদের থেকে প্রতিষ্ঠিত নারীদের অভিমত একটু ভিন্ন প্রকৃতির। ৯৭% নারীই অভিমত প্রদান করেন যে, অবশ্যই নারীরা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবে। ১% নারী মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন এবং ২% নারী নেতিবাচক অভিমত প্রদান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৫.১৭ ঃ নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা প্রসঙ্গে
স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের অভিমত

নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ		
সমর্থন করেন	করেন না	মন্তব্য নিস্প্রয়োজন
৯৭%	২%	১%

একই চলকের অধীনে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে হলে কি কি যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন সে বিষয়ে সাধারণ নারী ও সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের প্রশ্ন রাখা হয়। জরীপে দেখা যায় এক্ষেত্রে সমগোত্রীয় অভিমত পাওয়া যায় যা নিম্নের সারণিতে দেখানো হলো ঃ

টেবিল ৫.১৮ ঃ নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যোগ্যতা

উচ্চ শিক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে সামর্থ্যবান, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা, পারিবারিক ঐতিহ্য, সচেতনতা, সু-স্বাস্থ্য, বন্ধুভাবাপন্ন, কর্মী, সৎ, সাহসী ও পরিশ্রমী।

৫.৪.৫ নারীদের ক্ষমতায়ণ প্রসঙ্গ ঃ

সারা বিশ্বব্যাপী আজ উন্নয়নের ধারা তীব্রগতিতে চলছে। অথচ নারীরা আজও অনেক পিছিয়ে রয়েছে। তাই তাত্ত্বিক ধারণা নারীর ক্ষমতায়নের-মাধ্যমেই নারী উন্নয়ন সম্ভব। তাই এ চলকের অধীনে এই জরীপের দু'টি স্তরে সাধারণ নারী ও সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদেরকে কতিপয় প্রশ্ন করা হয়। সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের ৯১% মনে করেন রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নে প্রভাব ফেলবে। নিম্নের টেবিলে দেখা যায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন ৯% নারী।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৫.১৯ ঃ ক্ষমতায়নে নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের প্রভাব

নারীর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের প্রভাব রয়েছে	রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ ও অন্যান্য বিষয়ের প্রভাব রয়েছে
৯১%	৯%

একই চলকের অধীন সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদেরকে নারীর ক্ষমতায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তাদের মিশ্র অভিমত পাওয়া যায় যা নিম্নের টেবিলে দেখানো হলো ঃ

টেবিল ঃ ৫.২০ নারীর ক্ষমতায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
নারী শিক্ষার প্রসার, সচেতনতা বৃষ্টি, আইন প্রণয়ন, ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা, পারিবারিক সহযোগিতা, নিরাপত্তা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক সহিংসতা প্রতিরোধ।

ক্ষমতায়ণ প্রসঙ্গে সাধারণ নারী এবং সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের সামনে একটি প্রশ্ন করা হয়। জরীপের ফলাফলে দেখা যায়, নারীর ক্ষমতায়নে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যাপারে উভয় স্তরের নারীদের মতামতে তারতম্য লক্ষ্যণীয়। নিম্নের চিত্রে দেখা যায় যে, এ প্রসঙ্গে সাধারণ নারীরা যেখানে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের প্রতি বেশী জোড় দিয়েছেন সেখানে সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীরা নারী শিক্ষা প্রসারের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ৫.৮ ঃ নারীর ক্ষমতায়নে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়

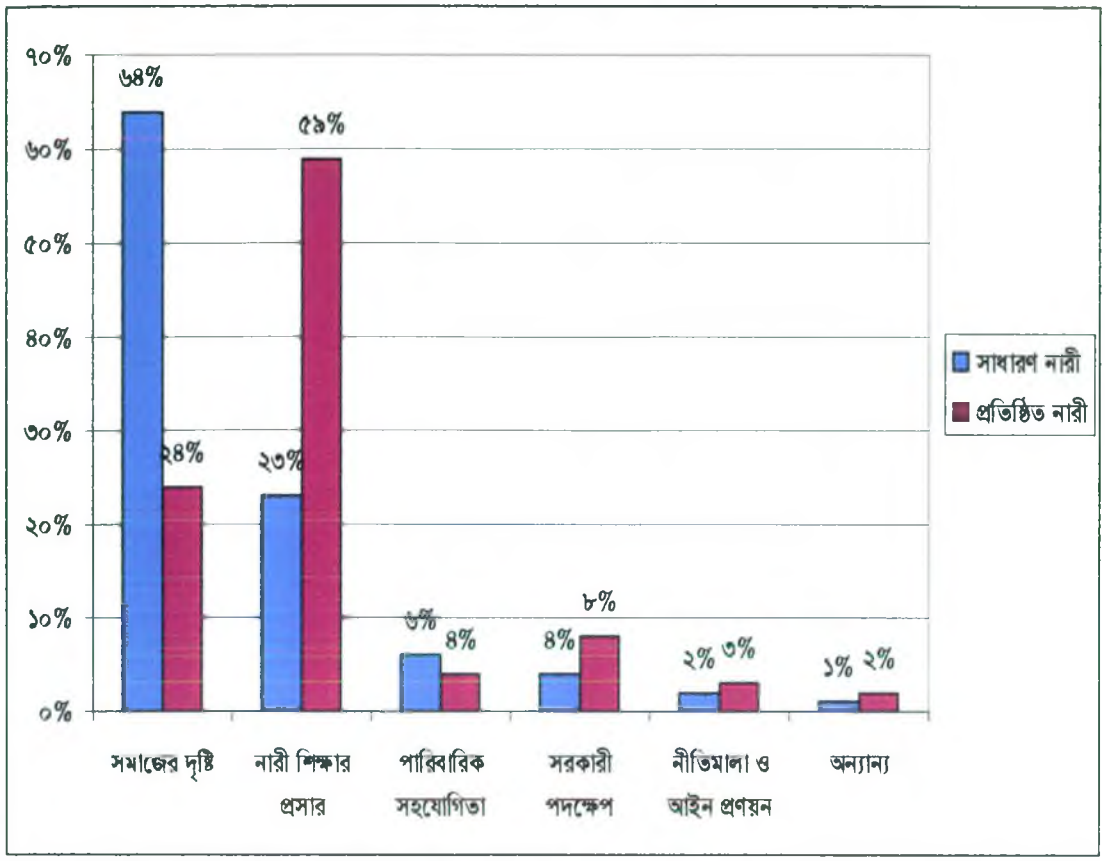

৫.৪.৬ ঃ নারীর ক্ষমতায়নের উপর জাতীয় নির্বাচনের প্রভাব ঃ

নিম্নের টেবিলে দেখা যায় একই চলকের অধীনে সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের ৯৯% মনে করেন নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ওপর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রভাব রয়েছে।

টেবিল ৫.২১ ঃ নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রভাব

প্রভাব পড়বে	অভিমত প্রদান করেননি
৯৯%	১%

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.৭ নারীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সমূহ ঃ

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তাই এই চলকের অধীনে সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের প্রশ্ন করা হয়। জরীপে দেখা যায় এ প্রশ্নের উত্তরে নারীদের অভিমত প্রায় সমগোত্রীয়, নিম্নের সারণি তা দেখানো হলো ঃ

টেবিল ৫.২২ ঃ নারীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সমূহ
শিক্ষার অভাব, কুসংস্কার, নিরাপত্তার অভাব, ধর্মীয় রীতিনীতি, সংকীর্ণ পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গি, পিতৃতান্ত্রিক অভিভাবকত্ব, সামাজিক মর্যাদাবোধের অভাব, স্বামীর অভিভাবকত্ব অর্থনৈতিক ক্ষমতার অভাব, হিংসাত্মক রাজনীতি নারীর প্রতি সহিংসতা।

৫.৪.৮ প্রতিবন্ধকতা দূরী করণের উপায় ঃ

প্রতিটি দেশেরই প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী হলো নারী। সুতরাং দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রচন্ডভাবে ব্যাহত হবে যদি না নারীর অংশগ্রহণ পর্যাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে রাজনীতিতে নারীর পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ ও আবশ্যক। এই চলকের অধীনে জরীপের তিনটি স্তরেই প্রশ্ন রাখা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণ নারী, স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এবং নারী সাংসদদের অভিমতে সমগোত্রীয়তা লক্ষণীয়। তবে এ প্রসঙ্গে যে অভিমতটি সর্বাগ্রে এসেছে তা হলো নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করতে হলে প্রথমেই পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে হবে। নিম্নের টেবিলে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূরীকরণের উপায় সমূহ তুলে ধরা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৫.২৩ ঃ নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূরীকরণের উপায়
পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির অপসারণ, নারীদের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি, পারিবারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি, নিরাপত্তা বিধান, বেশী বেশী দলীয় মনোয়ন প্রদান নারীদের উচ্চ শিক্ষা অবৈতনিক করণ, নারী প্রতি সহিংতারোধ করা।

৫.৪.৯ চতুর্দশ সংশোধনী ও সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসন প্রসঙ্গ ঃ

সংসদে সংরক্ষিত আসন প্রসঙ্গে সংবিধানের বিভিন্ন সংশোধনী এবং বিশেষ করে চতুর্দশ সংশোধনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই এই চলকের অধীনে জরীপের তিনটি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রশ্ন রাখা হয়।

জরীপের প্রথম পর্যায়ে সাধারণ নারীদেরকে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে দেখা যায় যে, ৮১% নারীই এর পক্ষে রায় প্রদান করেন।

টেবিল ৫.২৪ ঃ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য রাখার প্রয়োজনীয়তা

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে	
হ্যাঁ	না
৮১%	১৯%

একই চলকের অধীনে সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদেরকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে প্রশ্ন করা হয়। নিম্নের রেখচিত্রে দেখা যায় জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

আসনে দলীয় মনোনয়ন বৃদ্ধির পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত নারীরা অর্থাৎ ৫৬% তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

রেখচিত্র ৫.৯ ঃ জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

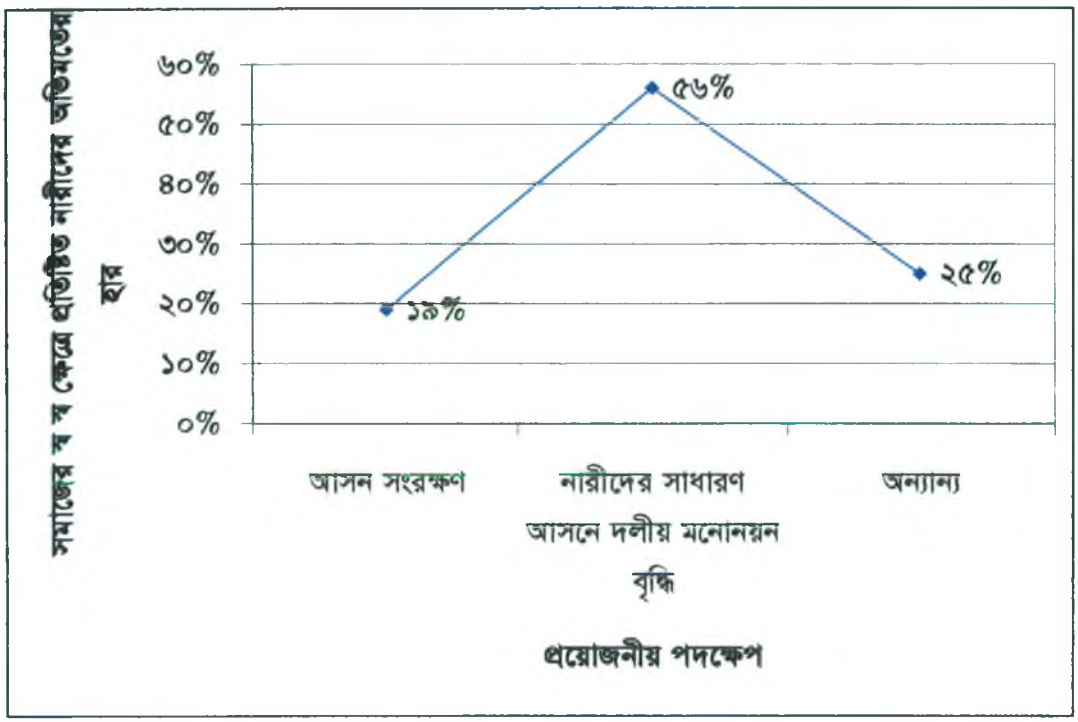

এক্ষেত্রে তাদের অভিমত হলো যদি রাজনৈতিক দলগুলো ৩০% নারীকে সাধারণ আসনে মনোনয়ন দেয় তাহলে ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে যে বাধাগুলো বিদ্যমান তা অনেকটি হ্রাস পাবে।

সবশেষে সাধারণ নারী ও সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদেরকে সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী সম্পর্কে অভিমত জানতে চাওয়া হয়। নিম্নের চিত্রে দেখা যায় সাধারণ নারীদের ৪৩% মনে করেন চতুর্দশ সংশোধনীতে ৪৫ টি আসন সংরক্ষণের যে বিধান রাখা হয়েছে তা যথেষ্ট। অন্য দিকে সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের ৪৮% সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১০০ টি করার পক্ষে মতামত প্রদান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ৫.১০ ঃ সংসদে নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা

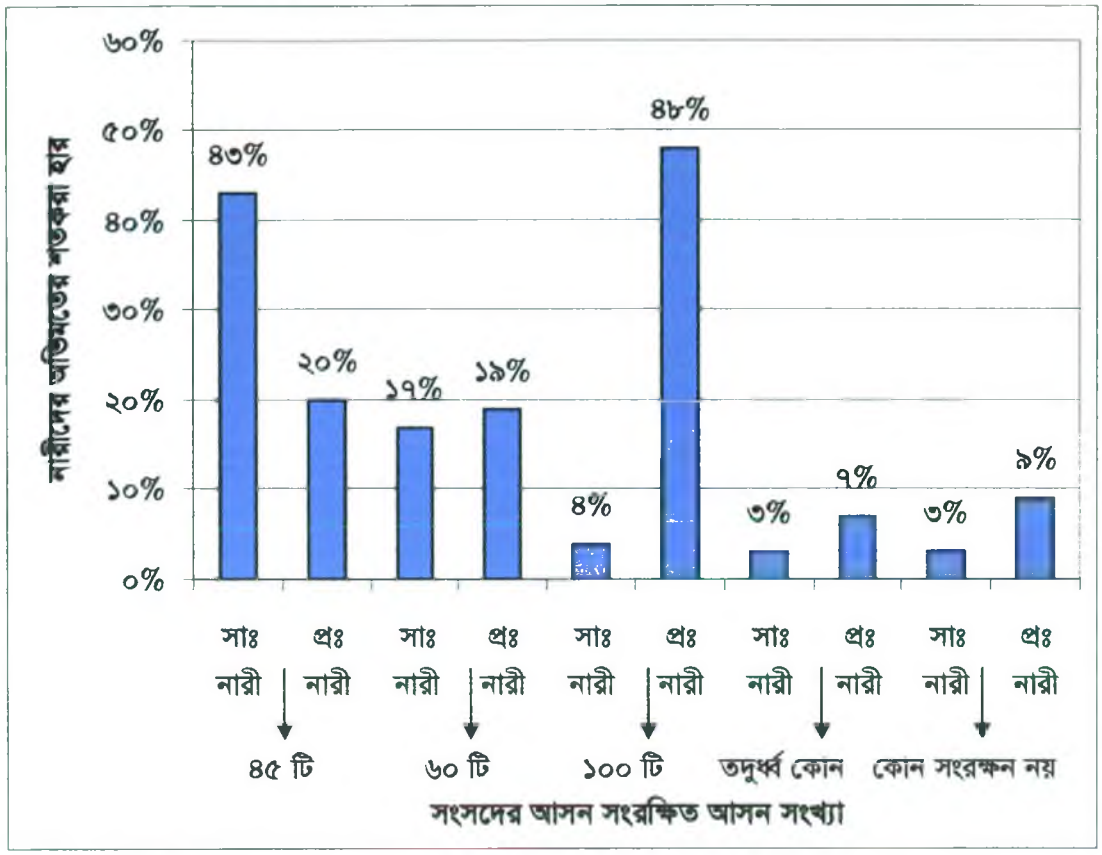

৫.৪.১০ নারীর অধিকার আদায়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রভাব ঃ

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি দেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনই সে দেশের প্রধান নির্বাচন। তাই এই চলকের অধীনে জরীপের তিনটি পর্যায়েই প্রশ্ন করা হয়। প্রত্যেকটি পর্যায়ে অধিকাংশ উত্তর দাতা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, নারীর অধিকার আদায়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রভাব রয়েছে (নিম্নের সারণিটি দেখুন)

টেবিল ৫.২৫ ঃ নারীর অধিকার আদায়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রভাব

নারীর অধিকার আদায়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রভাব রয়েছে			প্রভাব সামান্য		
সাঃ নারী	প্রঃ নারী	নারী সাংসদ	সাঃ নারী	প্রঃ নারী	নারী সাংসদ
৮৩%	৭১%	৮৯%	১৭%	২৯%	১১%

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.১১ মহিলা সাংসদ হিসেবে একজন নারীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ঃ

রাজনীতিতে ব্যক্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। স্বীয় ব্যক্তিত্ব দিয়ে মানুষকে আকর্ষণ করা যায়। সুতরাং নারীদের ক্ষেত্রে ও রাজনীতির জন্য কতিপয় ব্যক্তিগত গুণাবলী আবশ্যক। তাই জরীপের প্রতিটি পর্যায়েই নারীদের নিকট মহিলা সাংসদদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতার বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। এক্ষেত্রে সমাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের অভিমত অনেক বেশী প্রায়োগিক মনে হয়েছে।

টেবিল ৫.২৬ ঃ মহিলা সাংসদদের যোগ্যতা

কর্মঠ, সততা, উচ্চ শিক্ষা, আন্তরীক, নারীদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত, সামাজিক কর্মী, ব্যক্তিত্ববান, সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী, সচেতনতা, ন্যায়নিষ্ঠা, ধার্মিক, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং স্থানীয় জনগণের সাথে সংশ্লিষ্টতা।

৫.৪.১২ সংসদ নির্বাচনে নারীদের অংশ গ্রহণ ঃ

জাতীয় নির্বাচন হিসেবে বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। কারণ, এর মাধ্যমেই মহিলাদের ক্ষমতায়ন অনেকাংশে সম্ভব। তাই এই চলকের অধীনে জরীপের প্রতিটি পর্যায়েই বিভিন্ন প্রশ্ন রাখা হয়। নিম্নের রেখচিত্রে দেখা যায় যে, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সাধারণ নারীদের থেকে শুরু করে সকল নারীই মনে করেন ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা জরুরী।

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ৫.১১ ঃ সংসদ নির্বাচনে নারীদের অংশ গ্রহণ করা আবশ্যক প্রসঙ্গে

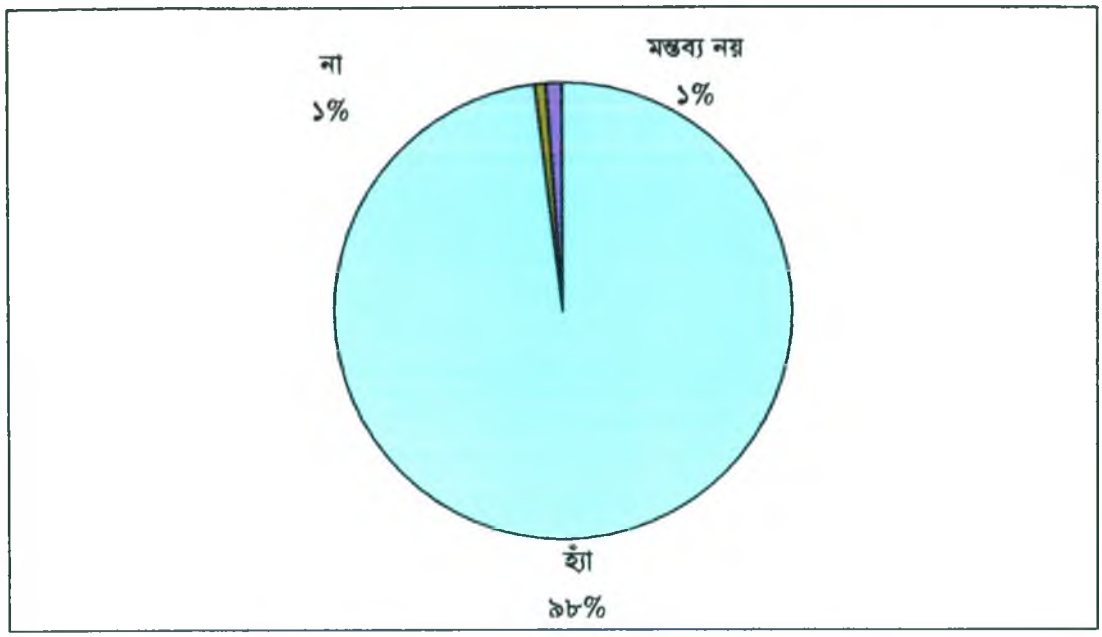

৫.৪.১৩ প্রচারণায় অংশ গ্রহণ ঃ

এই চলকের অধীনেও বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য যাচাই করা হয়। জরীপে দেখা যায় ৭৮% নারী মনে করেন সংসদ নির্বাচনে পুরুষ প্রার্থী এবং নারী প্রার্থীর প্রচারণায় পার্থক্য বিদ্যমান।

টেবিল ৫.২৭ ঃ পুরুষ ও নারী প্রার্থীর প্রচারণায় পার্থক্য

পুরুষ ও নারী প্রার্থীর প্রচারণায় পার্থক্য রয়েছে		
হ্যাঁ	না	কোন মন্তব্য নয়
৭৮%	১৩%	৯%

এই চলকের অধীনে সাধারণ নারীদের কাছে প্রশ্ন করা হয়। তারা কখনো নির্বাচনী প্রচারণায় সরাসরি অংশ গ্রহণ করেছেন কিনা। টেবিলে দেখা যায় ৮৯% নারীই কোন সময় সরাসরি মহিলা সাংসদের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ গ্রহণ করেননি।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৫.২৮ ঃ মহিলা সাংসদদের প্রচারণায় অংশ গ্রহণ ঃ

মহিলা সাংসদদের প্রচারণায় অংশ গ্রহণ করেছেন		
হ্যাঁ	না	মন্তব্য নয়
৭%	৮৯%	৪%

৫.৪.১৪ নির্বাচনে অংশ গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সমূহ ঃ

পিতৃতান্ত্রিক পরিবেশে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মনোনয়ন থেকে শুরু করে পুরো প্রক্রিয়াতেই নারীদেরকে নানাবিধ সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। নিম্নের টেবিলে দেখা যায় যে, নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যায় পড়েছেন এবং এমন নারী সাংসদদের সংখ্যা ৯৪%। আর পুরুষ সদস্যদের সাহায্য ছাড়া নির্বাচন পরিচালনা অসম্ভব একটি বিষয় বলেছেন অনেকেই।

টেবিল ৫.২৯ ঃ নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যা

নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যায় পড়েছেন		
হ্যাঁ	না	খুব সামান্য
৯৪%	৩%	৩%

তবে জরীপে দেখা গেছে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর প্রকৃতি প্রায় একই রকম যা নিম্নের টেবিলে দেখানো হলো।

টেবিল ৫.৩০ ঃ নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যার প্রকৃতি

১। পেশী শক্তির ভয়।
২। সন্ত্রাসীদের হুমকি ও আক্রমণ।
৩। চারিত্রিক অপবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

৪। সামাজিকভাবে হেয় করণ।

৫। কর্মীদের উপর আক্রমণ।

৬। অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করা।

৭। পারিবারিক ভাবে হেয় করণ।

৮। নির্বাচনী ক্যাম্পে আক্রমণ।

৯। মনোনয়ন প্রদান না কর।

১০। প্রচারনায় বাধা সৃষ্টি।

৫.৪.১৫ প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায় ঃ

জরীপের প্রতিটি পর্যায়েই নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। এক্ষেত্রে সকলের অভিমত প্রায় সমগ্রোত্রীয় ছিল যা নিম্নের টেবিলে তুলে ধরা হলো ঃ

টেবিল ৫.৩১ ঃ নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের উপয়

১। পেশী শক্তির ব্যবহার বন্ধকরণ।

২। নির্বাচন সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন।

৩। নির্বাচন কালীন সময়ে শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৪। অপবাদ প্রদানকারীদের নির্বাচন বাতিলকরণ।

৫.৪.১৬ নির্বাচনী ব্যয় ও বিজয় ঃ

এই চলকের অধীনে দু'টি বিষয়ে অভিমত গ্রহণ করা হয়। নির্বাচনী ব্যয় প্রসঙ্গে ৪০% মনে অভিমত প্রদান করেন যে, তাদের পরিবারই তাদের নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস। নিম্নের টেবিলে দেখা যায় নিজে নির্বাচনী ব্যয় বহন করেছেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা ২৪.৪৪%।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৫.৩২ ঃ নির্বাচনী ব্যায় বহনকারী ও নির্বাচনী খরচ

স্তর	আর্থিক ব্যায় বহনকারী								নির্বাচনী খরচ (আনুমানিক লাখে)					
	নিজে	পরিবার	আত্মীয়-স্বজন	এলাকাবাসী	ঋণ	অন্যান্য	রাজনৈতিক দল	একাধিক উৎস	২০-৪০	৪০-৬০	৬০-৮০	৮০-১০০	তদুর্ধ্ব	.
সংসদ নির্বাচন	২৪.৪৪%	৪০%	৪৪%	৮৯%	৩৩%	৬৭%	৩.৪৫%	৭৮%	৫০%	২৭%	২০%	২%	১%	.

একই চলকের অধীনে জরীপের তিনটি পর্যায়ে মহিলা সাংসদদের বিজয়ের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। নিম্নের রেখচিত্রে দেখা যায় ৫৪% নারী সাংসদ জয় লাভ করেছেন দলীয় পরিচিতির জন্য, ২৭% নারী তাদের পরিবারের প্রভাবের জন্য এবং ব্যক্তিগত ইমেজে বিজয়ী হয়েছেন ১১% সংসদ সদস্য।

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ৫.১২ ঃ নারী সাংসদদের বিজয়ের কারণ

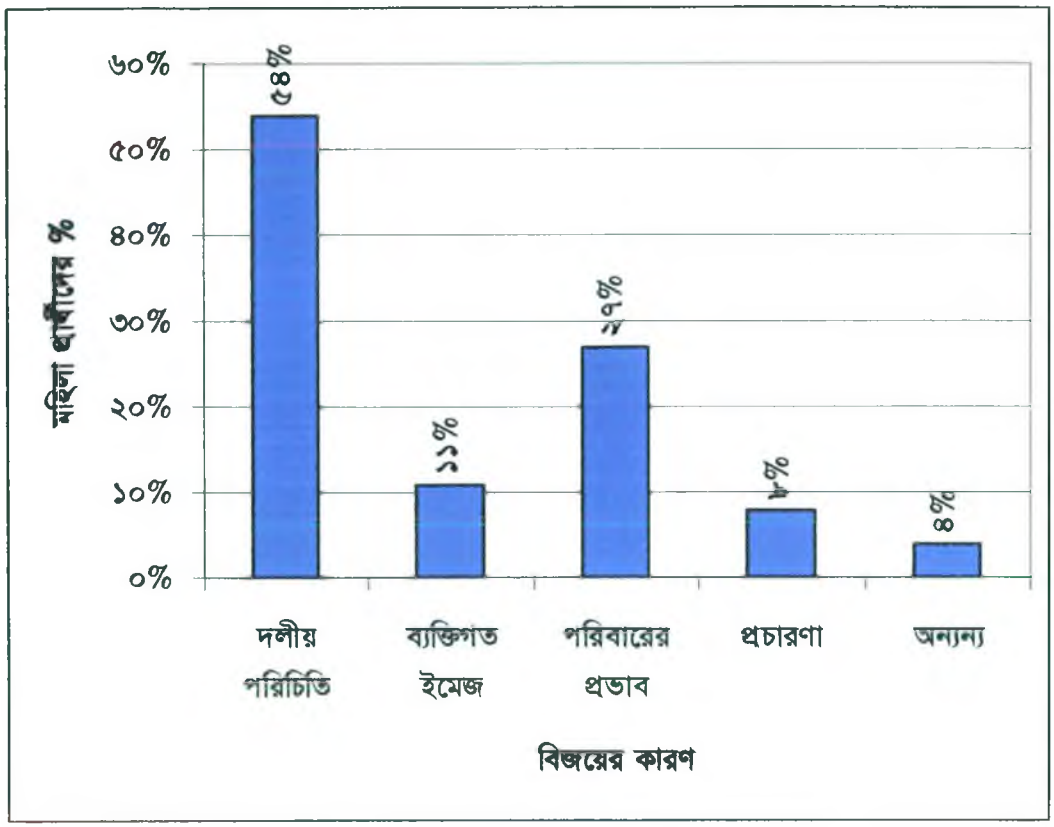

৫.৪.১৭ নারীর ক্ষমতায়ণে মহিলা সাংসদের ভূমিকা ঃ

নারীর ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশী অনুভব করবেন মহিলা সাংসদগণ। তাই এই চলক অনুসারে অভিমত যাচাই করা হয় যে, নারীর ক্ষমতায়নে একজন মহিলা সাংসদ কি ধরণের ভূমিকা রাখতে পারেন। এ বিষয়ে জরীপে সকল পর্যায় থেকে যে সমস্ত অভিমত এসেছে সেগুলো হলো ঃ

১। নারী সংগঠনগুলোর সুষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান।

২। নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।

৩। নারীর জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে কাজ করতে পারবে।

৪। নারী সচেতনতায় ভূমিকা রাখতে পারবে।

৫। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকারকে প্রভাবিত করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.১৮ জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালন ঃ

জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিদের প্রধান দায়িত্ব হলো স্থানীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করার সাথে সাথে নারী উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখার চেষ্টা করা। কিন্তু সংসদ সদস্য হিসেবে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য থাকলে নারী উন্নয়নে নারী সাংসদদের ভূমিকা রাখা অসম্ভবই বটে। নিম্নের টেবিলে দেখা যায় যে, ৭৪% নারী সাংসদ বলেন তারা সংসদে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন।

টেবিল ৫.৩৩ ঃ নারী ও পুরুষ সাংসদদের মধ্যে বৈষম্য

নারী সাংসদ হিসেবে বৈষম্যের শিকার হয়েছেন	
হ্যাঁ	না
৭৪%	২৬%

জরীপে পাঁচ ধরণের বৈষম্যের ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যায় যা নিম্নের চিত্রে দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে বেশী নারীর অভিমত হলো যে, তারা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন সরকারী বরাদ্দ লাভের ক্ষেত্রে।

Dhaka University Institutional Repository

রেখচিত্র ৫.১৩ বৈষম্যের ধরণ

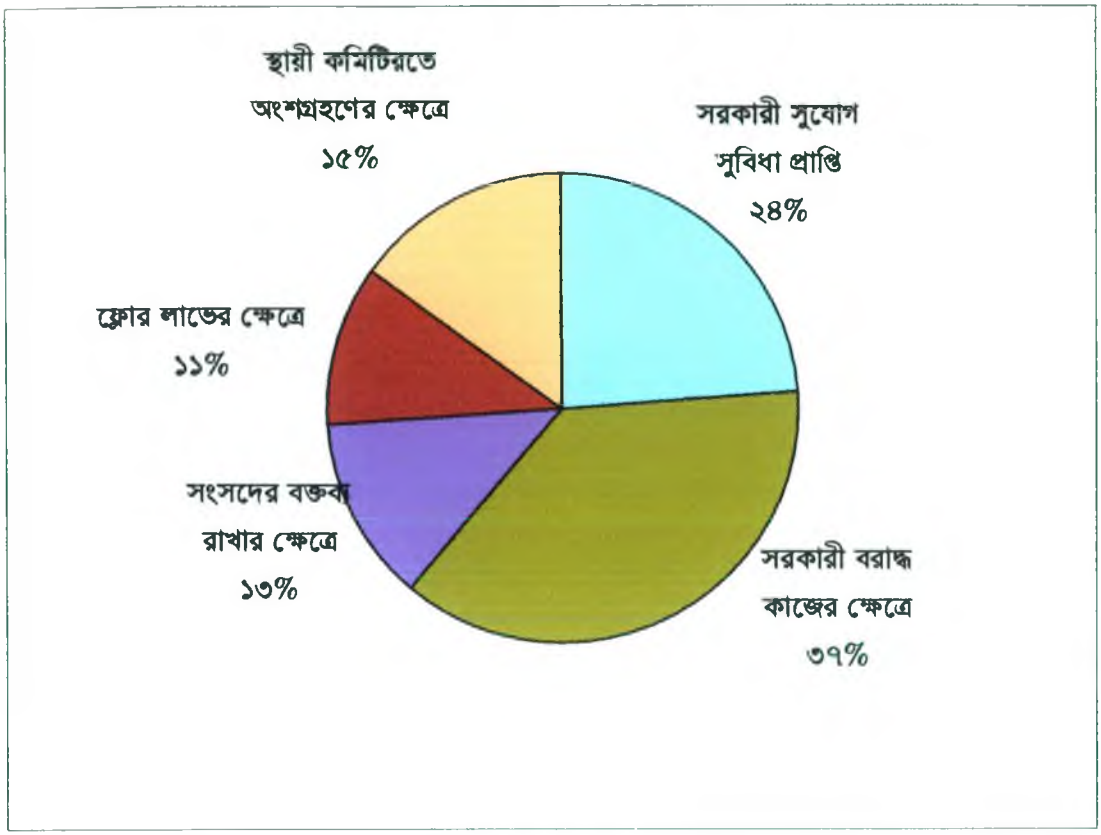

সাংসদদের দায়িত্ব পালনের সাথে সংসদে তাদের উপস্থিতি ও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিম্নের টেবিলে দেখা যায় যে, নারী সাংসদদের ৪৪%-ই অনিয়মিতভাবে সংসদে উপস্থিত থাকেন।

টেবিল ৫.৩৪ ঃ নারী সাংসদদের সংসদে উপস্থিত

নিয়মিত	অনিয়মিত
৫৬%	৪৪%

একইভাবে সংসদে কোন বিল বা প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, অধিকাংশ নারী সদস্য এ ধরণের কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন নি।

Dhaka University Institutional Repository

টেবিল ৫.৩৫ ঃ নারী সাংসদদের বিল উত্থাপন প্রসঙ্গ

বিল উত্থাপন করেছেন	
হ্যাঁ	না
৩৩%	৭৭%

তাছাড়া নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে একজন নারী সাংসদের দায়িত্ব সম্পর্কে ও নারী সাংসদদেরকে প্রশ্ন করা হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কতিপয় নারী সাংসদ তার দায়িত্ব সম্পর্কে গুছিয়ে কথা বলতে ব্যর্থ হয়েছেন। যা হোক নারী সাংসদদের অধিকাংশই নিম্নোক্ত দায়িত্বের কথা বলেছেন।

১। স্থানীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

২। নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য কাজ করা।

৩। পিছিয়ে পড়া নারীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করা।

৪। নারী নির্যাতনমূলক বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫। নারী পুরুষের বৈষম্য হ্রাসে সরকারী নীতিমালা প্রণয়নে উৎসাহিত করা ও নিজে ভূমিকা গ্রহণ করা।

৬। স্থানীয় পর্যায়ে গৃহীত সরকারী বিভিন্ন কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে তদারকি করা।

৭। নারী বিষয়ক বিভিন্ন সালিশে যেন ন্যায় বিচার নিশ্চিত হয় সে বিষয়ে তদারকি করা।

৮। নারী উন্নয়নে স্থানীয়ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৯। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে নারীদেরকে সংশ্লিষ্ট করা।

এছাড়া নারী সাংসদদেরকে সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। ৬৭% নারী কোন সংসদীয় কমিটির সদস্য ছিলেন না। একইভাবে, যারা সংসদীয় কমিটির সদস্য ছিলেন তাদের অনেকেই ঠিক ভাবে কাজ করতে পারেন নি বলে জানিয়েছেন। ৭৭% সংসদীয়

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির সদস্যের অভিমত হলো পুরুষ সদস্যদের অভিভাবকত্বে সংসদীয় কমিটিতে ও কাজ করা অত্যন্ত কঠিন।

টেবিল ৫.৩৬ ঃ সংসদীয় কমিটির সদস্য

সংসদীয় কমিটির সদস্য ছিলেন	
হ্যাঁ	না
৩৩%	৬৭%

টেবিল ৫.৩৭ ঃ সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন

সংসদীয় কমিটির সদস্য হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছেন	
হ্যাঁ	না
২৩%	৭৭%

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফলাফল ও সিদ্ধান্ত

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফলাফল ও সিদ্ধান্ত

আলোচ্য গবেষণাটিতে গবেষণার উদ্দেশ্যাবলী পূরণে বিভিন্ন পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উদ্দেশ্যভিত্তিক পূর্ব পরীক্ষিত প্রশ্নমালার আলোকে সাধারণ জনগনের মতামত জরীপ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠিত নারীদের মতামত, ৫ম জাতীয় সংসদে দায়িত্বপালনকারী নারী সাংসদদের [সাধারণ ও সংরক্ষিত আসন সহ] সাক্ষাৎকার গ্রহণ ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে গবেষণার লক্ষ্যে তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়েছে। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যাবলী নিম্নরূপ :-

- বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর পদচারণা পূর্বের থেকে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও ১৯৯১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত সরকার প্রধান এবং বিরোধী দলের নেতৃত্বে দুজন মহিলা অধিষ্ঠিত আছেন। তথাপি সামগ্রিক চিত্রে যে পরিবর্তন তাতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় সংযোজন ঘটেনি।

- গবেষণায় দেখা যায় যে- বাংলাদেশের প্রথম চারটি সংসদে নারী সাংসদদের ভূমিকা ছিল গৌণ এবং নিম্ন অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত আগাগোড়াই বজায় থাকে। পঞ্চম সংসদে নারী সদস্যগণের ভূমিকা দৃশ্যমান হলেও তা আইন প্রণয়ন কর্মকান্ডে কোনো গুণগত পরিবর্তন আনেনি। তবে নারী সাংসদরা সাধারণভাবে সংসদের কার্যক্রমে অংশ নেয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রভাব বিস্তারে প্রচেষ্টা চালান।

- গবেষণায় আরো প্রতীয়মান হয় যে- ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল পূর্বের যে কোন নির্বাচনের চেয়ে সর্বোচ্চ। উল্লেখ্য যে, ৯০টি রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

দল নির্বাচনী প্রতীক গ্রহণ করলেও ৭৬টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তবে কোন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয় নাই।

- ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটারের বিভাজনের ক্ষেত্রে দেখা যায় ৪৭% মহিলা ভোটার আর ৫৩% পুরুষ ভোটার। কিন্তু মহিলা প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে ১০.৬%। [সংরক্ষিত আসন সহ] যা অত্যন্ত হতাশাজনক।

- নারী সাংসদদের রাজনীতির পূর্ব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ৬৮.৫৭% নারী সাংসদ রাজনীতিতে এসেছেন অর্থাৎ জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছে সরাসরি মূল দল থেকে। অপর দিকে ৩১.৪৩% নারী সাংসদের রাজনীতিতে আগমন ঘটেছে ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে।

- পঞ্চম জাতীয় সংসদে পুরুষ ও মহিলা সাংসদদের শিক্ষাগত যোগ্যতা তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে- মাষ্টার্স ও স্নাতক দিক থেকে নারী সাংসদের শতকরা হার পুরুষ সাংসদদের তুলনায় সর্বাধিক। উল্লেখ্য যে পুরুষ সাংসদদের মাষ্টার্স ও স্নাতক হার যথাক্রমে ২০%, ২৯.১৮%। অপর দিকে মহিলা সাংসদদের এ হার ৩৭.১৪%।

- গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সংসদ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কখনোই নারীর অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতা ছিলনা। দুঃখজনক হলেও সত্যি, মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেক নারী হলেও এদেশে বিগত সবগুলো সাধারণ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর হার গড়ে ১.১৪%।

Dhaka University Institutional Repository

- গবেষণায় আরো প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের রাজনীতির শীর্ষ বিন্দুতে দু'জন নারী। দু'জন মহিলার রাজনীতির শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থানের পরও লক্ষ্য করা যায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে মহিলাদের পদচারণা একেবারেই নগন্য

- ৫ম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটির ক্ষেত্রে দেখা যায়- ৪৫ কমিটির মধ্যে নারী সদস্য অন্তর্ভূক্ত ছিল ২৪ টি কমিটিতে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়- ৩ জন মহিলা সাংসদ সংসদীয় কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন। এর মধ্যে ২ জন মহিলা ২ টি করে স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ৫ম সংসদে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সংসদ সংক্রান্ত কিংবা সরকারী হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে কোন নারী সাংসদ ছিলেন না।

- সংসদ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দেখা যায় ৫ম জাতীয় সংসদে কিছু নারী সাংসদ রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আলোচনায় অংশ নেন ও বাজেট সম্পূরক বাজেট ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ইত্যাদি বিষয়ে বির্তকে অংশগ্রহণ করেন। তবে সংসদীয় কার্যক্রম যেমন প্রশ্নোত্তর পর্ব, মূলতুবী প্রস্তাব, অর্ধঘন্টা আলোচনা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ ছিল প্রান্তিক। উল্লেখ্য যে নারী সাংসদগণ ৭১ ও ৭১(ক) ধারা ব্যবহার করতে প্রয়াসী হন।

- পঞ্চম জাতীয় সংসদের নারী সাংসদদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে লক্ষ্য যায় অধিকাংশ নারী সাংসদের পরিবারেই রাজনৈতিক ইতিহাস রয়েছে। সাংসদদের পিতা বা স্বামী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এম.পি, মন্ত্রী ও রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হওয়ায় মহিলা সাংসদগণ তাদের স্বামী বা পিতার মৃত্যু বা অবসর গ্রহণের পর রাজনীতিতে আসেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাওয়া হলে অধিকাংশ নারী সাংসদদের পরিবারের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক।

Dhaka University Institutional Repository

- পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে অত্যন্ত মাইলফলক। উল্লেখ্য যে ৫ম জাতীয় সংসদেই সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:সূচনা করা হয়। যেখানে সরকার ও বিরোধীদলের মাঝে ঐক্যমত লক্ষ্য করা যায়।

- বাংলাদেশের সংবিধানে নারী ও পুরুষের মাঝে কোন বৈষম্য রাখা হয়নি। শুধু তাই নয়- বাংলাদেশ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ-সকল আন্তর্জাতিক সনদে স্বাক্ষরকারী একটি অন্যতম দেশ। কিন্তু রাজনীতি থেকে সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণের হার অত্যন্ত নিম্নমানমূখী। যা নারীর অংশগ্রহণের আকাংক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করে।

- গবেষণায় দেখা যায় যে- স্থানীয় সাংসদ ও জনগণের কাজকর্মে ভূমিকা এ প্রশ্নের জবাবে ৬১% সাধারণ জনগণ মনে করেন স্থানীয় সাংসদদেরকে তাদের কাজকর্মে একে বারেই পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ১৭% জনগণ মনে করে তাদের কাজকর্মে সাংসদদেরকে নিয়মিতভাবে পাওয়ায় যায়। উন্নয়নমূলক কাজকর্মে সাংসদদের ভূমিকা এক্ষেত্রে ৫২% জনসাধারণের মতামত হলে। সাংসদরা উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন অপরদিকে ৩১% বলেন স্থানীয় উন্নয়নে সাংসদদের কোন ভূমিকা নেই এবং ১৭% কোন মন্তব্য করেননি।

- নারীদের রাজনীতি করা ও যোগ্যতা প্রসঙ্গে সাধারণ নারীদের মতামত জানতে চাওয়া হলে ৬২% নারী নারীদের রাজনীতি করাকে সমর্থন করেন। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ৩১% নারী উত্তর প্রদান থেকে বিরত থাকে। এ থেকে বুঝা যায়- সমাজে এখনও এমন একটি গোষ্ঠী রয়েছে যারা এ বিষয়ে মতামত প্রদান করতে ও অনীহা প্রকাশ করেন। একই চোকের অধীনে সমাজের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত নারীদের ৯৭% মনে করেন অবশ্যই নারীরা রাজনীতি করবে। যোগ্যতার প্রশ্নে সাধারণ নারী ও প্রতিষ্ঠিত নারীদের অভিমত হলো উচ্চ শিক্ষিত, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সচেতনতা বন্ধুভাবাপন্ন অর্থ্যাৎ সমগোত্রীয় অভিমত পাওয়া যায়।

- গবেষণায় দেখা যায় যে- নারীর ক্ষমতায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ- এক্ষেত্রে সাধারণ নারী ও সমাজের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের প্রশ্ন করা হয়। নারীর ক্ষমতায়নে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যাপারে উভয় স্তরের নারীদের মতামতে তারতম্য লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে সাধারণ নারীরা যেখানে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে প্রতি বেশী জোড় দিয়েছেন সেখানে সমাজের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীরা নারী শিক্ষা প্রসারের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

- গবেষণায় আরো দেখা যায়- নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতা এক্ষেত্রে সাধারণ নারী, স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারী এবং নারী সাংসদদের অভিমতে সম-গোত্রীয়তা লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে যে অভিমতটি সর্বাগ্রে এসেছে তা হলো-নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হলে প্রথমেই পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে হবে।

- জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি এ প্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত নারীদের ৫৬% এর মতামত হলো যদি রাজনৈতিক দলগুলো ৩০% নারীকে সাধারণ আসনে মনোনয়ন দেয় তাহলে ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধাগুলো অনেকটাই হ্রাস পাবে। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনীর ক্ষেত্রে ৪৩% সাধারণ নারী মনে করেন ৪৫ টি সংরক্ষিত আসন যথেষ্ট। তবে প্রতিষ্ঠিত নারীদের ৪৮% মনে করেন সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১০০ টি হওয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

- সংসদীয় কমিটিতে কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশ্নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়- ৬৭% নারীই কোন সংসদীয় কমিটির সদস্য ছিলেন না। ৭৭% সংসদীয় কমিটির সদস্যের অভিমত হলো পুরুষ সদস্যদের অভিভাবকত্বে সংসদীয় কমিটিতেও কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। তাছাড়া জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বৈষম্য এ প্রশ্নের জবাবে নারী সাংসদরা পাঁচ ক্ষেত্রে বৈষম্যের কথা বলেন। এক্ষেত্রে সর্বাধিক ৩৭% বলেন সরকারী বরাদ্ধ কাজের ক্ষেত্রে অপরদিকে সর্বনিম্ন ১১% বলেন ফ্লোর লাভের ক্ষেত্রে।

- ফলাফলের সার্বিক দিক বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শুধু পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটালেই চলবে না; তার পাশাপাশি নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। সর্বোপরি রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কমিটিতে মনোনয়ন ও প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে নারী বিষয়টিকে সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা না করে একটি বৃহৎ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলেই বর্তমান সমাজে যে বিদ্যমান সমস্যা তা ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হবে। তাহলেই নারীরা সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়- বাংলাদেশের ইতিহাসে ৫ম জাতীয় সংসদ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠানিক রূপদানের ক্ষেত্রে ৫ম জাতীয় সংসদ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পুন:সূচনা করে সংসদীয় গণতন্ত্রের। ৫ম জাতীয় সংসদের শুরু থেকে লক্ষ্য করা যায় সরকারী ও বিরোধী দল পরস্পরের প্রতি দারুণভাবে সহিষ্ণু ও একে অন্যের উপর সৌজন্যমূলক আচরণে ব্যস্ত। যদিও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সরকারী ও বিরোধীদলের মাঝে সৌজন্যমূলক আচরণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তারপরেও বর্তমান এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ধারাবাহিকতার সূচনা হয় ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা ৫ম জাতীয় সংসদের প্রেক্ষাপটে যে বিষয়টি সার্বিক দিক থেকে আলোচিত তা হলো- নারীর ক্ষমতায়ন শুধু নারীর ইস্যু নয় এটি একটি সামাজিক বিষয়, কারণ এ প্রক্রিয়ায়র লক্ষ্য প্রকৃত অর্থে নারী-পুরুষ উভয়েই। নারীর ক্ষমতায়নের সুফল পুরুষকেও বস্তুগত ও মনস্তাত্ত্বিক মুক্তি প্রদান ও সমতা অর্পন করে এবং পুরুষকে প্রথাগত নিপীড়নকারীর ভূমিকা থেকে মুক্ত করে। অধিকন্তু নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতার উৎস ও কাঠামোর পরিবর্তন। কারণ এর ফলে পিতৃতান্ত্রিক আদর্শ প্রশ্নের সম্মুখীন হবে। যে সকল কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান নারীর অধস্তনতা ও অসমতাকে চিরস্থায়ী করে সেগুলোর পরিবর্তন হবে এবং বস্তুগত ও তথ্যগত সম্পদ লাভ এবং এসবের নিয়ন্ত্রণে নারী সক্ষম হয়ে উঠবে।

নারীর ক্ষমতায়নে আমাদের দেশে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা এখনও যথেষ্ট নয়; কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পদক্ষেপ গুলো বিশ্বের দরবারে প্রশংসিত হয়েছে। দেশের

Dhaka University Institutional Repository

রাজনীতি ও অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াবার মধ্য দিয়েই নারীর ক্ষমতায়ন দ্রুততর করা সম্ভব। শুধু রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ কেবলমাত্র ভোট প্রদানের মাধ্যমেই হয়না। এর জন্য প্রয়োজন ক্ষমতা, কাঠামো প্রতিনিধিত্ব লাভ, স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য ও নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি। কিন্তু চলমান লিঙ্গীয় বৈষম্যমূলক সমাজে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানে নারীর ক্ষমতায়নের প্রসার কিরূপ হচ্ছে, ভবিষ্যতে নারী অধিকার ও ক্ষমতায়নের কিরূপ সম্ভাবনা আছে এবং প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর করা যায় তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ মহিলা সাংসদ ও রাজনীতিক রয়েছেন যাদের সম্মিলিত উদ্যোগ সংসদীয় কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ইনপুট যোগাতে সক্ষম। তবে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো নারী প্রতিনিধিদের আইন সভায় যথাযোগ্য কার্যকর ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে অন্ত রায় সৃষ্টি করেছে। আর তা হলো বর্তমান নির্বাচনী ব্যবস্থা ও মনোনয়ন পদ্ধতি; প্রতিনিধিত্বশীলতার অভাব; সংসদে অধস্তন অবস্থান; সংসদীয় অভিজ্ঞতার অভাব; প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত ও পরোক্ষভাবে নির্বাচিত নারী সাংসদদের মাঝে সমন্বয়হীনতা; সংরক্ষিত আসনের সাংসদদের সহযোগিতা ও সংসদীয় শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ নারী সাংসদদের উদ্যোগের অভাব; নারী সাংসদদের মধ্যে দলগত বিভাজন ইত্যাদি। ফলশ্রুতিতে নারী প্রশ্নে নারী সাংসদগণের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভবপর হচ্ছে না। অনেক পর্যবেক্ষকের মতে নারী প্রতিনিধিত্বের বর্তমান পদ্ধতি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদে নারীর প্রান্তিকীকরণ থেকে যাবে। সংরক্ষিত মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচনের বিধান না হওয়া পর্যন্ত নারীদের গৌণ ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। সরাসরি নির্বাচন নিঃসন্দেহে নারীর নির্বাচনী মর্যাদায় গুণগত পরিবর্তনে সহায়ক হবে।

সংসদের নারীর ভূমিকা বিশ্লেষণে স্বাভাবিকভাবে যে প্রশ্নের উদ্রেক হয় তা হলো আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক অঙ্গনে নারীর দৃশ্যমান অংশগ্রহণ নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জনে বা প্রচলিত

Dhaka University Institutional Repository

জেন্ডার কাঠামো পরিবর্তনে কোনোভাবে প্রভাবক হয় কিনা। এ প্রসঙ্গে এবং এ দেশে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও অধিকার আদায় বিষয়ে নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণ প্রণিধানযোগ্য।

পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর অধস্তন মর্যাদা ও ক্ষমতা কাঠামোয় অনুপস্থিতি তাদের প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্তরে প্রান্তিক অংশগ্রহণের মূল কারণ। কাজেই আইন সভার মতো আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানে নারীর অন্তর্ভূক্তি বা সংখ্যা বৃদ্ধি অর্থপূর্ণভাবে নারী অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম নয়।

বিদ্যমান উন্নয়ন মডেল ও নারীদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি জেন্ডার পরিপ্রেক্ষিতে প্রণীত হয় না। ফলে রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ হিসেবে পিতৃতন্ত্র নির্ধারিত জেন্ডারভিত্তিক ক্ষমতা সম্পর্ক বলবৎ থেকে যায়। যখন পারিবারিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি পুরুষতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত হয় তখন নারীর দৃশ্যমান অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নে কোনো ভূমিকা না রেখে পুরুষদের ক্ষমতার মাধ্যমকেই শক্তিশালী করে। পারিবারিক পর্যায়ে নারী অধস্তনতা ও লিঙ্গগত শ্রমবিভাজন সমাজেও দৃশ্যমান ও স্বীকৃত লৈঙ্গিক সমত্যা ও সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে এর পরিবর্তন প্রয়োজন।

বৈষম্যমূলক নারী অধস্তনতার কাঠামো পরিবর্তন স্বাভাবিক বা স্বত:স্ফূর্তভাবে ঘটবে না। বর্তমান বৈষম্যমূলক জেন্ডার ভিত্তিক ক্ষমতা সম্পর্কে ভেতরে নারীর জন্য কনসেশন বা সংরক্ষণ-নীতি একই ক্ষমতা সম্পর্কের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। রাষ্ট্র হতে স্বতন্ত্র সামাজিক আন্দোলন লৈঙ্গিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়ন করতে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আইন সভায় নারী অংশগ্রহণ অর্থপূর্ণ হবে যদি নারী প্রতিনিধিগণ নারী শোষণ ও অধস্তন অবস্থানের প্রসঙ্গ যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারেন। তবে বাস্তবে গৃহবধূর ন্যায় আইনসভায়ও নারীরা পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। তারা রাজনৈতিক দলের পুরুষ নেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্বাচনে মনোনয়ন লাভ করেন এবং এ ক্রিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক অক্ষমতাকে ঢেকে রাখেন। প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত নারী সদস্যগণ আইনসভায় উচ্চতর মর্যাদার অধিকারী। কিন্তু তাদেরকে নারী কর্মসূচির প্রতি মনোযোগী হতে দেখা যায় না। সম্ভবত তারা পিতৃতন্ত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রান্তিক বিষয় হিসেবে নারী ইস্যু নিয়ে কথা বলে তাদের উচ্চতর অবস্থান ক্ষুণ্ন করতে অনাগ্রহী। সংরক্ষিত আসনে নারী সাংসদগণ শুধুমাত্র 'নারী' হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে গেলে আইন সভায় তাদের উপস্থিতি বা সংখ্যাবৃদ্ধিতে নারী স্বার্থ কার্যকরভাবে রক্ষিত হবে না। বস্তুত, সংরক্ষিত আসনে নারী প্রতিনিধিত্বের ফলে সমাজে বিদ্যমান জেন্ডার বৈষম্য জাতীয় সংসদেও প্রতিফলিত হয়। এভাবে আইনসভায় পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোয় নারী প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ ঘটে। নারী সাংসদগণ প্রধানত ভোট ব্যাংক হিসেবে জেন্ডার পক্ষপাতপূর্ণ রাজনৈতিক দলের স্বার্থরক্ষার মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মতাদর্শকে সংরক্ষণ করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীনে গৃহকোণ থেকে সংসদে নারীদের যাত্রাকে প্রারম্ভিকভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে, এ পদক্ষেপ নিজেই লক্ষ্য না হয়ে বরং লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম হতে পারে। নারী প্রতিনিধিগণের সজাগ হতে হবে যে সামনের পথ পরিক্রমায় এবং নিজস্ব বিকল্প মত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক পর্যায়ে তারা পুরুষ নির্ধারিত পথ পরিবর্তন করতে পারেন। জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা যেখানে চূড়ান্ত লক্ষ্য সেখানে এ চ্যালেঞ্জ অবশ্যম্ভাবী। আলোচ্য গবেষণায় গবেষককে অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছে। তারপরেও গবেষণাটি এদেশের নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে প্রতীয়মান হয়। বাস্তবিক অর্থে ফলাফল সমূহের মাধ্যমে ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ এর আলোকে সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি প্রতিফলিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবিত সুপারিশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবিত সুপারিশ

রাজনৈতিক ক্ষমতায় শক্তিমালী ও বিস্তৃতকরণে গবেষণায় উপরোক্ত আলোচনা ও ফলাফলের ভিত্তিতে রাজনীতিতে নারীদের সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন কিভাবে হতে পারে তা বের করা প্রয়োজন বলে গবেষক মনে করেন। সেজন্য কিছু করণীয় সুপারিশ হলো নিম্নরূপ :

- নির্বাচনে মনোনয়নদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোকে নারীর ক্ষেত্রে যে সংকীর্ণতা তা দূর করতে হবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো যদি ৩০% নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয় তাহলে এ বৈষম্য ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাবে। তাছাড়া দলীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতেও নারীদের স্থান দিতে হবে।
- নারী রাজনীতিবিদগণ নিজ দলের মধ্যে নারীদের জন্য অভ্যন্তরীণ কোটা পদ্ধতি চালু করার জন্য চেষ্টা করতে পারেন, যা তাদের আত্মবিশ্বাস অর্জন এবং এ বিষয়ে উদাহরণ সৃষ্টির জন্য সহায়ক হবে। ক্ষুদ্র পরিসরে এই সাফল্যই পরবর্তীতে সংসদের বৃহত্তর পরিধিতে তাদের অধিকার আদায়ের পথকে আরো প্রশস্ত করবে।
- সংরক্ষিত আসন এবং সরাসরি নির্বাচন প্রসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার সূচনাকল্পে এবং দলীয় প্রভাব / সংকীর্ণতা এড়াতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নেতাকর্মী, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, নীতি-নির্ধারক এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ একটি প্ল্যাটফরম গঠন করা এবং এর মাধ্যমে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত নানামুখী আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রাখা দরকার।
- সুশীল সমাজ এবং নারী সংগঠনগুলোর উদ্যোগে প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, প্রভাবশালী নারী নেতৃত্ব, আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব প্রমুখের অংশগ্রহণে আরো বেশি

Dhaka University Institutional Repository

সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা দরকার যাতে এ বিষয়ে একটি ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়।

- রাজনীতি এবং সংসদ উভয় ক্ষেত্রেই নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য গণমাধ্যম সমূহের আরো বেশি প্রচারণা চালানো উচিত।
- নারীর রাজনৈতিক অবস্থান, রাজনৈতিক সচেতনতার মাত্রা এবং বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য সবচেয়ে গ্রহনযোগ্য মডেল চিহ্নিত করার লক্ষ্যে আরো অধিক সংখ্যক জনমত জরিপ এবং অনুসন্ধানী গবেষণার প্রয়োজন।
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংসদে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন উদাহরণ এবং দৃষ্টান্ত সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য সেমিনার, কর্মশালা প্রভৃতি আয়োজন করে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা যেতে পারে।
- নারীর মানবাধিকার, বিশেষত: নারীর সম্পত্তির অধিকার রক্ষায় নারী নেত্রী, নারী সংগঠন এবং লবি গ্রুপগুলোকে আরো বেশি অ্যাডভোকেসি কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- ব্যক্তিগত পর্যায়ে নারীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা বা সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং নিজ পরিবার ও রাজনৈতিক দল থেকে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। তাদেরকে আরও বেশি পড়াশোনা করতে হবে এবং কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হবে যা তাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবে।
- বিদ্যমান গৎবাঁধা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ধারণা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা উপকরণ পুনর্বিন্যস্ত করে এতে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন বিষয়ক ইস্যুগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে, শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীরা এসব বিষয়ে সচেতন হতে পারে।
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে হবে যাতে নারীরা নির্ভয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে। এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা

Dhaka University Institutional Repository

তাদের জনসভায় বক্তব্য প্রদান, জনসম্মুখে নিঃসংকোচ পদচারণা বা নির্বাচনী প্রচারাভিযানে যোগদানের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

- নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিতকারী প্রচলিত বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ করে গণমাধ্যমে প্রচারণা চালালে তা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সচেতনতা বৃদ্ধিতে ফলপ্রসূ হতে পারে।
- সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলো নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ইস্যুতে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কি কি উদ্যোগ নিচ্ছে এবং তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করছে, তা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি গ্রহনযোগ্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।
- সর্বোপরি, বেসরকারি, সামাজিক ও মানবাধিকার সংগঠন তথা সুশীল সমাজ এ বিষয়ে আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে। এ লক্ষ্যে তারা নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কর্মসূচি যেমন-জনগণের মনোভঙ্গি এবং ধ্যান-ধারণা পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করা, ইস্যুভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সমূহের অনুবাদ ও প্রচার, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সফর ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কৌশল উদ্ভাবন ও প্রণয়ন বা সহায়তা প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

BIBLIOGRAPHY

Dhaka University Institutional Repository

BIBLIOGRAPHY

Documents / দলিলাদি

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সংবিধান, আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়, সংশোধিত-২০০১।
- PFA-দেখুন, মালেকা বেগম (মূল অনুবাদক) জাতিসংঘ বিশ্ব নারী সম্মেলনে, বেইজিং ঘোষণা ও কর্ম পরিকল্পনা, রাজকীয় ডেনমার্ক দূতাবাস, ঢাকা, ১৯৯৭।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ৮ মার্চ ১৯৯৭।
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা, খন্ড-৫৫, ১৯৯৭।
- জাতিসংঘ, মানবাধিকার সম্পর্কে সার্বজনীন ঘোষণা (১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘে ৩য় সাধারণ অধিবেশনে অনুমোদিত)।
- জাতিসংঘ সনদ, Archibald Macleish কর্তৃক রচিত এবং ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন সানফ্রান-সিসকো নগরীতে স্বাক্ষরিত, যা ১৯৪৫ এর ২৪ অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়।
- জাতিসংঘ চতুর্থ নারী সম্মেলন, ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
- জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত।
- জাতিসংঘ ঃ নারীর প্রতি সকল বৈষম্য বিলোপ সনদ, ইউনিসেফ, ১৯৭৯।
- নিউইয়র্কের সেনেকা ফলস ও প্রথম নারী অধিকার সম্মেলনে ঘোষিত প্রস্তাবে উচ্চারিত এলিজাবেথ কেডি ষ্ট্যান্টন এর উক্তি।
- জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-১১, সংখ্যা-১, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

- জাতীয় সংসদ অধিবেশনের কার্য প্রবাহের সারাংশ-পঞ্চম জাতীয় সংসদ-১ম থেকে বাইশ অধিবেশন।
- নির্বাচনী ইশতেহার, ১৯৯১ [প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত]।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী চিঠি, ঢাকা।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৫ম জাতীয় সংসদের কার্যনির্বাহের সারাংশ।
- The Nairobi forward looking strategies for the advancement of women, *UN*-1985.
- Human Development Report-1990-98, UNDP.

Dhaka University Institutional Repository

Books / Articles

অমর্ত্য সেন, জীবন যাত্রা ও অর্থনীতি, আনন্দ পাবলিশার্স কলকাতা।

আবুল হোসাইন আহমেদ ভূইয়া; নারী ও সমাজ ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত *(ক্ষমতায়ন* ১৯৯৬, সংখ্যা-১)।

আখতার রাশেদা, উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজি ঃ গ্রামীণ নারীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঃ একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা *(ক্ষমতায়ন* ১৯৯৬, সংখ্যা-১)।

আনোয়ারা আলম, নারী ও সমাজ, শৈলী প্রকাশন, ঢাকা-২০০২।

আবেদা সুলতানা; ক্ষমতা কাঠামো ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর বৈশ্বিক ও বাংলাদেশ বিষয়ে একটি অনুসন্ধান, *(ক্ষমতায়ন, ২০০০, সংখ্যা-৩)*।

আবেদা সুলতানা, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি ঃ একটি বিশ্লেষণ *(ক্ষমতায়ন সংখ্যা-২ ১৯৯৮, উইমেন যার উইমেন)*।

আবুল ফজল, শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, রংপুর টাউন ষ্টোর্স, ১৯৯৮।

আয়েশা খানম, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায় ঃ নারী আসনে সরাসরি নির্বাচন, বেইজিং প্লাস ফাইভে বিশেষ অধিবেশনের ফলাফল ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিতে করণীয়, নারী-২০০০, এনসিবিপি।

উন্নয়ন ও জেন্ডার বৈষম্য, উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা: ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারী মার্চ-১৯৯৭।

উন্নয়ন পদক্ষেপ, স্টেপস টুয়াউস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা অষ্টম সংখ্যা এপ্রিল-জুন-১৯৯৭।

এমাজ উদ্দিন আহমদ, বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন ঃ প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা, ঢাকা, করিম বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৮।

খালেদা সালাহুদ্দীন, রওশন জাহান, মাহমুদা ইসলাম *"Women and Poverty"* (Women For women; Dhaka 1997)

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০২, ঢাকা বাংলাদেশ।

দৈনিক জনকণ্ঠ ৩০ আগষ্ট-২০০২ ঢাকা, বাংলাদেশ।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ আগষ্ট-২০০২, ঢাকা বাংলাদেশ।

দৈনিক যুগান্তর-২৮ জুলাই ২০০২, ঢাকা বাংলাদেশ।

দৈনিক প্রথম আলো, ১৮ আগষ্ট ২০০৪, ঢাকা, বাংলাদেশ।

দৈনিক প্রথম আলো ৫ জানুয়ারী-২০০২, ঢাকা বাংলাদেশ।

দৈনিক প্রথম আলো-৭ ফেব্রুয়ারী-২০০৪ ঢাকা, বাংলাদেশ।

নাজমা চৌধুরী এবং অন্যান্য "নারীর ক্ষমতায়ন" উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা টাস্কফোর্স প্রতিবেদন, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।

নাজমা চৌধুরী, "রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা", নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী ও রাজনীতি, ঢাকা উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪।

ফারাহ দীবা চৌধুরী, বিশ্ব নারী সম্মেলন ও বাংলাদেশের নারী, আল মাসুদ হাসানুজ্জামান সম্পাদিত ঃ বাংলাদেশে নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ, ২০০২ ইউপি,এল।

মালেকা বেগম, "নারীর সমঅধিকারের প্রশ্নে জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ", নারীর রাষ্ট্র, উন্নয়নও মতাদর্শ, মেঘনাগুহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম সম্পাদিত, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯০।

মেঘনা গুহ ঠাকুরতা ও সুরাইয়া বেগম, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও নারী আন্দোলন ঃ প্রসঙ্গ বাংলাদেশ, গুহ ঠাকুরতা ও অন্যান্য সম্পাদিত, নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা ১৯৯৭।

রিটা মে কেলি ও মেরী বুটিলিয়ার, "রাজনৈতিক নারীর অভ্যুদয়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯১।

Dhaka University Institutional Repository

রাফিক ইয়াসমিন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, *লোক প্রশাসন সাময়িকী* অষ্টাদশ সংখ্যা, মার্চ, ২০০১।

শওকত আরা হোসেন; নারী ঃ রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন *(ক্ষমতায়ন* ১৯৯৮, সংখ্যা-২)।

শাহীন রহমান, জেন্ডার পরিভাষা শব্দকোষ, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৭ম সংখ্যা, ১৯৯৭।

শাহীন রহমান, জেন্ডার প্রসঙ্গ, ডিসেম্বর ১৯৯৮ স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট ঢাকা।

শাহীন রহমান, জেন্ডার প্রসঙ্গ, স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ১৯৯৮।

স্বাক্ষরতা বুলেটিন, নভেম্বর-২০০২, ঢাকা বাংলাদেশ।

সালমা খান, রাজনীতিতে নারী ও নারীকে নিয়ে রাজনীতি, দৈনিক প্রথম আরো, ২৭ মে-২০০৪ ঢাকা, বাংলাদেশ।

সুলতানা মোস্তফা আনম, নারী-ধারিত্রীর আদলে, লোকপত্র সংখ্যা-৯ম, ২০০০।

Dhaka University Institutional Repository

Abdullah, T., *Village Women as I saw them*, 1974 Dhaka Ford Fundation.

Ahmed Moudud, *Democracy and the Challenge of Development,* UPL, 1995.

B. Wallace, R. Ahsan, S. Hussain, E Ahsan, *The Invisible resource: women and work in Rural Bangladesh*: 1987, London, west view press.

Callins Randall; *Sociology of Marriage and Family* (1985)

Chowdhury Najma; *Bangladesh: Gender and Politics in a Potriarchy in Nelson S. Barbara & Chowdhury Najma (eds.) Women and Politics Worldwide; New Haven & London;* Yale University Press, 1994.

E. Boserup, *Women's Role in Economic Development*, London: 1970.

F. Mc Carthy, The Target Group: Women in Rural Bangladesh in E. clay and B. Schaffer (ed) Room for Manoeuvre, *An Exploration of Public Policy in Agriculture and Rural Development*, 1984. Heinemann Educational Books.

Garrett Stephen; *"Gender"* (New York 1992).

Halder Romela, Akter Rasada; The Rob of NGO and Women's Perception of Empowerment: An Anthropological Study in a Village. *(Empowerment 1999, Vol. 6)*.

Huqe Jahanara, et. al. Beijing Process and followup, Bangladesh perspective, *women for women*, 1997.

Jahan Rounaq, *The Exclusive Agenda: Mainstreaming women in development*, Dhaka: University press limited, 1985.

Jahan Rounaq; *Women and Development in Bangladesh : Challenges and Opportunities* (Ford Foundation, Dhaka; March 1989)

Dhaka University Institutional Repository

Khaanum SM. Gateway to hell: the impact of migration RMP on the women's teritory, position and power in England, Empowerment Vol. 6.

Khali Shonti Chandra; *"Women and Empowerment"* *(India Journal of Public Administration;* July-Sept Vol-XLIII, No-3)

Mason; *Karen Oppenheim 1985: The Impact of Women's Position on Fertility in Developing Countries* (University of Michigar, U.S.A (1985).

Mendus Susan; Losing the Faith: Femmnesh and Democracy in Dunn John (ed) *"Democracy: The Unfinished Journey*; 508 BC TO AD 1993, Oxford University Press; New York 1994)

Mondol S. R. Status of Himalaayan Women, Empowerment, Vol. 6.

Myrdal Gunnar 1970, Asian Drama, *An Enquiry into the Poverty of National* Abridged by Seth S. King or The Twenteeth century Fund Study 1970).

Nelson S. Barbara & Chowdhury Najma; *Women and politics worldwide* (Yale University Press, 1995).

Pateman Carole; *The Disorder of Women* (Cambridge University Press, Cambridge 1989)

Philips Anne; *Engendering Democracy* (Cambridge University Press, New York 1994).

Roser O.N. Caroline; *Gender Planning in the Third World; Meeting Practical and Strategic Needs in Repecca Grant and Kath Leen New Land (ed) Gender and International Pelations,* (Open University Press, 1991).

Ross Robert, *Research: an Introduction*, New York, Barns and nobles, 1974 chapter.

Dhaka University Institutional Repository

S. Lindenbaum, *The social and Economic status of women in Bangladesh*, 1974, Dhaka Ford Fundation.

Scanzoni Dawson Letha & Scanzoni Jahn; *"Men, Women and Change"* (Mc Graw-Hill, Inc 1998)

Sen Amartya; *Population Policy: Authoritarianism Versus Cooperation*, (New Delhi, India 1995)

Stinmetz Sussman; *Handbook of Marriage and the Family* (1988)

Verma, M.M. Human Resources Development Stategic Approaches and Experiences, Japan: Arrant Publishers, 1989.

White C. Sarah; *Arguing with the Crocodile: Gender and Class in Bangladesh* (Zed Books Limited, London 1992)

White, Sarah, Women and Development: A New Imperialist Discourse; *in Journal of Social Studies*, CSS. No-48.

Willson Adrian; *Family* New Delhi 1995

Yash Tendon, Poverty, Processes of Impover ishment and empowerment: a review of current thinking and action, in empowernment: towards sustainable development, London 1995 Zed Books Limited.

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা ঃ প্রেক্ষাপট ৫ম সংসদ (১৯৯১-৯৬)

মহিলা সাংসদদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের প্রশ্নমালা

(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

প্রশ্নপত্রের ক্রমিক নং	তারিখঃ
উত্তরদাতার নামঃ	
ফোন নং -	নির্বাচনী এলাকাঃ
তথ্য সংগ্রহকারীর নামঃ	স্বাক্ষর
তথ্য সংগ্রহের স্থানঃ	

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত তথ্যাবলী -

১. ক) বয়সঃ..... খ. বৈবাহিক অবস্থাঃ .....

গ) পেশা ঃ ..... ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ..... .....

২. ক) পিতা বা স্বামীর নামঃ ..... খ) বয়সঃ .....

গ) পেশাঃ ..... ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ.....

পারিবারিক তথ্যাবলী -

১. পরিবারের ধরনঃ- একক/যৌথ ২. পরিবারের মাসিক আয়-

৩. পরিবারের সদস্য সংখ্যাঃ..... ৪. বাসস্থানের ধরনঃ - ভাড়া / নিজস্ব/ .....

৫. পরিবারের আর কেউ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত কিনা ? হ্যাঁ / না,

হ্যাঁ হলে, আপনার পরিবারের রাজনৈতিক ইতিহাস- (বর্ণনা দিন)

১.আপনার পরিবারের সদস্যদের আপনার রাজনীতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিঃ- ইতিবাচক/নেতিবাচক/নিরপেক্ষ

ঃ- পছন্দ করে / করে না

Dhaka University Institutional Repository

২.আপনার রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিবারে সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা করে কে?

৩. আপনার রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে কার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ পেয়েছেন?

৪. আপনি কিভাবে রাজনীতিতে আসলেন?

৫. ছাত্রাবস্থায় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কি? হ্যাঁ / না

হ্যাঁ হলে, আপনার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিনঃ

৬.রাজনীতিতে আসার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করেছে? .....

৭. কত বছর ধরে আপনি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত আছেন? ..... বছর

৮. আপনার মতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহনে বাধা সমূহ কি কি?

৯. আপনার রাজনেতিক কর্মকান্ড পরিবারিক জীবনে কোন সমস্যা সৃষ্টি করে কি ? হ্যাঁ / না

হ্যাঁ হলে, কি প্রকার সমস্যা?

১০. পুরুষদের তুলনায় রাজনীতিতে নারী হিসেবে বিশেষ কোন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় কি? হ্যাঁ / না

হ্যাঁ হলে, বিবরন দিনঃ

১১. রাজনীতিতে কখন সবচেয়ে অসহায় বোধ করেন?

১২. পূর্বে রাজপথে আন্দোলন, মিছিল, সমাবেশে অংশ নিয়েছেন কি? হ্যাঁ / না

হ্যাঁ হলে, এ বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুনঃ

১৩.বাংলাদেশের নির্বাচন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

১৪.এটাই কি আপনার প্রথম নির্বাচন ? হ্যাঁ/ না

পূর্বে নির্বাচন করলে সে বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুনঃ

Dhaka University Institutional Repository

১৫.নির্বাচন করার পরিকল্পনা পূর্বেই ছিল, না হঠাৎ করে নিয়েছেন?

১৬.নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত কিভাবে নিয়েছন ?

১৭. আপনি নির্বাচন পরিচালনা কিভাবে করেছেন ? কি কৌশল অবলম্বন করেছেন?

১৮.আপনার নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস কি ছিল ?- পরিবার /দলীয়/ নিজস্ব / অন্যান্য.....

১৯.নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা পড়েছেন কি?- হ্যাঁ / না,

হ্যাঁ হলে কি ধরনের সমস্যা--

২০.একজন পুরুষ প্রার্থীর তুলনায় আপনার নির্বাচনী প্রচারণায় কোন পার্থক্য ছিল কি ? হ্যাঁ / না,

হ্যাঁ হলে কি ধরনের পার্থক্য ছিল ?

২১.আপনার মতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীদের নির্বাচনে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে কি কি বাধা রয়েছে?

২২. বাঁধা সমূহ কিভাবে দূরীভূত করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

২৩.আপনার নির্বাচনে জয়লাভে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছেঃ

- দলীয় পরিচিতি/ ব্যক্তিগত ইমেজ/ পরিবারের প্রভাব/ প্রচারনা/ অন্যান্য.....

২৪.নির্বাচিত জন প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়ে বাঁধার সম্মুখীন হন?

২৫.নির্বাচিত জন প্রতিনিধি হিসেবে কার্যের ক্ষেত্রে পুরুষ সাংসদদের তুলনায় আপনি কোন বৈষম্যের স্বীকার হয়েছেন কি? হ্যাঁ /না, হ্যাঁ হলে কি ধরনের সমস্যা.....

২৬.নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে আপনার প্রধান দায়িত্ব সমূহ কি কি?

২৭.নির্বাচিত হবার পর এ এদেশে নারীদের উন্নয়নে কোন কাজটি সর্বাগ্রে করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

Dhaka University Institutional Repository

২৮.আপনার নির্বাচনী এলাকার যে কোন সমস্যা সমাধানে আপনি কি ধরণের ভূমিকা পালন করতে পারেন?

২৯.নারী হিসেবে দায়িত্ব পালনে কোন বৈষম্যের স্বীকার হন কিনা? হ্যাঁ /না, হ্যাঁ হলে কি ধরনের বৈষম্যের ঃ

৩০. সংসদে আপনি কত কর্মদিবসে উপস্থিত ছিলেন?

৩১. সংসদে আপনি কোন্ বিল বা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন কি?

৩২. সংসদে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে আপনি কি কি বাঁধার সম্মুখিন হয়েছিলেন?

৩৩. সংসদ কার্যক্রমে আপনি কোন সংসদীয় কমিটির সদস্য ছিলেন কি? হ্যাঁ/না

* হ্যাঁ হলে কমিটির নাম উল্লেখ করুন।

৩৪. সংসদীয় কমিটির সভায় নারী হিসাবে আপনাকে বিশেষ কোন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়েছিল কি? হ্যাঁ/না

৩৫. আপনার মতে একজন নারী সদস্যের সংসদের কার্যক্রমে অংশগ্রহনকে কিভাবে আরো ফলপ্রসূ করা যায়?

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা ঃ প্রেক্ষাপট ৫ম সংসদ (১৯৯১-৯৬)

(এম.ফিল কোর্সের চাহিদা পুরনার্থে একটি গবেষণা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

সমাজে স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নারীদের মতামত জরীপে প্রশ্নপত্র

(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

প্রশ্নপত্রের ক্রমিক নং ঃ	তারিখ ঃ
তথ্য সংগ্রাহকের নাম ঃ	স্বাক্ষর
তথ্য সংগ্রহের স্থান ঃ	

ক. সাক্ষাৎদাতার পরিচিতি

১) নাম ঃ

২) বয়স ঃ

৩) পেশা ঃ

৪) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ

৫) বৈবাহিক অবস্থা ঃ

খ. মতামত দিন -

১. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাধা সমূহ কি কি?

২.আপনাকে আপনার কর্মস্থলে নারী হিসেবে বিশেষ কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কি? হ্যাঁ /না,

হ্যাঁ হলে কি ধরনের সমস্যা.....

৩. নারীর ক্ষমতায়ন কোন বিষয়টি বেশী প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

- সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন / নারী শিক্ষার প্রসার / পারিবারিক সহযোগিতা / সরকারী পদক্ষেপ / নীতিমালা ও আইন প্রনয়ন/ আন্যান্য--- ----------

৪. আপনার অবস্থান থেকে নারীদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

৫. নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নারীর ক্ষমতায়নের উপর কোন প্রভাব ফেলে কি ? হ্যাঁ /না,

হ্যাঁ হলে, কি ধরনের প্রভাব.....

Dhaka University Institutional Repository

৬. নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রভাব কতটুকু বলে আপনি মনে করেন?

৭.আপনার মতে নারীর ক্ষমতায়নে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়?

৮.শুধু নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও জয়লাভের মাধ্যমেই কি এদেশের নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব ? আপনি কি মনে করেন?

৯.নারীর অধিকার আদায়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রভাব রয়েছে কি? হ্যাঁ/ না,
হ্যাঁ হলে কি প্রকার?

১০. একজন মহিলা সাংসদ হিসাবে একজন নারীর কি কিব্যক্তিগত যোগ্যতা থাকা উচিত?

১১.নারীদের সম অধিকার আদায়ে একজন মহিলা সাংসদ কি কি ধরনের কাজ করতে পারেন?

১২. জাতীয় সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধির জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন-

ক. আসন সংরক্ষন

খ. নারীদের সাধারণ আসনে দলীয় মনোনয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি

গ. অন্যান্য উল্লেখ করুন

১৩. সংসবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী নারীর আসন সংরক্ষন সম্পর্কিত বিধান সম্পর্কে আপনার মতামত কি

১৪. জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালনে নারীদের জন্য প্রধান সমস্যা সমূহ কি কি বলে আপনি মনে করেন?

* এ সমস্যা সমূহ কি ভাবে দূর করা যায়।

১৫. সংসদ সদস্য হিসাবে একজন নারী একজন পুরুষের তুলনায় বিশেষ কোন বৈষম্যের স্বীকার হয় বলে আপনি মনে করেন? মতামত দিন-

* সংসদের বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে
* ফ্লোর লাভের ক্ষেত্রে
* স্থায়ী কমিটি অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে
* সরকারী বরাদ্দলাভের ক্ষেত্রে
* সরকারী সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

বাংলাদেশের সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা ঃ প্রেক্ষাপট ৫ম সংসদ (১৯৯১-৯৬)

(এম.ফিল কোর্সের চাহিদা পুরনার্থে একটি গবেষণা)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

জনসাধারনের মতামত জরীপে প্রশ্নপত্র

(সংগৃহীত তথ্যাবলী শুধুমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হবে এবং সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে)

প্রশ্নপত্রের ক্রমিক নং ঃ তারিখ ঃ

উত্তরদাতার নামঃ বয়সঃ

পেশাঃ

ঠিকানা ও ফোন নং -ঃ

তথ্য সংগ্রাহকের নাম ঃ স্বাক্ষর

তথ্য সংগ্রহের স্থান ঃ

১. আপনার এলাকার সাংসদ কে?.....

২. আপনাদের কাজকর্মে তাকে পাওয়া যায় কি? *নিয়মিত / মাঝে মাঝে বা অনিয়মিত / একেবারেই না*

৩. তিনিএলাকায় উন্নয়ন মূলক কোন কাজ করেছেন কি? হ্যাঁ /না,

হ্যাঁ হলে কি ধরনের?

৪.আপনার মতে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে মহিলা সদস্য রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে কি? হ্যাঁ /না,

হ্যাঁ হলে কেন প্রয়োজন?

৫.নির্বাচনে মহিলা সাংসদ ও পুরুষ সাংসদদের প্রচারনায় কোন পার্থক্য আপনার চেখে পড়েছে কি? হ্যাঁ /না, হ্যাঁ হলে কি প্রকার?

Dhaka University Institutional Repository

৬. আপনার মতে একজন নির্বাচিত মহিলা সাংসদের কি কি গুনাবলী ও যোগ্যতা থাকা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

৭.নারীদের রাজনীতি করাকে আপনি সমর্থন করেন কি? হ্যাঁ/না, কারন কি?

৮.নারীদের রাজনীতি করার জন্য কি কি যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন?

৯.নারীদের সম অধিকার আদায়ে একজন মহিলা সাংসদ কি কি ধরনের কাজ করতে পারেন?

১০.নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কিভাবে করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

১১.আপনার এলাকার নির্বাচিত মহিলা সাংসদ নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি সবচেয়ে বেশী কাজ করেছে?- তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ইমেজ / দলীয় পরিচিতি / পারিবারিক পরিচিতি/ বেশী ব্যয় করা / অন্যান্য (উল্লেখ করুন).....

১২.আপনার মতে মহিলাদের নির্বাচন করার ক্ষেত্রে কি কি সম্যার মোকাবেলা করতে হয়?

১৩. নারীর অধিকার আদায়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রভাব রয়েছে কি? হ্যাঁ/ না,

হ্যাঁ হলে কি প্রকার?

Dhaka University Institutional Repository

১৪.আপনার মতে একজন মহিলা সাংসদ নিজ এলাকার মহিলাদের উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

১৫.নারীর ক্ষমতায়ন তথা অধিকার আদায়ে কোন বিষয়টি বেশী প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

- সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন / নারী শিক্ষার প্রসার / পারিবারিক সহযোগিতা / সরকারী পদক্ষেপ / নীতিমালা ও আইন প্রনয়ন/ আন্যান্য---- ----------

১৬. বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের কি কি বাঁধা বা সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়?

১৭. উপরোক্ত বাধাঁসমূহ কিভাবে দূর করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

১৮. সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী নারীর আসন সংরক্ষন সম্পর্কিত বিধান সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

১৯. সংসদে নারীর জন্য আসন সংরক্ষনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি? হ্যাঁ/না

* উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন?

২০. বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণে বাঁধা সমূহ কি কি বলে আপনি মনে করেন?

* কি ভাবে বাঁধা সমূহ দূর করা যায়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদ

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
১	পঞ্চগড়-১	মির্জা গোলাম হাফিজ	১৯২০	আইন-৪৮	মু:ছাত্রলীগ-৩৮	আইনজীবী	বিএনপি	বাসা- ১৮৯, রোড-১৫, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা
২	পঞ্চগড়-২	মোঃ মোজাহার হোসেন	১৯৪৫	স্নাতক-৬৮	ছাত্র ইউ-৬২	কৃষিজীবী	সিপাব	গ্রাম- নগর সাকোয়া, থানা-বোদা, পঞ্চগড়
৩	ঠাকুরগাঁও-১	মোঃ খাদেমুল ইসলাম	১৯৪২	স্নাতক-৬৭	ছাত্রলীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	আশ্রম পাড়া, পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও
৪	ঠাকুরগাঁও-২	মোঃ দবিরুল ইসলাম	১৯৪৬	স্নাতক-৬৮	সিপিবি-৬৮	কৃষিজীবী	সিপিবি	গ্রাম- বড়বাড়ী, থানা-বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও
৫	ঠাকুরগাঁও-৩	মোঃ মোখলেসুর রহমান	১৯৩৫	আইএ-৬৭	ছাত্রলীগ-৫২	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- বথ-বালিগাঁও, থানা-পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও
৬	দিনাজপুর-১	মোঃ আমিনুল ইসলাম	১৯৫৭	আইএ-৭৫	ছাত্রলীগ	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- সুজালপুর, থানা-বীরগঞ্জ, দিনাজপুর
৭	দিনাজপুর-২	সতীশ চন্দ্র রায়	১৯৪২	স্নাতক-৬৪	ছাত্রলীগ-৫৮	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- মোস্তফাবাদ, থানা-বিরল, দিনাজপুর
৮	দিনাজপুর-৩	এম আব্দুর রহিম	১৯৩১	আইন	আ:লীগ-৪৭	আইনজীবী	আ:লীগ	দক্ষিণ মুন্সিপাড়া, থানা- কোতয়ালী, দিনাজপুর
৯	দিনাজপুর-৪	মিজানুর রহমান মানু	১৯৫৩	স্নাতক-৭৮	ছাত্র ইউ-৬৯	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- নিমনগর, থানা- সদর, দিনাজপুর
১০	দিনাজপুর-৫	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, এড.	১৯৫২	আইন-৮৬	ছাত্রলীগ-৬৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- গৌরীপাড়া, থানা-ফুলবাড়ী, দিনাজপুর
১১	দিনাজপুর-৬	আজিজুর রহমান চৌধুরী	১৯৫১	কামিল-৭০	জামাত-৭০	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম-বিজুল সরকারপাড়া,থানা-বিরামপুর,দিনাজপুর
১২	নীলফামারী-১	আব্দুর রউফ	১৯৪২	স্নাতক-৬১	ছাত্রলীগ-৫৮	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- বাকডোকরা, থানা- ডোমার, নীলফামারী
১৩	নীলফামারী-২	মোঃ সামসুদ্দোহা	১৯৪৩	স্নাতক-৬৪	সিপিবি-৬৪	রাজনীতি	সিপিবি	গ্রাম- কাঞ্চনপাড়া, থানা-নীলফামারী, নীলফামারী
১৪	নীলফামারী-৩	আজহারুল ইসলাম	১৯৪৩	স্নাতক-৬৬	ছাত্রলীগ	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- বড়ভিটা, থানা-কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী
১৫	নীলফামারী-৪	মোঃ আব্দুল হাফিজ	১৯৩৫	মাষ্টার্স-৬২	ন্যাপ-৫৮	শিক্ষাবিদ	ন্যাপ	বাঙ্গালীপুর, থানা-সৈয়দপুর, নীলফামারী
১৬	লালমনিরহাট-১	জয়নুল আবেদীন সরকার	১৯৪৯	স্নাতক-৭৯	ছাত্রশক্তি-৬৫	কৃষিজীবী	জাপা	গ্রাম- টংভাঙ্গা, থানা-হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট
১৭	লালমনিরহাট-২	মোঃ মফিজুর রহমান	১৯৪১	বিএড-৬৭	বিএনপি-৭৯	ব্যবসায়ী	জাপা	আদিতমারী, থানা-আদিতমারী, লালমনিরহাট
১৮	লালমনিরহাট-৩	রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ	১৯২৫	আইন	মু:ছাত্রলীগ-৪০	আইনজীবী	জাপা	গ্রাম-ধাইরখাতা, থানা-লালমনিরহাট,লালমনিরহাট
১৯	রংপুর-১	লে:জে (অব) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১৯৩০	স্নাতক-৫০	জাপা-৮২	সামরিক কর্মকর্তা	জাপা	নিউ সেন পাড়া, থানা- কোতয়ালী, রংপুর
	উপ-নির্বাচন	করিম উদ্দিন ভূঞা	১৯৩৭	নন ম্যাট্রিক	জাপা-৮৮	শিল্পপতি	জাপা	গ্রাম- সারাই, থানা- কাউনিয়া, রংপুর
২০	রংপুর-২	লে:জে (অব) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১৯৩০	স্নাতক-৫০	জাপা-৮২	সামরিক কর্মকর্তা	জাপা	নিউ সেন পাড়া, থানা- কোতয়ালী, রংপুর
	উপ-নির্বাচন	পরিতোষ চক্রবর্তী	১৯৫১	মাষ্টার্স-৭২	ছাত্র ইউ-৬২	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- প্রফেসর পাড়া, থানা-বদরগঞ্জ, রংপুর
২১	রংপুর-৩	লে:জে (অব) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১৯৩০	স্নাতক-৫০	জাপা-৮২	সামরিক কর্মকর্তা	জাপা	নিউ সেন পাড়া, থানা- কোতয়ালী, রংপুর
২২	রংপুর-৪	মোঃ শাহ আলম	১৯৫৬	আই এ-৭৪	জাপা-৮২	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- সারাই, থানা-কাউনিয়া, রংপুর
২৩	রংপুর-৫	লে:জে (অব) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১৯৩০	স্নাতক-৫০	জাপা-৮২	সামরিক কর্মকর্তা	জাপা	নিউ সেন পাড়া, থানা- কোতয়ালী, রংপুর
	উপ-নির্বাচন	মিজানুর রহমান চৌধুরী	১৯২৮	স্নাতক-৫২	মু:ছাত্রলীগ-৪৫	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম-দাশপাড়া, থানা-সদর, চাঁদপুর
২৪	রংপুর-৬	লে:জে (অব) হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ	১৯৩০	স্নাতক-৫০	জাপা-৮২	সামরিক কর্মকর্তা	জাপা	নিউ সেন পাড়া, থানা- কোতয়ালী, রংপুর
	উপ-নির্বাচন	শাহ মোতাহের হোসেন, এড.	১৯৩৯	মাষ্টার্স-৬২	ছাত্রলীগ-৫২	ব্যবসায়ী	জাপা	বাড়ী নং-১০, রোড নং-১৪২, গুলশান, ঢাকা
২৫	কুড়িগ্রাম-১	আ হ ম সাইদুল ইসলাম	১৯৪৬	স্নাতক-৭৪	ন্যাপ-৬৫	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- টেপারকুটি, থানা-নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম
২৬	কুড়িগ্রাম-২	তাজুল ইসলাম চৌধুরী	১৯৪৫	আইন	ছাত্র ইউ-৬৫	আইনজীবী	জাপা	সবুজপাড়া, থানা-কুড়িগ্রাম, কুড়িগ্রাম
২৭	কুড়িগ্রাম-৩	আমজাদ হোসেন তালুকদার	১৯৪৫	স্নাতক-৭২	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- উলিপুর, থানা-উলিপুর, কুড়িগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নির্বাচন : ১৯৭০-২০০১

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
২৮	কুড়িগ্রাম-৪	মোঃ গোলাম হোসেন	১৯৪৫	আইএ-৬৬	বিএনপি-৭৮	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- বারবান্দা, থানা-রৌমারী, কুড়িগ্রাম
২৯	গাইবান্ধা-১	হাফিজুর রহমান প্রামানিক	১৯৪৬	স্নাতক-৭১	ছাত্রলীগ-৬২	রাজনীতি	জাপা	গ্রাম- খামার বুবনী, থানা-সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা
৩০	গাইবান্ধা-২	আব্দুর রশিদ সরকার	১৯৫৫	আইন-৯০	ছাত্রলীগ-৬৮	আইনজীবী	জাপা	থানাপাড়া, গাইবান্ধা পৌরসভা, গাইবান্ধা
৩১	গাইবান্ধা-৩	টিআইএম ফজলে রাব্বী চৌধুরী	১৯৩৬	পিএইচডি-৬৫	জাপা-৮৬	শিক্ষাবিদ	জাপা	রোড নং-২১, বাসা নং-৭, সেক্টর ৪, উত্তরা, ঢাকা
৩২	গাইবান্ধা-৪	লুৎফর রহমান চৌধুরী	১৯৫৪	স্নাতক-৭৬	জাসদ-৭৮	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- পাগা পাড়া, থানা-গোবিন্দগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ
৩৩	গাইবান্ধা-৫	ফজলে রাব্বী, এড.	১৯৪৬	আইন-৬৬	ছাত্রলীগ-৫৮	আইনজীবী	জাপা	গ্রাম- গটিয়া, থানা-গাইবান্ধা, গাইবান্ধা
৩৪	জয়পুরহাট-১	মোঃ গোলাম রব্বানী	১৯৫৫	স্নাতক-৮০	ছাত্রলীগ-৬৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	আখন্দ ভবন, থানা-জয়পুরহাট, জয়পুরহাট
৩৫	জয়পুরহাট-২	আবু ইউসুফ মোঃ খলিলুর রহমান	১৯৪৪	আইন-৬৯	ছাত্রলীগ-৬০	আইনজীবী	বিএনপি	রুবাইয়া মঞ্জিল, থানা- জয়পুরহাট, জয়পুরহাট
৩৬	বগুড়া-১	ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান	১৯৩১	চিকিৎসা-৫৭	মু:লীগ-৪৫	চিকিৎসক	বিএনপি	গ্রাম- কামারপাড়া, থানা-সোনাতলা, বগুড়া
৩৭	বগুড়া-২	মোহাম্মদ শাহাদাতুজ্জামান	১৯৫৫	কামিল-৭২	জামাত-৬৮	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- মেধাখোদ, থানা-শিবগঞ্জ, বগুড়া
৩৮	বগুড়া-৩	আব্দুল মজিদ তালুকদার	১৯২০	আইন-৩৯	মু:লীগ-৩৭	কৃষিজীবী	বিএনপি	গ্রাম- কালাইচুড়ি, থানা-আদমদিঘী, বগুড়া
৩৯	বগুড়া-৪	আজিজুল হক মোল্লা	১৯৩৩	ম্যাট্রিক-৪৬	যুবলীগ-৪৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- দেওগ্রাম, থানা-কাহালু, বগুড়া
	উপ-নির্বাচন	ডা. জিয়াউল হক মোল্লা	১৯৬৪	চিকিৎসা-৯০	বিএনপি-৯৪	চিকিৎসক	বিএনপি	গ্রাম-মালতিনগর, থানা- কোতয়ালী, বগুড়া
৪০	বগুড়া-৫	গোলাম মোঃ সিরাজ সরকার	১৯৫০	স্নাতক-৭০	বিএনপি-৯০	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- ধনকুন্তি, থানা-শেরপুর, বগুড়া
৪১	বগুড়া-৬	মজিবর রহমান	১৯৩৬	আইন-৬১	বিএনপি-৭৮	আইনজীবী	বিএনপি	মহল্লা- সুত্রাপুর, বগুড়া পৌরসভা, বগুড়া
৪২	বগুড়া-৭	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ-৬৩	বিএনপি-৮২	রাজনীতি	বিএনপি	বাড়ী নং-৬, শহীদ মইনুল রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
	উপ-নির্বাচন	হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু	১৯৫৩	মাষ্টার্স-৭৪	ছাত্র ইউ-৭১	কৃষিজীবী	বিএনপি	গ্রাম- কলাকোপা, থানা-গাবতলী, বগুড়া
৪৩	নবাবগঞ্জ-১	অধ্যাপক মোঃ শাহজাহান মিঞা	১৯৪৭	মাষ্টার্স-৭০	ন্যাপ-৭০	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- শিবগঞ্জ, থানা-শিবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ
৪৪	নবাবগঞ্জ-২	সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন	১৯৪৩	স্নাতক-৬৩	ন্যাপ-৭০	কৃষিজীবী	বিএনপি	গ্রাম-ইসলামপুর, থানা-চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ
৪৫	নবাবগঞ্জ-৩	মোঃ লতিফুর রহমান	১৯৫৫	মাষ্টার্স-৮৫	ছাত্রশিবির-৭৭	ব্যবসায়ী	জামাত	গ্রাম- বালুবাগান, থানা-নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ
৪৬	নওগাঁ-১	আজিজুর রহমান মিয়া	১৯২৪	মাদ্রাসা-৩৭	মু:লীগ	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- নিয়ামতপুর, থানা-নিয়ামতপুর, নওগাঁ
৪৭	নওগাঁ-২	শহিদুজ্জামান সরকার	১৯৫৫	আইন-৭৯	ছাত্রলীগ-৭০	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- বীরগ্রাম, থানা-ধামইরহাট, নওগাঁ
৪৮	নওগাঁ-৩	আখতার হামিদ সিদ্দিকী	১৯৪৭	আইন-৭৬	ছাত্র ইউ-৬৩	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- উত্তর গ্রাম, থানা-মহাদেবপুর, নওগাঁ
৪৯	নওগাঁ-৪	মোঃ নাছির উদ্দিন	১৯৪৭	কামেল-৭৩	জামাত-৭৯	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- পাবইল, থানা-মান্দা, নওগাঁ
৫০	নওগাঁ-৫	শামস উদ্দিন আহমেদ	১৯৩৫	আইন-৫৪	বিএনপি-৯০	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- করনেশরপাড়া, থানা-নওগাঁ, নওগাঁ
৫১	নওগাঁ-৬	আলমগীর কবির	১৯৪৮	স্নাতক-৭৪	ছাত্র ইউ-৬২	সাংবাদিক	বিএনপি	গ্রাম- চকদেব, থানা-নওগাঁ, নওগাঁ
৫২	রাজশাহী-১	ব্যারিষ্টার মোঃ আমিনুল হক	১৯৪৩	ব্যারিষ্টার-৭৪	ছাত্র ইউ-৬২	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম-কেল্লাবারই পাড়া, থানা-গাদাগাড়ী, রাজশাহী
৫৩	রাজশাহী-২	মোঃ কবীর হোসেন	১৯৪১	আইন-৮৪	জাসদ-৭৩	আইনজীবী	বিএনপি	মহল্লা- সাগরপাড়া, থানা-বোয়ালিয়া, রাজশাহী
৫৪	রাজশাহী-৩	সরদার আমজাদ হোসেন	১৯৪০	মাষ্টার্স-৬৮	আ:লীগ-৭০	রাজনীতি	জাপা	গ্রাম- হামির কুৎসা, থানা-বাগমারা, রাজশাহী
[illegible]	রাজশাহী-৪	তাজুল ইসলাম মোঃ [illegible]	১৯৫১	আইন-৮১	ছাত্রলীগ-৬৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- আমগাছী, থানা-দূর্গাপুর, রাজশাহী
৫৬	রাজশাহী-৫	আজিজুর রহমান	১৯৩৮	ম্যাট্রিক-৭২	আ:লীগ-৬৮	বুদ্ধিজীবী	বিএনপি	মহল্লা চন্ডিপুর, থানা- বোয়ালীয়া, রাজশাহী
৫৭	নাটোর-১	ফজলুর রহমান পটল	১৯৪৯	মাষ্টার্স-৭৪	ছাত্রলীগ-৬৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- গৌরীপুর, থানা-লালপুর, নাটোর
৫৮	নাটোর-২	শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী	১৯২৯	আইএ-৪৭	আ:লীগ-৫৬	রাজনীতি	আ:লীগ	মহল্লা নীচাবাজার, থানা-নাটোর, নাটোর
	উপ-নির্বাচন	কাজী গোলাম মোর্শেদ	১৯৫২	মাষ্টার্স-৭৬	ছাত্রইউ-৬৮	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- আলাইপুর, থানা- নাটোর, নাটোর
৫৯	নাটোর-৩	মোঃ আবু বকর শেরকোলী	১৯৩৩	ফাজিল-৫৪	মু:লীগ-৬০	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- শেরকোল, থানা-সিংড়া, নাটোর

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
৬০	নাটোর-৪	অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস	১৯৪৬	মাষ্টার্স-৬৭	ছাত্রলীগ-৬২	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- বালসা, থানা-গুরুদাসপুর, নাটোর
৬১	সিরাজগঞ্জ-১	মোহাম্মদ নাসিম	১৯৪৮	মাষ্টার্স-৭২	ছাত্রলীগ-৬৫	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- কুড়িপাড়া, থানা-সিরাজগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
৬২	সিরাজগঞ্জ-২	মির্জা মুরাদুজ্জামান	১৯৩৮	আইএ-৫৮	ছাত্রলীগ-৫২	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- ধানবান্ধিদ, থানা-কোতয়ালী, সিরাজগঞ্জ
৬৩	সিরাজগঞ্জ-৩	আব্দুল মান্নান তালুকদার	১৯৩৬	আইএ-৫৭	ছাত্রলীগ-৫২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	জিএম, হিলালী রোড, থানা-সিরাজগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
৬৪	সিরাজগঞ্জ-৪	এম আকবর আলী	১৯৩৯	আইন	বিএনপি-৯১	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- [illegible], থানা-উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ
৬৫	সিরাজগঞ্জ-৫	মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান	১৯৩৪	স্নাতক-৫৫		কৃষিজীবী	বিএনপি	গ্রাম- শেরনগর, থানা-বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ
৬৬	সিরাজগঞ্জ-৬	মুহাম্মদ আনছার আলী সিদ্দিকী	১৯৩৩	মাষ্টার্স-৭৭	বিএনপি-৯১	সরকারি কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- চর হুলিমাবাদ, থানা-চৌহালী, সিরাজগঞ্জ
৬৭	সিরাজগঞ্জ-৭	কামরুদ্দিন এহিয়া খান মজলিস	১৯৪৯	স্নাতক-৬৯	ছাত্র ইউ-৬৭	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- দরগাপাড়া, থানা-শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
৬৮	পাবনা-১	মওলানা মতিউর রহমান নিজামী	১৯৪৩	স্নাতক-৬৭	যুক্তফ্রন্ট-৫৭	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- বোয়াইলমারী, থানা-সাঁথিয়া, পাবনা
৬৯	পাবনা-২	ওসমান গণি খান	১৯২৩	মাষ্টার্স-৪৫	বিএনপি-৮৯	সরকারী কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- খোপানীলেন্দা, থানা-বেড়া, পাবনা
৭০	পাবনা-৩	গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব) সাইফুল আজম	১৯৪১	স্নাতক-৬০	বিএনপি-৮৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- খলিসাদহ, থানা-ফরিদপুর, পাবনা
৭১	পাবনা-৪	সিরাজুল ইসলাম সরদার	১৯৫৩	স্নাতক-৭৪	ছাত্র ইউ	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- বাঘাইল, থানা-ঈশ্বরদী, পাবনা
৭২	পাবনা-৫	মাওলানা আব্দুস সোবহান	১৯২৯	কামেল-৫৪	জামাত-৫১	রাজনীতি	জামাত	হাজী মোহাম্মদ মোহসীন রোড, থানা-পাবনা, পাবনা
৭৩	মেহেরপুর-১	অধ্যাপক আব্দুল মান্নান	১৯৪৪	আইন-৮৩	ছাত্রলীগ-৫৪	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	'বনানী', মেহেরপুর পৌরসভা, মেহেরপুর
৭৪	মেহেরপুর-২	মোঃ আব্দুল গণি	১৯৪৮	মাষ্টার্স-৭৫	ছাত্র ইউ-৬৫	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- কুমারীডাঙ্গা, থানা-গাংনী, মেহেরপুর
৭৫	কুষ্টিয়া-১	আহসানুল হক মোল্লা	১৯৩২	ম্যাট্রিক-৫০	আ:লীগ-৫০	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- গংগারামপুর, থানা-দৌলতপুর, কুষ্টিয়া
৭৬	কুষ্টিয়া-২	আব্দুর রউফ চৌধুরী	১৯৩৬	স্নাতক-৬২	মু:ছাত্রলীগ-৪৬	রাজনীতি	বিএনপি	৯২, এন, এস রোড, থানাপাড়া, কুষ্টিয়া
৭৭	কুষ্টিয়া-৩	কে এম আব্দুল খালেক চন্টু	১৯৪৬	স্নাতক-৬৮	ন্যাপ-৫৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মধুপুর, থানা-কুষ্টিয়া, কুষ্টিয়া
৭৮	কুষ্টিয়া-৪	আব্দুল আওয়াল মিয়া	১৯৪৫	আইন-৮৭	আ:লীগ-৭৭	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- কৃষ্ণপুর, থানা-কুমারখালী, কুষ্টিয়া
৭৯	চুয়াডাঙ্গা-১	মির্জা মোহাম্মদ মনসুর আলী	১৯৩০	আই এ	মু:ন্যাশনাল	ব্যবসায়ী	বিএনপি	আল মিরাজ, পুরাতন হাসপাতাল পাড়া, চুয়াডাঙ্গা
৮০	চুয়াডাঙ্গা-২	মাওলানা হাবিবুর রহমান	১৯৩৭	কামেল-৬৩	জামাত-৬৫	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- লোকনাথপুর, থানা-দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা
৮১	ঝিনাইদহ-১	আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল ওহাব	১৯৫৪	আইএ-৭৪	বিএনপি-৭৮	কৃষিজীবী	বিএনপি	গ্রাম- বাগুটিয়া, থানা-শৈলকোপা, ঝিনাইদহ
৮২	ঝিনাইদহ-২	মোহাম্মদ মশিউর রহমান	১৯৫৪	স্নাতক-৭৬	ছাত্র ইউ-৬৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- কন্যাদহ, থানা-হরিনাকুন্ড, ঝিনাইদহ
৮৩	ঝিনাইদহ-৩	মোঃ শহিদুল ইসলাম	১৯৫০	বিপিএড-৭৩	ছাত্র ইউ-৬৮	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- ভালাইপুর, থানা-মহেশপুর, ঝিনাইদহ
৮৪	ঝিনাইদহ-৪	শহিদুজ্জামান বেল্টু	১৯৪৮	স্নাতক-৬৯	ছাত্র ইউ-৬৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- হাসনহাটি, থানা-কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ
৮৫	যশোর-১	তবিবর রহমান সরদার	১৯৩২	আইন-৫৭	মু:ছাত্রলীগ-৪৭	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- বাহিপোতা, থানা-শার্শা, যশোর
৮৬	যশোর-২	অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম	১৯৪৫	মাষ্টার্স-৭৩	ছাত্রলীগ-৬১	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- কৃষ্ণনগর, থানা-ঝিকরগাছা, যশোর
৮৭	যশোর-৩	মোঃ রওশন আলী, এড.	১৯২৪	আইন-৪৫	মু:লীগ-৪৫	আইনজীবী	আ:লীগ	এম এম আলী রোড, থানা-কোতয়ালী, যশোর
	উপ-নির্বাচন	তরিকুল ইসলাম	১৯৪৬	মাষ্টার্স-৬৮	ছা:ইউ-৬২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	মহল্লা-পূর্ব ঘোপ, থানা- কোতয়ালী, যশোর
৮৮	যশোর-৪	শাহ হাদীউজ্জামান	১৯৩৯	ম্যাট্রিক-৫৭	ছাত্র ইউ-৫৭	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম-নওয়াপাড়া, থানা-অভয় নগর, যশোর
৮৯	যশোর-৫	খান টিপু সুলতান	১৯৫০	আইন	ছাত্রলীগ-৬৬	আইনজীবী	আ:লীগ	আব্দুল আজিজ সড়ক, পুরাতন কসবা, যশোর
৯০	যশোর-৬	মাও: মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	১৯৫৬	মাষ্টার্স-৭৬	ই:ছাত্রসংঘ-৬৬	ব্যবসায়ী	জামাত	গ্রাম- হিজলডাঙ্গা, থানা-কেশবপুর, যশোর
৯১	মাগুরা-১	মে.জে. (অব) মজিদ উল হক	১৯২৬	ইঞ্জিনিয়ার	বিএনপি-৮৯	সামরিক কর্মকর্তা	বিএনপি	[illegible]
৯২	মাগুরা-২	মোঃ আছাদুজ্জামান, এড.	১৯৩৫	আইন	আ:লীগ-৫৪	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- জোকা, থানা- মোহাম্মদপুর, মাগুরা
	উপ-নির্বাচন	কাজী সলিমুল হক	১৯৫১	এমবিএ	বিএনপি-৯১	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- বারাস খালী, থানা- শালিখা, মাগুরা

বাংলাদেশের নির্বাচন : ১৯৭০-২০০১

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
৯৩	নড়াইল-১	ধীরেন্দ্র নাথ সাহা	১৯৩২	আইএ-৫২	ষ্টুডেন্ট কং-৪৬	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- বারইপাড়া, থানা-কালিয়া, নড়াইল
৯৪	নড়াইল-২	শরীফ খসরুজ্জামান	১৯৪৭	স্নাতক-৬৮	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	১৭২, খালিশপুর হাউজিং এস্টেট, খুলনা
৯৫	বাগেরহাট-১	ডা. মোজাম্মেল হোসেন	১৯৪০	চিকিৎসা-৬৮	ছাত্রলীগ-৬৫	চিকিৎসক	আ:লীগ	গ্রাম-দক্ষিণ কচুবুনিয়া, থানা-মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট
৯৬	বাগেরহাট-২	এএসএম মোস্তাফিজুর রহমান	১৯৩৪	স্নাতক-৫৫	বিএনপি-৭৭	সামরিক কর্মকর্তা	বিএনপি	বাসা নং-৪৩, রোড নং-৩৭, গুলশান, ঢাকা
৯৭	বাগেরহাট-৩	আব্দুল খালেক তালুকদার	১৯৫২	স্নাতক-৭৪	ছাত্রলীগ-৬৫	কৃষিজীবী	আ:লীগ	৩১, মুন্সীপাড়া ৩য় গলি, খুলনা
৯৮	বাগেরহাট-৪	মুফতি আব্দুস সাত্তার আকন	১৯৩১	কামেল-৫৪	জামাত-৫২	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- চালিতাবুনিয়া, থানা-মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট
৯৯	খুলনা-১	শেখ হারুনর রশিদ	১৯৪৬	স্নাতক-৬৮	ছাত্রলীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- ডেউয়াতলা, থানা-বটিয়াঘাটা, খুলনা
১০০	খুলনা-২	শেখ রাজ্জাক আলী, এড.	১৯২৮	আইন-৫৪	ন্যাপ-৬০	আইনজীবী	বিএনপি	৯নং ফারাজীপাড়া রোড, খুলনা
১০১	খুলনা-৩	মোঃ আশরাফ হোসেন	১৯৪১	স্নাতক-৬১	শ্রমিক ফেডা-৬৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	রোড-১৭৩, প্লট-২০, খালিশপুর আ/এ, খুলনা
১০২	খুলনা-৪	এসএম মোস্তফা রশিদী সুজা	১৯৫৩	স্নাতক-৭৩	ছাত্র ইউ-৬৭	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	৫০, টুটপাড়া ইষ্টলিংক রোড, টুটপাড়া, খুলনা
১০৩	খুলনা-৫	সালাহ উদ্দিন ইউসুফ, এড.	১৯৩১	আইন-৬০	ছাত্রলীগ-৫৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- ধোপা খোলা, থানা-ফুলতলা, খুলনা
১০৪	খুলনা-৬	শাহ মু: রুহুল কুদ্দুস	১৯৪৪	মাষ্টার্স-৬৮	ই:ছাত্রসংঘ-৬৩	ব্যবসায়ী	জামাত	গ্রাম-জায়গীর মহল, থানা-কয়রা, খুলনা
১০৫	সাতক্ষীরা-১	শেখ আনছার আলী	১৯৪৬	আইন-৬৯	ই:ছাত্রসংঘ-৬২	আইনজীবী	জামাত	গ্রাম- ইথালী, থানা-তালা, সাতক্ষীরা
১০৬	সাতক্ষীরা-২	কাজী শামসুর রহমান	১৯৩৭	এমএড-৬৫	জামাত-৬৯	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- সুলতানপুর, থানা- সাতক্ষীরা, সাতক্ষীরা
১০৭	সাতক্ষীরা-৩	এ এম রিয়াসাত আলী বিশ্বাস	১৯৩৬	স্নাতক-৫৮	জামাত-৮২	ব্যবসায়ী	জামাত	গ্রাম- কুড়িকাহনিয়া, থানা-আশাশুনি, সাতক্ষীরা
১০৮	সাতক্ষীরা-৪	গাজী মনসুর আহমেদ	১৯৪৮	স্নাতক-৫৯	ছাত্রলীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- মাঝপারুলিয়া, থানা-দেবহাটা, সাতক্ষীরা
১০৯	সাতক্ষীরা-৫	গাজী নজরুল ইসলাম	১৯৫১	স্নাতক-৮৬	ছাত্রলীগ-৭০	শিক্ষাবিদ	জামাত	গ্রাম- চকবারা, থানা-শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
১১০	বরগুনা-১	ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু	১৯৪৮	আইন-৮০	ছাত্রলীগ-৬২	আইনজীবী	আ:লীগ	গত: হাই স্কুল রোড, থানা-বরগুনা, বরগুনা
১১১	বরগুনা-২	নুরুল ইসলাম মনি	১৯৫৫	বিএ -৭৫	ছাত্রইউ	ব্যবসায়ী	স্বতন্ত্র	গ্রাম- মানিক খালী, থানা-পাথরঘাটা, বরগুনা
১১২	বরগুনা-৩	মজিবর রহমান তালুকদার	১৯২৮	স্নাতক-৫০	আ:লীগ-৫১	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- মুনসেফপাড়া, থানা- পটুয়াখালী, পটুয়াখালী
১১৩	পটুয়াখালী-১	এম কেরামত আলী	১৯২৬	স্নাতক	বিএনপি-৯০	সরকারী কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- দুমকী, থানা-পটুয়াখালী, পটুয়াখালী
১১৪	পটুয়াখালী-২	আ স ম ফিরোজ	১৯৫৩	মাষ্টার্স-৭৫	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- কালাইয়া, থানা- বাউফল, পটুয়াখালী
১১৫	পটুয়াখালী-৩	আখম জাহাঙ্গীর হোসাইন	১৯৫৪	স্নাতক-৭৪	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- চরচন্দ্রাইল, থানা-গলাচিপা, পটুয়াখালী
১১৬	পটুয়াখালী-৪	আনোয়ার উল ইসলাম	১৯৩৯	আইএ-৭৪	ছাত্রলীগ-৫২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- খেপুপাড়া, থানা-কলাপাড়া, পটুয়াখালী
১১৭	ভোলা-১	তোফায়েল আহমেদ	১৯৪৩	মাষ্টার্স-৬৬	ছাত্রলীগ-৬০	রাজনীতি	আ:লীগ	গাজীপুর রোড, ভোলা পৌরসভা, ভোলা
১১৮	ভোলা-২	তোফায়েল আহমেদ	১৯৪৩	মাষ্টার্স-৬৬	ছাত্রলীগ-৬০	রাজনীতি	আ:লীগ	গাজীপুর রোড, ভোলা পৌরসভা, ভোলা
	উপ-নির্বাচন	মোশাররফ হোসেন শাহজাহান	১৯৩৯	আইন-৬৪	আ:লীগ-৭০	আইনজীবী	বিএনপি	ভোলা শহর (সদর রোড), থানা- ভোলা, ভোলা
১১৯	ভোলা-৩	মে.(অব) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ	১৯৪৪	মাষ্টার্স-৬৫	জাপা-৮৬	সামরিক কর্মকর্তা	স্বতন্ত্র	গ্রাম- লালমোহন, থানা-লালমোহন, ভোলা
১২০	ভোলা-৪	মোঃ নজরুল ইসলাম	১৯৪৩	মাষ্টার্স-৬৬	ছাত্রলীগ-৬০	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- দক্ষিণ ফ্যাশন, থানা-চরফ্যাশন, ভোলা
	উপ-নির্বাচন	মোঃ [illegible] উল্লাহ চৌধুরী						
১২১	বাকেরগঞ্জ-১	আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ	১৯৪৪	স্নাতক	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- সেরাল, থানা-আগৈলঝড়া, বরিশাল
১২২	বাকেরগঞ্জ-২ •	রাশেদ খান মেনন	১৯৪৩	মাষ্টার্স-৬৪	ছাত্রইউ-৬০	রাজনীতি	ওয়ার্কার্সপার্টি	গ্রাম- বাহেরচর, থানা-বাবুগঞ্জ, বরিশাল
১২৩	বাকেরগঞ্জ-৩	মোশাররফ হোসেন মংগু	১৯৪৬	স্নাতক-৬৯	ছাত্র ইউ-৬২	ব্যাংক কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- মহিষগুদি, থানা-মুলাদী, বরিশাল
১২৪	বাকেরগঞ্জ-৪	মহিউদ্দিন আহম্মদ	১৯৩৪	স্নাতক	ছাত্রলীগ	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম-কালিকাপুর, থানা-মেহেন্দীগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ
১২৫	বাকেরগঞ্জ-৫	আব্দুর রহমান বিশ্বাস	১৯২৬	আইন	মু:লীগ	আইনজীবী	বিএনপি	গোরাযোন দাস রোড, থানা-কোতয়ালী, বরিশাল

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
	উপ-নির্বাচন	মজিবর রহমান সারোয়ার	১৯৫৬	আইন-৮৮	ট্রেড ইউ.-৭৪	আইনজীবী	বিএনপি	১৯ দিলু রোড, ইস্কাটন, ঢাকা
১২৬	বাকেরগঞ্জ-৬	মোহাম্মদ ইউনুস খান	১৯৪৫	মাস্টার্স-৬৬	ছাত্রইউ-৬৩	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	২০ পার্ক রোড, থানা- গুলশান, ঢাকা
	উপ-নির্বাচন	প্রফেসর আব্দুর রশিদ খান				শিক্ষাবিদ	বিএনপি	
১২৭	ঝালকাঠি-১	মে.(অব) শাহজাহান ওমর	১৯৪৯	ব্যারিস্টার	বিএনপি-৭৮	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- সাংগর, থানা-রাজাপুর, ঝালকাঠি
১২৮	ঝালকাঠি-২	গাজী আজিজ ফেরদৌস					বিএনপি	মহল্লা আড়ৎ, পৌর এলাকা, ঝালকাঠি
১২৯	পিরোজপুর-১	সুধাংশু শেখর হালদার, এড.	১৯৩৬	আইন	ছাত্র ইউ.-৫২	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম-উত্তর গোযকাটি, থানা-নাজিরপুর, পিরোজপুর
১৩০	পিরোজপুর-২	আনোয়ার হোসেন মঞ্জু	১৯৪৪	মাষ্টার্স	ছাত্রলীগ-৬৬	সম্পাদক	জাপা	গ্রাম- পূর্ব ভাণ্ডারিয়া, থানা-ভাণ্ডারিয়া, পিরোজপুর
১৩১	পিরোজপুর-৩	মহিউদ্দিন আহম্মেদ	১৯২৫	স্নাতক-৪৮	মু:ছাত্রলীগ-৩৬	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- গুলিশাখালী, থানা-মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর
১৩২	বাকের+পিরোজপুর	সৈয়দ শহিদুল হক জামাল	১৯৩৯	আইএ	বিএনপি-৯১	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- লবণসাড়া, থানা-বানারীপাড়া, বরিশাল
১৩৩	টাঙ্গাইল-১	আবুল হাসান চৌধুরী	১৯৫১	মাষ্টার্স-৭৬	ছাত্রলীগ-৬৬	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- আলোকদিয়া, থানা-মধুপুর, টাঙ্গাইল
১৩৪	টাঙ্গাইল-২	আব্দুস সালাম পিন্টু	১৯৫১	আইন	ছাত্রলীগ-৬৯	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- গুলিপেচা, থানা-গোপালপুর, টাঙ্গাইল
১৩৫	টাঙ্গাইল-৩	লুৎফর রহমান খান আজাদ	১৯৫৭	আইএ-৭৪	জাসদ-৭৩	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- বগুড়া, থানা- ঘাটাইল, টাঙ্গাইল
১৩৬	টাঙ্গাইল-৪	শাহজাহান সিরাজ	১৯৪৩	স্নাতক-৬৯	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	জাসদ	গ্রাম- বেতডোবা, থানা-কালিহাতী, টাঙ্গাইল
১৩৭	টাঙ্গাইল-৫	মে. জে.(অব) মাহমুদুল হাসান	১৯৩৬	ইঞ্জি:-৫৬	জাপা-৮৩	সামরিক কর্মকর্তা	জাপা	গ্রাম- সন্তোষ, থানা-টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল
১৩৮	টাঙ্গাইল-৬	খন্দকার আবু তাহের	১৯২৯	স্নাতক-৫০	বিএনপি-৯১	সরকারী কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- মাইলজানি, থানা-নাগরপুর, টাঙ্গাইল
১৩৯	টাঙ্গাইল-৭	খন্দকার বদর উদ্দিন	১৯৩৬	আইন-৬০	মু:ছাত্রলীগ-৪৬	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- বানিয়ারা, থানা-মির্জাপুর, টাঙ্গাইল
১৪০	টাঙ্গাইল-৮	হুমায়ন খান পন্নী	১৯২২	স্নাতক-৪৩	বিএনপি-৭৮	কূটনীতিক	বিএনপি	গ্রাম- করটিয়া, থানা-বাসাইল, টাঙ্গাইল
১৪১	জামালপুর-১	আবুল কালাম আজাদ	১৯৩৯	আইন-৭২	ছাত্রলীগ-৫২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- উজান থেওয়ার চর, থানা-বক্সিগঞ্জ, জামালপুর
১৪২	জামালপুর-২	মোঃ রাশেদ মোশাররফ	১৯৪১	স্নাতক-৬১	আ:লীগ-৬৩	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- তেগুরিয়া, থানা-ইসলামপুর, জামালপুর
১৪৩	জামালপুর-৩	মির্জা আজম	১৯৬২	স্নাতক-৮৪	ছাত্রলীগ-৭৭	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- বালিজুড়ী, থানা-মাদারগঞ্জ, জামালপুর
১৪৪	জামালপুর-৪	আব্দুস সালাম তালুকদার	১৯৩৬	ব্যারিস্টার	ডেমো:লীগ-৭৬	আইনজীবী	বিএনপি	৮০, ডি ও এইচ এস, বনানী, ঢাকা
১৪৫	জামালপুর-৫	মোহাম্মদ সিরাজুল হক	১৯৫২	স্নাতক-৭৩	ছাত্রসংঘ-৬৫	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মিয়াপাড়া, থানা-জামালপুর, জামালপুর
১৪৬	শেরপুর-১	শাহ রফিকুল বারী চৌধুরী	১৯৫২	স্নাতক-৭২	ছাত্রলীগ-৬৯	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- চর বাবনা, থানা- সদর, শেরপুর
১৪৭	শেরপুর-২	বেগম মতিয়া চৌধুরী	১৯৪২	মাষ্টার্স-৬৮	ছাত্র ইউ-৬২	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- বানেশ্বরদী, থানা-নকলা, শেরপুর
১৪৮	শেরপুর-৩	ডা. মোঃ সেরাজুল হক	১৯৩৪	চিকিৎসা-৬৭	জাসদ-৭৩	চিকিৎসক	বিএনপি	গ্রাম- গুদা নারায়নপুর, থানা-শেরপুর, শেরপুর
	উপ-নির্বাচন	মোঃ মাহমুদুল হক (রুবেল)	১৯৭১	আইএ	বিএনপি-৯১	ব্যবসায়ী	স্বতন্ত্র	গ্রাম- গুদানারায়নপুর, থানা- শেরপুর, শেরপুর
১৪৯	ময়মনসিংহ-১	প্রমোদ মানকিন	১৯৩৯	আইন-৮০	আ:লীগ-৯০	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- বড়ুয়াকোনা, থানা-হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
১৫০	ময়মনসিংহ-২	মোঃ শামসুল হক	১৯৩০	আইএ	মু:ছাত্রলীগ-৪৪	সমাজসেবী	আ:লীগ	পণ্ডিত পাড়া, ময়মনসিংহ পৌরসভা, ময়মনসিংহ
১৫১	ময়মনসিংহ-৩	নজরুল ইসলাম সরকার	১৯৫৩	স্নাতক-৭৪	ছাত্রলীগ-৬৯	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- সহনাটি, থানা-গৌরীপুর, ময়মনসিংহ
	উপ-নির্বাচন	রওশন আরা বেগম			আ:লীগ	গৃহিনী	আ:লীগ	ধানমন্ডী, ঢাকা
১৫২	ময়মনসিংহ-৪	এ কে এম ফজলুল হক	১৯৩৬	আইএ-৫৬	মু:লীগ-৫৪	ব্যবসায়ী	বিএনপি	এস এ সরকার রোড, সানকীপাড়া, ময়মনসিংহ
১৫৩	ময়মনসিংহ-৫	কেরামত আলী তালুকদার	১৯২২	স্নাতক-৪৪	মু:লীগ	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- সোনারগাঁও, থানা-মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
১৫৪	ময়মনসিংহ-৬	খন্দকার আসাদুল ইসলাম	১৯৫২	আইএ-৭০	ছাত্র ইউ-৬৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- বৈলাজান, থানা-ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ
১৫৫	ময়মনসিংহ-৭	মোঃ আব্দুল খালেক	১৯৫৪	স্নাতক-৭৬	ছাত্রলীগ-৬৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- দরিরামপুর, ডাক- ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
১৫৬	ময়মনসিংহ-৮	খুররম খান চৌধুরী	১৯৪৬	স্নাতক-৭১	বিএনপি-৭৮	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- মোয়াজ্জেমপুর, থানা-ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নির্বাচন : ১৯৭০-২০০১

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
১৫৭	ময়মনসিংহ-৯	আনোয়ারুল হোসেন খান চৌধুরী	১৯৪৩	মাষ্টার্স	ছাত্রলীগ-৬০	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম-বাহাদুরপুর হাউস, থানা-নান্দাইল,ময়মনসিংহ
১৫৮	ময়মনসিংহ-১০	আলতাফ হোসেন গোলন্দাজ	১৯৪৭	স্নাতক-৬৯	ছাত্র ইউ-৬২	কৃষিজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- বাওয়া, থানা-গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
১৫৯	ময়মনসিংহ-১১	আমান উল্লাহ চৌধুরী	১৯৩৫	স্নাতক-৫৬	এনএসএফ-৫৮	সাংস্কৃতিক কর্মী	বিএনপি	গ্রাম- ধামজল, ডাক- ভালুকা, ময়মনসিংহ
১৬০	ময়মন+ নেত্র	মোঃ মোশাররফ হুসেন	১৯৪৩	আইন-৭০	ছাত্রলীগ-৬১	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম-লাউখাই, থানা-পূর্বধলা, নেত্রকোনা
১৬১	নেত্রকোনা-১	মোঃ আব্দুল করিম, এড.	১৯৩৮	আইন-৭৬	ছাত্রলীগ-৬৪	আইনজীবী	বিএনপি	মসজিদ কোয়ার্টার, থানা- নেত্রকোনা, নেত্রকোনা
১৬২	নেত্রকোনা-২	মোঃ আবু আব্বাছ	১৯৩৩	ম্যাট্রিক-৫৭	ছাত্রইউ-৫৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মৌজে বালি, থানা- নেত্রকোনা, নেত্রকোনা
১৬৩	নেত্রকোনা-৩	এম জবেদ আলী, এড.	১৯৩০	আইন-৬০	ছাত্রলীগ-৫২	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- কাউরাট, থানা-কেন্দুয়া, নেত্রকোনা
১৬৪	নেত্রকোনা-৪	লুৎফুজ্জামান বাবর	১৯৫৮	স্নাতক	বিএনপি-৮০	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- বাড়ী ভাদেরা, থানা-মদন, নেত্রকোনা
১৬৫	কিশোরগঞ্জ-১	এবিএম জাহিদুল হক	১৯৪৬	আইন	বিএনপি	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- নারান্দী, থানা-পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ
১৬৬	কিশোরগঞ্জ-২	মে. (অব) আখতারুজ্জামান	১৯৫৩	স্নাতক-৮৬	ছাত্র ইউ-৬৮	সামরিক কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- গচিহাটা, থানা-কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ
১৬৭	কিশোরগঞ্জ-৩	মাও. আতাউর রহমান খান	১৯৪৫	কামেল-৬২	ই:ছাত্রসমাজ-৫৮	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	নুর মনজিল, জামিয়া রোড, কিশোরগঞ্জ
১৬৮	কিশোরগঞ্জ-৪	ড. মিজানুল হক	১৯৪৭	পিএইচডি-৮০	ছাত্রইউ-৬৪	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- করিমগঞ্জ, থানা- করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
১৬৯	কিশোরগঞ্জ-৫	আব্দুল হামিদ, এড.	১৯৪৪	আইন-৭৫	ছাত্রলীগ-৫৩	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- কামালপুর, থানা- মিঠামইন, কিশোরগঞ্জ
১৭০	কিশোরগঞ্জ-৬	আমির উদ্দিন আহম্মদ	১৯২৪	স্নাতক-৪৮	মু:ছাত্রলীগ-৪৪	সমাজসেবা	বিএনপি	গ্রাম-নিকলীবনিয়া হাটি, থানা-নিকলী, কিশোরগঞ্জ
১৭১	কিশোরগঞ্জ-৭	ডা. আব্দুল লতিফ ভূঞা	১৯২৯	পিএইচডি-৬৬	বিএনপি-৭৮	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- জামালপুর, থানা-ভৈরব, কিশোরগঞ্জ
১৭২	মানিকগঞ্জ-১	খন্দকার দেলোয়ার হোসেন	১৯৩৩	আইন-৫৫	ন্যাপ-৫৭	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- পাচুরিয়া, থানা-ঘিওর, মানিকগঞ্জ
১৭৩	মানিকগঞ্জ-২	হারুনার রশিদ খান মুন্নু	১৯৩৭	সিএ	বিএনপি-৯০	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম-পশ্চিম আজিমনগর, থানা-হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ
১৭৪	মানিকগঞ্জ-৩	নিজাম উদ্দিন খান, এড.	১৯৩১	আইন-৫৮	মু:ছাত্রলীগ-৪৫	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- ওসুথা, থানা-মানিকগঞ্জ, মানিকগঞ্জ
১৭৫	মানিকগঞ্জ-৪	শামসুল ইসলাম খান	১৯৩০	স্নাতক	ছাত্রলীগ-৪৪	শিল্পপতি	বিএনপি	৭২৭, সাতমসজিদ রোড, ধানমন্ডি, আ/এ, ঢাকা
১৭৬	মুন্সিগঞ্জ-১	একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী	১৯২৯	চিকিৎসা	বিএনপি-৭৮	চিকিৎসক	বিএনপি	গ্রাম- মজিদপুর, থানা- শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ
১৭৭	মুন্সিগঞ্জ-২	উ.ক. (অব) এম হামিদুল্লাহ খান	১৯৪০	স্নাতক	বিএনপি-৭৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মেদিনী মন্ডল, থানা-লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ
১৭৮	মুন্সিগঞ্জ-৩	এম শামসুল ইসলাম	১৯৩২	আইন-৫৮	এনডিএফ-৬০	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- সুখবাসপুর, থানা-মুন্সিগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ
১৭৯	মুন্সিগঞ্জ-৪	মোঃ আব্দুল হাই	১৯৪৯	স্নাতক-৭০	ছাত্রইউ-৬৬	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- গোশাইবাগ, থানা-মুন্সিগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ
১৮০	ঢাকা-১	ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা	১৯৪৩	ব্যারি-৬৯	বিএনপি-৭৭	আইনজীবী	বিএনপি	বাসা নং-৩১, রোড নং-৫, ধানমন্ডি, ঢাকা
১৮১	ঢাকা-২	আব্দুল মান্নান	১৯৪২	সিএ-৬৭	বিএনপি-৯১	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- গোবিন্দপুর, থানা-নবাবগঞ্জ, ঢাকা
১৮২	ঢাকা-৩	আমান উল্লাহ আমান	১৯৬২	মাষ্টার্স-৮৭	ছাত্রদল	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- বয়াতিকান্দি, থানা-কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
১৮৩	ঢাকা-৪	সালাহ উদ্দিন আহমেদ	১৯৫৬	স্নাতক-৭৬	বিএনপি-৭৭	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- শ্যামপুর, থানা- ডেমরা, ঢাকা
১৮৪	ঢাকা-৫	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ-৬৩	বিএনপি-৮২	রাজনীতি	বিএনপি	বাড়ী-৬, শহীদ মইনুল রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
	উপ-নির্বাচন	মে.(অব) কামরুল ইসলাম	১৯৫২	আইএ-৭০	বিএনপি-৯১	ব্যবসায়ী	বিএনপি	২৪ পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা
১৮৫	ঢাকা-৬	মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ	১৯৫১	স্নাতক	যুবদল-৭৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	৮৭১, দক্ষিণ শাহজাহানপুর, ঢাকা
১৮৬	ঢাকা-৭	সাদেক হোসেন খোকা	১৯৫০	মাষ্টার্স-৭৩	ছাত্রইউনিয়ন-৬৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	৪/১, গোপীবাগ, ১ম গলি, ঢাকা-১২০৩
১৮৭	ঢাকা-৮	লে.জে (অব) মীর শওকত আলী	১৯৩৮	স্নাতক	বিএনপি-৮৭	সামরিক কর্মকর্তা	বিএনপি	১৪৯, মালীবাগ বাজার রোড, ঢাকা
১৮৮	ঢাকা-৯	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ-৬৩	বিএনপি-৮২	রাজনীতি	বিএনপি	বাড়ী-৬, শহীদ মইনুল রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
	উপ-নির্বাচন	ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার	১৯৩১	ব্যারিষ্টার-৬৭	ছা:ফেডা:-৪৫	আইনজীবী	বিএনপি	নুতন বাড়ী, ভজনপুর, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড়
১৮৯	ঢাকা-১০	মেজর (অব) আব্দুল মান্নান	১৯৪২	স্নাতক-৬৪	বিএনপি-৭৭	শিল্পপতি	বিএনপি	

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
১৯০	ঢাকা-১১	হারুন আর রশিদ মোল্লা	১৯৩৫	নন ম্যাট্রিক	আ:লীগ-৫২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	১নং আলুদী, ডাক-মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা
	উপ-নির্বাচন	সৈয়দ মো: মহসিন					বিএনপি	
১৯১	ঢাকা-১২	মো: নিয়ামত উল্যাহ				ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- বড়দেশা, থানা-সাভার, ঢাকা
১৯২	ঢাকা-১৩	ব্যারিষ্টার জিয়াউর রহমান খান	১৯৪৫	ব্যারি-৭৫	জাতীয়লীগ-৭৭	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- বালিয়া, থানা-ধামরাই, ঢাকা
১৯৩	গাজীপুর-১	মো: রহমত আলী, এড.	১৯৪৫	আইন	ছাত্রলীগ-৫৮	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- শ্রীপুর, থানা-শ্রীপুর, গাজীপুর
১৯৪	গাজীপুর-২	অধ্যাপক এম এ মান্নান	১৯৫০	মাষ্টার্স-৭৭	বিএনপি-৭৮	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	
১৯৫	গাজীপুর-৩	ডা. আসফার হোসেন মোল্লা	১৯৫৪	চিকিৎসা	ছাত্রলীগ-৬৮	চিকিৎসক	আ:লীগ	গ্রাম- জামালপুর, থানা-কালীগঞ্জ, গাজীপুর
১৯৬	গাজীপুর-৪	ব্রি. (অব) আ.স.ম. হান্নান শাহ	১৯৪২	স্নাতক-৬২	বিএনপি-৮৩	সামরিক কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- ঘাগটিয়া, থানা-কাপাসিয়া, গাজীপুর
১৯৭	নরসিংদী-১	সামসুদ্দিন আহমেদ ইসহাক	১৯৪১	ম্যাট্রিক-৫৯	ইউপিপি-৬৯	শ্রমিক নেতা	বিএনপি	গ্রাম- বৌয়াকর, ডাক- নরসিংদী, নরসিংদী
১৯৮	নরসিংদী-২	ড. আব্দুল মঈন খান	১৯৪৭	পিএইচডি-৭২	বিএনপি-৯০	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- চরনগরদী, থানা-পলাশ, নরসিংদী
১৯৯	নরসিংদী-৩	আব্দুল মান্নান ভূইয়া	১৯৪৩	আইন-৬৭	ছাত্রইউ-৫৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	বলাকা, ৭ গ্রীণ রোড, ঢাকা
২০০	নরসিংদী-৪	সরদার সাখাওয়াত হোসেন	১৯৫২	আইন-৮৬	ছাত্রইউ-৬৭	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- হাফিজপুর, থানা-মনোহরদী, নরসিংদী
২০১	নরসিংদী-৫	আব্দুল আলী মৃধা	১৯৫৩	স্নাতক-৭৪	ছাত্রইউ-৬৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- করিমগঞ্জ, থানা-রায়পুরা, নরসিংদী
২০২	নারায়ণগঞ্জ-১	আব্দুল মতিন চৌধুরী	১৯৪০	স্নাতক	মু:লীগ-৬০	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম-কেন্দুয়া খালপাড়া, থানা-রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ
২০৩	নারায়ণগঞ্জ-২	আতাউর রহমান খান	১৯৫০	স্নাতক-৭৩	বিএনপি-৯০	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- ইলমদী, থানা-আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ
২০৪	নারায়ণগঞ্জ-৩	অধ্যাপক রেজাউল করিম	১৯৪৯	মাষ্টার্স-৭৩	বিএনপি-৭৭	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম-রামগোবিন্দের গাঁও, থানা-সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
২০৫	নারায়ণগঞ্জ-৪	সিরাজুল ইসলাম	১৯৪৩	স্নাতক	ছাত্রলীগ-৬১	ব্যবসায়ী	বিএনপি	২৮/১, মহিম গাঙ্গুলী রোড, টানবাজার,নারায়ণগঞ্জ
২০৬	নারায়ণগঞ্জ-৫	আবুল কালাম, এড.	১৯৫১	আইন	ছাত্রইউ	আইনজীবী	বিএনপি	৭/১, শায়েস্তা খান রোড, নারায়ণগঞ্জ
২০৭	রাজবাড়ী-১	আব্দুল ওয়াজেদ চৌধুরী	১৯২৮	আইন-৫১	ছাত্রলীগ-৪৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- কাজলকান্দা, থানা-রাজবাড়ী, রাজবাড়ী
	উপ-নির্বাচন	কাজী কেরামত আলী	১৯৫৪	মাষ্টার্স-৭৬	ছাত্রলীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মজ্জাকান্দা, থানা- রাজবাড়ী, রাজবাড়ী
২০৮	রাজবাড়ী-২	ডা. এ কে এম আসলাদ	১৯২২	চিকিৎসা-৫১	মু:লী.কে-৩৮	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- মাগুরা ডাংগী, থানা-পাংশা, রাজবাড়ী
২০৯	ফরিদপুর-১	মো: আব্দুর রউফ মিয়া	১৯৪০	মাষ্টার্স-৭৩	ছাত্রলীগ-৫৭	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- বেলজানী, থানা-বোয়ালমারী, ফরিদপুর
২১০	ফরিদপুর-২	সৈয়দা বেগম সাজেদা চৌধুরী	১৯৩৫	স্নাতক	আ:লীগ-৫৬	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- চন্দ্রপাড়া, থানা-নগরকান্দা, ফরিদপুর
২১১	ফরিদপুর-৩	চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ	১৯৪০	মাষ্টার্স-৬৩	বিএনপি-৭৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- কমলাপুর, থানা-কোতয়ালী, ফরিদপুর
২১২	ফরিদপুর-৪	মো: মোশাররফ হোসেন, এড.	১৯৩৫	আইন-৬১	ছাত্রলীগ-৫০	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- চরভুবাইল, থানা-সদরপুর, ফরিদপুর
২১৩	ফরিদপুর-৫	ডা. কাজী আবু ইউসুফ	১৯২৬	চিকিৎসা-৫৮	আ:লীগ-৬৯	চিকিৎসক	আ:লীগ	গ্রাম- কাওলীবেড়া, থানা-ভাঙ্গা, ফরিদপুর
২১৪	গোপালগঞ্জ-১	কাজী আব্দুর রশীদ	১৯৩৩	আইন-৬২	আ:লীগ-৬৩	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- মুনিরাব্দি, ডাক- গোহালা, গোপালগঞ্জ
২১৫	গোপালগঞ্জ-২	শেখ ফজলুল করিম সেলিম	১৯৪৯	মাস্টার্স-৭১	ছাত্রলীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- টুঙ্গীপাড়া, থানা-টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ
২১৬	গোপালগঞ্জ-৩	শেখ হাসিনা	১৯৪৭	স্নাতক-৭৩	ছাত্রলীগ-৬২	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- টুঙ্গীপাড়া, থানা-টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ
২১৭	মাদারীপুর-১	ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী	১৯৩৬	আইএ-৫৩	আ:লীগ-৫৭	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- চৌধুরীপাড়া, থানা- শিবচর, মাদারীপুর
	উপ-নির্বাচন	নুর-ই আলম চৌধুরী লিটন	১৯৬৪	স্নাতক-৮৬	আ:লী-৯১	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- চৌধুরী বাড়ী, থানা-শিবচর, মাদারীপুর
২১৮	মাদারীপুর-২	মো: আব্দুর রাজ্জাক, এড.	১৯৪২	আইন-৬৪	ছাত্রলীগ-৬৩	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- দক্ষিণ ডাসুড্যা, থানা-ডাসুড্যা, শরিয়তপুর
	উপ-নির্বাচন	শাহজাহান খান	১৯৫২	স্নাতক-৭০	ছাত্রলীগ-৬৬	রাজনীতি	আ:লীগ	নতুন শহর, থানা- মাদারীপুর, মাদারীপুর
২১৯	মাদারীপুর-৩	সৈয়দ আবুল হোসেন	১৯৫১	আইন-৭২	ছাত্রলীগ	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	৩৭, ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা
২২০	শরিয়তপুর-১	কেএম হেমায়েত উল্লাহ আওয়াম	১৯৫৫	স্নাতক	ছাত্রলীগ	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- দক্ষিণ ডাসুড্যা, থানা-ডাসুড্যা, শরিয়তপুর

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নির্বাচন : ১৯৭০-২০০১

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
২২১	শরিয়তপুর-২	কর্নেল (অব) শওকত আলী	১৯৩৭	আইন-৬৯	আ:লীগ-৭৬	সামরিক কর্মকর্তা	আ:লীগ	গ্রাম- নড়িয়া, থানা-নড়িয়া, শরিয়তপুর
২২২	শরিয়তপুর-৩	আব্দুর রাজ্জাক	১৯৪২	আইন-৬৪	ছাত্রলীগ-৬০	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- দক্ষিণ ডামুড্যা, থানা-ডামুড্যা, শরিয়তপুর
২২৩	সুনামগঞ্জ-১	নাজির হোসেন	১৯৪৯	স্নাতক-৬৭	ছাত্রইউ-৬৫	রাজনীতি	সিপিবি	গ্রাম- বিন্নাকুলী, থানা-তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ
২২৪	সুনামগঞ্জ-২	সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, এড.	১৯৪৫	আইন	গণতন্ত্রী পার্টি	আইনজীবী	গণতন্ত্রী পার্টি	গ্রাম- আনোয়ারপুর, থানা-দিরাই, সুনামগঞ্জ
২২৫	সুনামগঞ্জ-৩	আব্দুস সামাদ আজাদ	১৯২৬	স্নাতক-৪৮	মু:ছাত্রফেডা-৪০	রাজনীতি	আ:লীগ	৮৩, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫
২২৬	সুনামগঞ্জ-৪	আব্দুল জহুর মিয়া	১৯২৫	স্নাতক-৫২	মু:ছাত্রফেডা-৪৪	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- বিন্নাকুলী, ডাক- বাদাঘাট, সুনামগঞ্জ
২২৭	সুনামগঞ্জ-৫	আব্দুল মজিদ	১৯৫২	আইন-৮৭	ছাত্রইউ-৬৭	আইনজীবী	জাপা	গ্রাম- শান্তিপুর, থানা- দোয়ারা বাজার, সুনামগঞ্জ
২২৮	সিলেট-১	খন্দকার আব্দুল মালিক	১৯২৮	আইএ-৪৬	বিএনপি-৭৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- তোপখানা, থানা-কোতয়ালী, সিলেট
২২৯	সিলেট-২	মকসুদ ইবনে আজিজ লামা	১৯৫০	স্নাতক-৭০	ছাত্রলীগ-৬৬	রাজনীতি	জাপা	গ্রাম- শেখঘাট, থানা-কোতয়ালী, সিলেট
২৩০	সিলেট-৩	মো: আব্দুল মুকিত খান	১৯৪৮	স্নাতক-৬৮	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- গোপশহর, থানা-কোতয়ালী, সিলেট
২৩১	সিলেট-৪	ইমরান আহমদ	১৯৪৮	স্নাতক-৬৯	আ:লীগ-৬৬	শিল্পপতি	আ:লীগ	গ্রাম-শ্রীপুর চা বাগান, থানা-জৈন্তাপুর, সিলেট
২৩২	সিলেট-৫	মাও. ওবায়দুল হক	১৯৩৪	মাদ্রাসা	ঘমি:উলা.ইস.৪৭	রাজনীতি	ইঐজোট	গ্রাম- উজিরপুর, থানা-জকিগঞ্জ, সিলেট
২৩৩	সিলেট-৬	শরফ উদ্দিন খসরু	১৯৩৬	স্নাতক-৬০	আ:লীগ-৬২	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- দক্ষিণ ভাগ, থানা-গোপালগঞ্জ, সিলেট
২৩৪	মৌলভীবাজার-১	এবাদুর রহমান চৌধুরী	১৯৪৭	আইন-৭২	ছাত্রলীগ-৬২	আইনজীবী	জাপা	গ্রাম- পাংকুল, থানা-বড়লেখা, মৌলভীবাজার
২৩৫	মৌলভীবাজার-২	নবাব আলী আব্বাস খান	১৯৫৮	আইন-৮২	ছাত্রইউ-৭৬	আইনজীবী	জাপা	গ্রাম- পৃথিমপাশা, থানা-কুলাউড়া, মৌলভীবাজার
২৩৬	মৌলভীবাজার-৩	আজিজুর রহমান	১৯৪৩	স্নাতক-৬৫	আ:লীগ-৬৮	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- গুজারাই, থানা- সদর, মৌলভীবাজার
২৩৭	মৌলভীবাজার-৪	মো: আব্দুস শহীদ	১৯৪৮	মাষ্টার্স-৭২	ছাত্রলীগ-৬৩	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- সিদ্ধেশ্বরপুর, থানা-কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার
২৩৮	হবিগঞ্জ-১	খলিলুর রহমান চৌধুরী	১৯৪৭	নন ম্যাট্রিক	আ:লীগ-৭১	ব্যবসায়ী	জাপা	গ্রাম- নবীগঞ্জ বাজার, থানা- নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
২৩৯	হবিগঞ্জ-২	শরীফ উদ্দিন আহমদ	১৯৪২	আইন-৭২	আ:লীগ-৬৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- যাত্রাপাশা, থানা-বানিয়াচঙ্গ, হবিগঞ্জ
২৪০	হবিগঞ্জ-৩	আবু লেইছ মো: মুবিন চৌধুরী	১৯৪২	মাষ্টার্স-৬৮	ছাত্রইউ	শিক্ষাবিদ	জাপা	সায়েস্তা নগর আ/এ, হবিগঞ্জ পৌরসভা, হবিগঞ্জ
২৪১	হবিগঞ্জ-৪	এনামুল হক মোস্তফা শহীদ	১৯৩৮	আইন	ছাত্রলীগ-৫২	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- কুটিরগাঁও, থানা-চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ
২৪২	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-১	মুর্শেদ কামাল	১৯৪৭	অনার্স-৬৯	ছাত্রইউ-৬২	রাজনীতি	জাপা	গ্রাম- খান্দরা, থানা-নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২৪৩	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-২	উকিল আব্দুস সাত্তার ভূঞা	১৯৩৯	আইন-৬৬	পিডিপি-৬৮	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম-সেরুড়া, থানা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২৪৪	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৩	হারুন-আল-রশিদ, এড.	১৯৪০	আইন-৬৩	বিএনপি-৭৮	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- মৌলভী পাড়া, থানা- ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২৪৫	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৪	মিয়া আব্দুল্লাহ ওয়াজেদ	১৯৪৪	ম্যাট্রিক	বিএনপি-৭৯	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- কুটি, থানা-কসবা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২৪৬	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৫	কাজী মো: আনোয়ার হোসেন	১৯৫৫	স্নাতক-৭৫	ছাত্রলীগ-৬৮	সমাজকর্মী	জাপা	গ্রাম- মশাতুয়া, থানা-নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
২৪৭	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৬	এটিএম ওয়ালী আশরাফ	১৯৪৩	মাষ্টার্স-৬২	ছাত্রলীগ-৬০	সম্পাদক	বিএনপি	গ্রাম- তেলিকান্দি, থানা-বাঞ্ছারামপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
	উপ-নির্বাচন	শাহজাহান মিয়া				~	বিএনপি	
২৪৮	কুমিল্লা-১	এম কে আনোয়ার	১৯৩৩	মাষ্টার্স	বিএনপি-৯১	সরকারী কর্মকর্তা	বিএনপি	২৩৬, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা
২৪৯	কুমিল্লা-২	ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন	১৯৪৬	পিএইচডি-৭৪	ছাত্রলীগ-৬২	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- গয়েশপুর, থানা-দাউদকান্দি, কুমিল্লা
২৫০	কুমিল্লা-৩	ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া	১৯৪০	ব্যারি -৭৪	ছা.স.প.-৬১	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- শ্রীরামপুর, থানা- মুরাদনগর, কুমিল্লা
২৫১	কুমিল্লা-৪	মঞ্জুরুল আহসান মুন্সি	১৯৫০	ইঞ্জি-৭৪	বিএনপি-৯০	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- ওনাইশর, থানা-দেবিদ্বার, কুমিল্লা
২৫২	কুমিল্লা-৫	আব্দুল মতিন খসরু	১৯৫০	আইন-৭৬	ছাত্রলীগ-৬৬	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- মিরপুর, থানা-ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা
২৫৩	কুমিল্লা-৬	মো: রেদোয়ান আহমেদ	১৯৫২	আইন	বিএনপি-৭৮	শিল্পপতি	স্বতন্ত্র	গ্রাম- ছাতাভড়া, থানা-চান্দিনা, কুমিল্লা

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
২৫৫	কুমিল্লা-৮	কর্নেল (অব) আকবর হোসেন	১৯৪১	স্নাতক-৭০	ইউপিপি-৭৪	ব্যবসায়ী	বিএনপি	নায়ুনয়া দিঘীরপাড়, ডাক-বল্লপুর, কুমিল্লা
২৫৬	কুমিল্লা-৯	মনিরুল হক চৌধুরী	১৯৪৬	মাস্টার্স-৬৯	ছাত্রলীগ-৬২	রাজনীতি	জাপা	গ্রাম- নোয়াগ্রাম, থানা-কোতয়ালী, কুমিল্লা
২৫৭	কুমিল্লা-১০	এটিএম আলমগীর	১৯৭০	আইন	ছাত্রলীগ-৭৩	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম-কলম, থানা-লাকসাম, কুমিল্লা
২৫৮	কুমিল্লা-১১	ডা. এ কে এম কামরুজ্জামান	১৯৪০	চিকিৎসা-৬৮	বিএনপি-৯০	চিকিৎসক	বিএনপি	গ্রাম- হরিপুর, থানা-লাঙ্গলকোট, কুমিল্লা
২৫৯	কুমিল্লা-১২	কাজী জাফর আহমদ	১৯৪০	আইন	ছাত্রইউ-৫৮	রাজনীতি	জাপা	গ্রাম- চিওড়া, থানা-চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা
২৬০	চাঁদপুর-১	মেসবাহ উদ্দিন খান	১৯২৯	মাস্টার্স	আ:লীগ-৯১	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- গুলবাহার, থানা-কচুয়া, চাঁদপুর
২৬১	চাঁদপুর-২	মোঃ নুরুল হুদা	১৯৪৯	মাস্টার্স-৭০	ছাত্রইউ-৬২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	৩৮, লেক সার্কাস, কলাবাগান, ঢাকা
২৬২	চাঁদপুর-৩	আলম খান	১৯৬১	মাস্টার্স-৮৫	ছাত্রলীগ-৮১	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- কল্যান্দী, থানা-চাঁদপুর, চাঁদপুর
২৬৩	চাঁদপুর-৪	অধ্যাপক মোঃ আবদুল্লাহ	১৯৩৭	এমবিবিএস-৬৬	বিএনপি-৯১	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- গোবিন্দিয়া, থানা-চাঁদপুর, চাঁদপুর
২৬৪	চাঁদপুর-৫	এম এ মতিন	১৯৪৩	স্নাতক-৬২	ন্যাপ-৬৬	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- টোরাগড়, থানা-হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর
২৬৫	চাঁদপুর-৬	আলমগীর হায়দার খান	১৯৫৪	স্নাতক	ছাত্রইউ	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মুলপাড়া, থানা-ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর
২৬৬	ফেনী-১	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ-৬৩	বিএনপি-৮২	রাজনীতি	বিএনপি	বাড়ী-৬,শহীদ মইনুল রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
২৬৭	ফেনী-২	জয়নাল আবেদীন হাজারী	১৯৪০	স্নাতক-৭৯	ছাত্রলীগ-৬৩	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- মাষ্টার পাড়া, ডাক- ফেনী, ফেনী
২৬৮	ফেনী-৩	মাহবুবুল আলম তারা	১৯৪০	মাস্টার্স-৬৪	ছাত্রইউ-৫২	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- ফরহাদ নগর, থানা-ফেনী সদর, ফেনী
২৬৯	নোয়াখালী-১	জয়নুল আবেদীন ফারুক	১৯৪৯	মাস্টার্স-৭২	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- ইয়ারপুর, থানা-সেনবাগ, নোয়াখালী
২৭০	নোয়াখালী-২	বরকত উল্যা বুলু	১৯৫৬	স্নাতক-৮০	ছাত্রইউ-৬৪	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মির্জা নগর, থানা-বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
২৭১	নোয়াখালী-৩	সালাহ উদ্দিন কামরান	১৯৫৬	আইন-৮০	বিএনপি-৭৮	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- গোবিন্দপুর, থানা-চাটখিল, নোয়াখালী
২৭২	নোয়াখালী-৪	মোঃ শাহজাহান	১৯৫৪	স্নাতক-৭৪	ছাত্রইউ-৬৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- লালপুর, থানা-সদর, নোয়াখালী
২৭৩	নোয়াখালী-৫	ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমদ	১৯৪০	ব্যারিষ্টার-৬৭	ছাত্র ফেডা-৬৪	আইনজীবী	জাপা	গ্রাম- মোহাম্মদ নগর, থানা-কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী
২৭৪	নোয়াখালী-৬	মোঃ ওয়ালী উল্লাহ	১৯৪৬	মাস্টার্স-৬৮	ছাত্রলীগ-৬০	শিক্ষাবিদ	আ:লীগ	গ্রাম- নলচিরা, থানা-হাতিয়া, নোয়াখালী
২৭৫	লক্ষীপুর-১	জিয়াউল হক জিয়া	১৯৫৩	স্নাতক-৭০	ছাত্রলীগ-৬৬	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- কেরুয়া, থানা-রামগঞ্জ, লক্ষীপুর
২৭৬	লক্ষীপুর-২	মোহাম্মদ উল্লাহ, এড.	১৯২১	আইন-৪৮	আ:লীগ৫১	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- সাইচা, থানা-রায়পুরা, লক্ষীপুর
২৭৭	লক্ষীপুর-৩	খায়রুল এনাম, এড.	১৯৪৮	আইন-৭৮	ছাত্রলীগ-৬৪	আইনজীবী	বিএনপি	গ্রাম- বাঞ্চানগর, ডাক- লক্ষীপুর, লক্ষীপুর
২৭৮	লক্ষীপুর-৪	আব্দুর রব চৌধুরী	১৯৩৪	মাস্টার্স	ছাত্রলীগ-৫২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- সেবাগ্রাম, থানা-রামগতি, লক্ষীপুর
২৭৯	চট্টগ্রাম-১	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ	১৯৩৯	স্নাতক-৬৫	বিএনপি-৯১	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- মিরেরশরাই, থানা-মিরেরশরাই, চট্টগ্রাম
২৮০	চট্টগ্রাম-২	এল কে সিদ্দিকী	১৯৩৯	ইঞ্জি:-৬১	বিএনপি-৭৮	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম-দক্ষিণ রহমতনগর, থানা-সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম
২৮১	চট্টগ্রাম-৩	মোস্তাফিজুর রহমান	১৯৪৩	স্নাতক-৬৩	ছাত্রলীগ-৬১	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- কুঠির মোড়, থানা-সন্দীপ, চট্টগ্রাম
২৮২	চট্টগ্রাম-৪	সৈয়দ নজিবুল বশর	১৯৫৯	স্নাতক-৮০	আ:লীগ-৯১	সমাজকর্মী	আ:লীগ	গ্রাম- মাইজভান্ডার, থানা-ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
২৮৩	চট্টগ্রাম-৫	সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম	১৯৪৮	মাস্টার্স-৭০	ছাত্রলীগ-৬২	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- চিকনদন্ডি, থানা-হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
২৮৪	চট্টগ্রাম-৬	সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী	১৯৪৯	মাস্টার্স	মু:লীগ-৭৮	ব্যবসায়ী	এনডিপি	গ্রাম- [illegible], থানা-রাউজান, চট্টগ্রাম
২৮৫	চট্টগ্রাম-৭	মোহাম্মদ ইউনুস	১৯৪৯	স্নাতক-৭০	ছাত্রইউ-৬৬	রাজনীতি	সিপিবি	গ্রাম- পূর্ব সৈয়দবাড়ী, থানা-রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম
২৮৬	চট্টগ্রাম-৮	বেগম খালেদা জিয়া	১৯৪৫	আইএ-৬৩	বিএনপি-৮২	রাজনীতি	বিএনপি	বাড়ী-৬, শহীদ মইনুল রোড, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
	উপ-নির্বাচন	আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী	১৯৫০	বিএ	বিএনপি-৯১	শিল্পপতি	বিএনপি	৩৩, মেহেদীবাগ, রোড, চট্টগ্রাম
২৮৭	চট্টগ্রাম-৯	আব্দুল্লাহ আল নোমান	১৯৪৫	স্নাতক-৬৮	ছাত্রইউ-৬২	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- সত্তা, থানা-রাউজান, চট্টগ্রাম
২৮৮	চট্টগ্রাম-১০	সিরাজুল ইসলাম	১৯৩৭	আইন	ছাত্রইউ-৪৯	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- চরলক্ষ্যা, থানা-বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
২৮৯	চট্টগ্রাম-১১	শাহনেওয়াজ চৌধুরী মন্টু	১৯৬০	এমবিএ	ছাত্রলীগ-৭১	শিল্পপতি	বিএনপি	গ্রাম- হুলাইন, থানা-পটিয়া, চট্টগ্রাম
২৯০	চট্টগ্রাম-১২	আক্তারুজ্জামান চৌধুরী বাবু	১৯৪৫	এমবিএ-৬৩	আ:লীগ-৬৪	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- হাইলধর, থানা-আনোয়ারা, চট্টগ্রাম
২৯১	চট্টগ্রাম-১৩	কর্ণেল (অব) অলি আহামদ	১৯৪১	স্নাতক-৬৬	বিএনপি-৮০	সামরিক কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- চান্দনাইশ, থানা-চান্দনাইশ, চট্টগ্রাম
২৯২	চট্টগ্রাম-১৪	শাহজাহান চৌধুরী	১৯৫৪	ডিপ্লোমা	ই:ছাত্রসংঘ-৬৯	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- পশ্চিম ঢেমশা, থানা-সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম
২৯৩	চট্টগ্রাম-১৫	সুলতান উল কবির চৌধুরী	১৯৪৭	আইন-৭২	ছাত্রলীগ-৬২	আইনজীবী	আ:লীগ	গ্রাম- পশ্চিম পুইছড়ী, থানা-বাঁশখালী, চট্টগ্রাম
২৯৪	কক্সবাজার-১	এনামুল হক	১৯৫৪	মাষ্টার্স-৭৮	ই:ছাত্রসংঘ-৬৯	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- চিরিংগা, থানা-চকরিয়া, কক্সবাজার
২৯৫	কক্সবাজার-২	মোহাম্মদ ইসহাক	১৯৩৭	মাষ্টার্স-৬০	আ:লীগ-৬৪	রাজনীতি	আ:লীগ	গ্রাম- বানিয়াকাটা, থানা-মহেশখালী, কক্সবাজার
২৯৬	কক্সবাজার-৩	মোস্তাক আহমদ চৌধুরী	১৯৪৫	স্নাতক-৬৭	ছাত্রলীগ-৬৫	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- চৌদলদনী, থানা-কক্সবাজার, কক্সবাজার
২৯৭	কক্সবাজার-৪	শাহজাহান চৌধুরী	১৯৫০	স্নাতক	ছাত্রলীগ-৬৯	ব্যবসায়ী	বিএনপি	গ্রাম- রাজা পালং, থানা-উখিয়া, কক্সবাজার
২৯৮	খাগড়াছড়ি	কল্পরঞ্জন চাকমা	১৯২৪	আইন-৪৫	ন্যাপ-৫২	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম- বাবুপাড়া, থানা- দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি
২৯৯	রাঙ্গামাটি	দীপংকর তালুকদার	১৯৫২	স্নাতক-৭৩	ছাত্রলীগ-৬৯	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	গ্রাম-চম্পকনগর, থানা-রাঙ্গামাটি, পার্বত্য রাঙ্গামাটি
৩০০	বান্দরবান	বীর বাহাদুর	১৯৬০	মাষ্টার্স-৮৬	আ:লীগ-৯০	ব্যবসায়ী	আ:লীগ	২নং ওয়ার্ড, বান্দরবান পৌরসভা,পার্বত্য বান্দরবান
মহিলা আসন-১		খুরশীদ জাহান হক	১৯৩৯	স্নাতক-৫৯	ছা:ইউ-৫৬	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- বালুবাড়ি, থানা-কোতয়ালী, দিনাজপুর
মহিলা আসন-২		নাহেদা সরকার		এমএসসি	জে:লীগ	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- কেরানীপাড়া, থানা-কোতয়ালী, রংপুর
মহিলা আসন-৩		রেবেকা মাহমুদ	১৯৪৯	স্নাতক-৭৩	ছা:ইউ-৬৮	সমাজসেবী	বিএনপি	গ্রাম- ধাপ, জেইল রোড, থানা-কোতয়ালী, রংপুর
মহিলা আসন-৪		সাহিদা আরা হক	১৯৪৫	ম্যাট্রিক-৬২	বিএনপি-৯১	সমাজসেবী	বিএনপি	গ্রাম-জুলেশ্বরীতলা, (নূর মসজিদের পশ্চিমে), বগুড়া
মহিলা আসন-৫		বেগম রওশন এলাহী	১৯৩৭	আইএ	মু:লীগ-৫২	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- সিরাজগঞ্জ, ডাক- সিরাজগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ
মহিলা আসন-৬		অধ্যাপক লুৎফন নেসা হোসেন	১৯৪৭	বিএড	ছা:ইউ-৬৬	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	মহল্লা কাজীহাটা, ডাক- রাজশাহী, রাজশাহী
মহিলা আসন-৭		রাশিদা খাতুন	১৯৫৮	বিএড-৬৩	জামাত-৬৮	শিক্ষাবিদ	জামাত	গ্রাম- শেরী, থানা-শেরপুর, শেরপুর
মহিলা আসন-৮		সেলিনা শহীদ	১৯৫৭	আইএ	বিএনপি-৭৮	সমাজসেবী	বিএনপি	ভেড়ামারা শহর, ডাক- ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া
মহিলা আসন-৯		শামসুন নাহার আহমেদ	১৯৩৪	মাষ্টার্স	ছা:ইউ	সমাজসেবী	বিএনপি	এম আর রোড, থানা-মাগুরা, মাগুরা
মহিলা আসন-১০		ফরিদা রহমান	১৯৪৪	মাষ্টার্স	আ:লীগ-৭০	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- প্রাণ সায়ের, থানা-সাতক্ষীরা, সাতক্ষীরা
মহিলা আসন-১১		সৈয়দা নার্গিস আলী	১৯৫১	স্নাতক	বিএনপি-৯০	ব্যবসায়ী	বিএনপি	জহুরারা মঞ্জিল, মুন্সিপাড়া, বাড়ী নং-৫, ২য় গলি, খুলনা
মহিলা আসন-১২		রওশন আরা হেনা	১৯৫৬	মাষ্টার্স	ছা:লীগ-৬৮	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- রহমানপুর, থানা-মনপুরা, ভোলা
মহিলা আসন-১৩		সেলিমা রহমান	১৯৪১	মাষ্টার্স	বিএনপি-৭৭	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- বাহেরচর, থানা-বাবুগঞ্জ, বরিশাল
মহিলা আসন-১৪		আনোয়ারা হাবীব	১৯৫৫		মু:লীগ	সমাজসেবী	বিএনপি	গ্রাম- বিয়োনী, থানা-টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল
মহিলা আসন-১৫		রহিমা খন্দকার	১৯৪৬	মাষ্টার্স-৬৯	বিএনপি-৭৭	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- ইসলামপুর, থানা-ইসলামপুর, জামালপুর
মহিলা আসন-১৬		নুরজাহান ইয়াসমিন	১৯৪৯	আইএ	বিএনপি-৮১	রাজনীতি	বিএনপি	৬১, সানকি পাড়া, ময়মনসিংহ
মহিলা আসন-১৭		রাবী আশরাফ	১৯৫?	এমএস	ছা:ইউ-৫৬	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- চল্লিশ কাহনীয়া, থানা-বারহাট্টা, নেত্রকোনা
মহিলা আসন-১৮		ফরিদা হাসান					বিএনপি	প্লট নং-৩৪, সড়ক নং-৪৬, গুলশান মডেল টাউন, ঢাকা
মহিলা আসন-১৯		মিসেস সারওয়ারী রহমান	১৯৩৭	স্নাতক	বিএনপি-৭৯	রাজনীতি	বিএনপি	৫ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা
মহিলা আসন-২০		কে জে হামিদা খানম	১৯৪৬	মাষ্টার্স	বিএনপি-৭৯	সরকারী কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- আরকিতলা, থানা-শিবপুর, নরসিংদী
মহিলা আসন-২১		সামসুন নাহার খাজা আহসান উল্লাহ	১৯৩৮	স্নাতক	বিএনপি-৭৮	সমাজসেবী	বিএনপি	গ্রাম- রিকাবি বাজার, থানা-মুন্সিগঞ্জ, ঢাকা
মহিলা আসন-২২		অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম	১৯৪১	মাষ্টার্স-৭৩	ছাএইউ-৫৯	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	গ্রাম- সজনবান্দা, থানা-রাজবাড়ী, রাজবাড়ী
মহিলা আসন-২৩		হাফেজা আসমা খাতুন	১৯৩৫	আইএ-৬৯	জামাত-৬৮	রাজনীতি	জামাত	গ্রাম- কমলাঠি, থানা-নড়িয়া, শরিয়তপুর

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের নির্বাচন : ১৯৭০-২০০১

জাতীয় আসন	নির্বাচনী আসন	সংসদ সদস্যদের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	রাজনীতিতে যোগদান	সামাজিক পরিচিতি	রাজনৈতিক দল	স্থায়ী ঠিকানা
মহিলা আসন-২৪		ফাতেমা চৌধুরী পারু	১৯৪৩	আইএ	আ:লীগ-৬১	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম-ঝরণার পার, থানা-সদর, সিলেট
মহিলা আসন-২৫		খালেদা রব্বানী	১৯৪৭	আইএ	বিএনপি-৭৮	রাজনীতি	বিএনপি	৩৪, শাহ মোস্তফা রোড, থানা-মৌলভীবাজার, মৌলভীবাজার
মহিলা আসন-২৬		আছিয়া রহমান	১৯৫৪	স্নাতক	ন্যাপ (৬১)	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- পাইকপাড়া, থানা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
মহিলা আসন-২৭		রাবেয়া চৌধুরী	১৯৩৫	ম্যাট্রিক	বিএনপি-৭৮	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- বাদুরতলা, থানা-কোতয়ালী, কুমিল্লা
মহিলা আসন-২৮		হালিমা খাতুন	১৯৫২	স্নাতক	ছা:ইউ-৬৮	শিক্ষাবিদ	বিএনপি	রামপুর (উকিলপাড়া), থানা-ফেনী, ফেনী
মহিলা আসন-২৯		রোজী কবির	১৯৫১	স্নাতক	বিএনপি-৭৮	রাজনীতি	বিএনপি	গ্রাম- দক্ষিণ হালিশহর, থানা-বন্দর, চট্টগ্রাম
মহিলা আসন-৩০		মিসেস মাম্যাচিং	১৯৫০	মাষ্টার্স-৭৫	ছা:ইউ-৭২	ব্যাংক কর্মকর্তা	বিএনপি	গ্রাম- পুরান রাজবাড়ী, বান্দরবান পার্বত্য জেলা